দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা
ষষ্ঠ বর্ষ ■ সংখ্যা: ১৭
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০২২

ভাষা থেকে স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবী মানুষের বিজয়

শ্রমিক অঙ্গনে সবার পরিচয় আমরা সবাই শ্রমিক

করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনেও সুফল মিলছে না

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতি-কৌশল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ:

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

KGL

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে
(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৬ষ্ঠ বর্ষ● সংখ্যা: ১৭
জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি-২০২২

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
জানুয়ারি: ২০২২

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

■ পরকালের জবাবদিহি মুহম্মাদ মহিব্বুল্লাহ	০৩
■ শ্রমিক অঙ্গনে সবার পরিচয় আমরা সবাই শ্রমিক ডাঃ শফিকুর রহমান	০৬
■ ভাষা থেকে স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবী মানুষের বিজয় ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	০৯
■ করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনেও সুফল মিলছে না সামছুল আরেফিন	১৪
■ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতি-কৌশল কবির আহমেদ	১৬
■ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ড. আব্দুল মান্নান	২০
■ মাছ জাতীয় রূপালী সম্পদ গোলাম রাব্বানী	২৪
■ একজন শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন	২৮
■ করোনাকালে শ্রমিক জীবন মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	৩০
■ দর্জি শ্রমিক ও শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কিছু কথা অধ্যাপক অব্দুল মতিন	৩৩
■ ব্যবসায় আত্মকর্মসংস্থান ও সফলতা কাজী আবুল বাশার	৩৬
■ উশর আদায় করা ফরজ হাফেজ নূর হোসাইন	৩৮
■ ফেডারেশন সংবাদ	৪১

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর মধ্যে ২০২১ সালকে বিদায় জানিয়ে, পুরনো বছরের গ্লানি ভুলে ২০২২ শুরু হয়েছে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে। করোনার ভয়াবহতার মধ্যে থেমে ছিলো না শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে গার্মেন্টস শ্রমিক, পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন ছিলো বছর জুড়েই। এই মহামারীর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সেজান জুসের কারখানায় অগ্নিকান্ডে অর্ধশতাধিক শ্রমিকের লাশ দেশের মানুষকে প্রবল নাড়া দিয়েছে। পুরো বছর জুড়েই দ্রব্য মূল্যের লাগামহীনতায় শ্রমিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। অভাব আর দারিদ্রের কষাঘাতে আজকের জনজীবন দুঃখ ও হাহাকারে পূর্ণ।

বায়ান্নর একুশ বাঙ্গালীর স্বাধীকার, মর্যাদা, সাম্য এবং স্বকীয়তা নিয়ে জেগে ওঠার এক প্রচন্ড দ্রোহ। পরাধিনতার শৃঙ্খল ভেঙে জেগে ওঠার স্বপ্ন ছিলো অমর একুশ। আর যারা জেগে উঠার স্বপ্নে রক্ত দিয়েছেন তারা ছিলেন সাধারণ শ্রমিক। যাদের রক্তে ১৯৫২ সালের রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম সারির আটজন ছিলেন শ্রমিক। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের অবদানের কথা ততোটা প্রচার করা হয় না। যুগে যুগে তারা যেমন অধিকার হারা ছিলো তেমনি ইতিহাসের পাতায়ও তারা আজ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তবুও পেছনে ফেলে আসা তাদের অবদান, তাদের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনার স্মৃতি ইতিহাস হয়ে থাকবে আমাদের ব্যক্তি, জাতীয় ও সামাজিক জীবনে।

জানুয়ারি প্রতি বছর একেকটি নতুন বছরের বার্তা নিয়ে আসে। এবারের ২০২২ সালের জানুয়ারি শ্রমিক বার্তার জন্য নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। হাজারো পাঠকের ভালবাসায় সাফল্যের সাথে ৫ম বর্ষ অতিক্রম করে ৬ষ্ঠ বর্ষে "ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তা" থেকে "দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তা" হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। আনন্দ বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসাব নিকাশ পেছনে ফেলে নতুন বছরে নতুন উদ্দ্যেমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সামগ্রিক কল্যাণসহ ইসলামী শ্রমনীতির পক্ষে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রত্যাশায় আমাদের পথচলা।

পরকালের জবাবদিহি

মুহম্মাদ মহিব্বুল্লাহ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা:) নবী করীম (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও স্ব-স্থান হতে নড়তে দেয়া হবে না।

১) তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে

২) যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে

৩) ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে

৪) তা কিভাবে ব্যয় করেছে

৫) সে দীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা। (তিরমিযী-৪/২৪১৬)

রাবীর পরিচয়

ইবনে মাসুদের মূল নাম আবদুল্লাহ। তার পিতার নাম মাসুদ। কুনিয়াত নাম আবু আবদির রহমান। মাতার নাম উম্মে আবাদ। জন্ম ৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মক্কায় তামিম গোত্রে তিনি কিশোর বয়সে কুরাইশ গোত্রের এক সর্দার উকবা ইবনু আবু মুইতের একপাল ছাগল চড়াতেন। রাসূল (সা:) ও আবু বকর (রা:) এর সাথে ছাগল সংক্রান্ত তার ঘটনা এরপর তিনি ইসলাম গ্রহন করেন। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় যে কয়জন মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা:) ছিলেন তাদের একজন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন এবং নবী করিম (সা:) এর মদিনায় হিজরতের পর মদিনায় চলে আসেন। তিনি সর্বদা রাসূল (সা:) এর খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন এবং ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করতেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, "আমরা ইয়েমেন থেকে এসে বহুদিন পর্যন্ত ইবনে মাসুদ (রা:) কে নবী পরিবারের লোক বলে মনে করতাম।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা:) একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদিসসহ সব বিষয়েই সমান পারদর্শী ছিলেন। মদীনার যে কয়জন সাহাবী ফতোয়া দিতেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। কোরআন শিক্ষায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। নবী করিম (সা:) বলেন: "কুরআন শরীফ যেভাবে নাজিল হয়েছে হুবহু সেভাবে যদি কেউ পড়তে চায় সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদের কাছে যায়।"

এই জ্ঞানের বিশাল মহিরূহ হিজরী ৩২ সালে মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে কবর দেওয়া হয়। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৮৪৮ টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ঐক্যমতে হাদিস ৬৪টি, তাছাড়া বুখারী ২৬৪টি এবং মুসলিম ৩৫টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হাদিসের গুরুত্ব

আলোচ্য হাদিসে মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন কল্পে আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্র সংশোধনের আশা করা বৃথা, কারণ আমাদের এ জীবনের পর অনন্তকালের এক জীবন আছে এবং সে জীবনের সাফল্য এবং ব্যর্থতা সম্পুর্ণরূপে নির্ভর করে এ জীবনের কর্ম ফলের ওপর; আর প্রতিটি কর্মেরই সুক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে একমাত্র এই অনুভূতিই মানুষকে মহৎ হতে বাধ্য করে।

তাছাড়া পার্থিব জীবনের আচার আচরণ সম্বন্ধেও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এ হাদিসের মধ্যে। তাই প্রতিটি মুসলমানের জীবনে এ হাদিসটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ব্যাখ্যা

১. তাঁর জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে "আমি মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য"। (সূরা জারিয়াত : ৫৬)

ইবাদত করতে প্রতিটি মানুষ অথবা জ্বীনকে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর দাসত্ব বা গোলামী করার কথা বলা হয়েছে। কারণ ইয়োবুদুন শব্দটি আবদুন শব্দ হতে নির্গত আর আব্দুন শব্দের অর্থ হলো গোলাম বা দাস। কাজেই দাসত্ব বা গোলামী জীবনের কোনো একটি সময় বা মুহূর্ত পর্যন্ত সীমিত নয় বরং সমস্ত জীবন ব্যাপী এ দায়িত্ব।

সুরা বাকারার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ তোমরা তোমাদের পালন কর্তার দাসত্ব করো। যিনি তোমাদের ও পূর্ববর্তী সকলকে সৃস্টি করেছেন যাতে তোমরা তাকওয়াহ অর্জন করতে পারো"।

অন্যত্র বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে করেছ আমরা তোমাদেরকে অকারণেই সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে কখনই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে না। (সূরা মুমিনুন-১১৫)

তাই দেখা যায় পৃথিবীর প্রতিটি চাকচিক্যময় বস্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ পরীক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করেই শুরু হবে পরকালের জীবন। সত্যি কথা বলতে কি ছোট্ট একটি প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জীবনব্যাপী বিস্তৃত।

সূরা মারিয়ামের ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- এদেরকে বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে লিপ্ত হয় করুণাময় তাকে ঢিল দিতে থাকেন, এমনকি এ ধরনের লোকেরা যখন এমন জিনিস দেখে নেয় যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়- তা আল্লাহর আযাব হোক বা কিয়ামতের সময়- তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দল দুর্বল!

২. যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে

প্রতিটি বস্তুরই একটি উৎকৃষ্ট অংশ থাকে আর জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ হচ্ছে যৌবন কাল। নিম্নে চারটি গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটে এই যৌবনে।

১. চিন্তা শক্তি, ২. ইচ্ছা শক্তি, ৩. মনন শক্তি, ৪. কর্ম শক্তি

অতএব দেখা যাচ্ছে ভালো অথবা মন্দ যে কাজই করা হোক না কেন যৌবনের শক্তিই তার প্রধান উপজীব্য। মানবীয় চরিত্রের অসৎ বৈশিষ্ট্য গুলো যেমন- অন্যায়,অনাচার, অসততা, মিথ্যা প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, জুলুম, নির্যাতন, অহংকার ইত্যাদি সব কিছুই করে যৌবন কালে। দেখা যায় যৌবনে দুর্ধর্ষ প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি বার্ধক্যে নেহায়েত গোবেচারায় পরিণত হয়। কারন বার্ধক্য মানুষকে নিরীহ করে দেয়। তাই বার্ধক্য যেমন অন্যায় অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করে দেয় তদ্রুপ যতো সৎ নিয়ত এবং প্রচেষ্টাই থাকে না কেন বার্ধক্য আসার পর কোনো একটি ভালো কাজও সুচারু রূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, এখানে বার্ধক্য তার প্রধান অন্তরায়। এজন্য যৌবন এত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে - পাঁচটি বস্তুকে গণিমতের মাল বলে মনে করতে হবে। তার একটি হলো বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের।" (মিশকাত)

অনেকেই মনে করে যৌবন যা কিছু মনে চায় করে বার্ধক্য আসার পর আল্লাহর নিকট তওবা করে সৎকাজে মনোনিবেশ করবো। এই চিন্তা মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। মানুষের চিন্তার এই অসারতাই অত্র হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্যই পরকালের প্রশ্নাবলীর মধ্যে যৌবন সংক্রান্ত প্রশ্নটি অন্যতম।

সুরা নিসার ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- কিন্তু তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা খারাপ কাজ করে যেতেই থাকে, এমন কি তাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে গেলে সে বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাওবা তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কাফের থাকে। এমন সব লোকদের জন্য তো আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

৩. ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে

মানুষ পৃথিবীতে ভোগের জন্য সর্বদা পাগলপারা। তার একটা লক্ষ্য ধন সম্পদের স্তুপে সুখের সন্ধান করা।

এ জন্য চুরি, ডাকাতি, অপরের সম্পদ হরণ অথবা ধোকাবাজী যা কিছু হোকনা কেন তাতে পরওয়া নেই। আর এভাবে যদি কোনো সমাজ চলে তবে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখে একটি সুখী সমৃদ্ধশীল সমাজ কায়েমের লক্ষে ধন-সম্পদ আয় এবং তার ব্যয়ের মধ্যেও শর্তারোপ করেছেন।

নিম্নে সম্পদ অর্জনের মৌলিক বিধি নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সুরা শুরার ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি একটি হিসাব অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

সুরা তাকাসুরে আল্লাহ বলেন, তোমাদের মোহচ্ছন্ন করে রেখেছে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। 8.65

সুরা হাজ্জের ২৩-নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- (অন্যদিকে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তো দিয়ে সাজানো হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের।

◆ কারও অধিকার নষ্ট করে সম্পদ অর্জন করা যাবে না। যেমন মিরাসের অংশ না দিয়ে অথবা মোহরানার প্রাপ্ত টাকা না দিয়ে ভোগ করা এতিমের মাল ভোগ করা ইত্যাদি। সুরা নিসার ২ নং ও ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- "এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ "।

"আর আনন্দের সাথে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহরানা আদায় করে দাও। তবে যদি তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছায় মোহরানার কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে তা খেতে পারো"।

◆ ব্যভিচার বা কোন ব্যাভিচারের সাথে সম্পৃক্ত কাজের মাধ্যমে ও সম্পদ অর্জন করা যাবে না। খাদিজা রাঃ বলেন রাসুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যিনা কারির উর্পাজন নিকৃষ্ট।

◆ চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুন্ঠন, ইত্যাদির মাধ্যমেও জীবিকা বা সম্পদ অর্জন করা যাবে না। সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত

দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি।

◆ কাউকে ধোকা দিয়ে বা ঠকিয়ে ধন সম্পদ অর্জন করা যাবে না। সুরা নিসার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে। আর নিজেকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আলাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

◆ গান, বাজনা, অভিনয় ইত্যাদিকেও জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

◆ হারাম মালের দ্বারা ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা যাবেনা। সুরা নূরের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।

◆ মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য সামগ্রী ৪০ দিনের অধিক জমা রেখে ঐ মুনাফা লব্ধ টাকার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করা যাবেনা।

◆ সুদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে সম্পদ আহরন বা বর্ধিত করা যাবে না। সুরা রুমের ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- যে সুদ তোমরা দিয়ে থাকো, যাতে মানুষের সম্পদের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আলাহর কাছে তা বাড়ে না। আর যে যাকাত তোমরা আলাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকো, তা প্রদানকারী আসলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে।

◆ জুয়া, হাউজি, ভাগ্য গণনা, লটারী ইত্যাদির মাধ্যমেও সম্পদ অর্জন করা যাবে না। সুরা মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- হে ঈমানদারগণ! "এ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে"।

"শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"

◆ ওজনে কম দেওয়া।

উপরের বিধি গুলি সামনে রেখে উপার্জন করতে হবে

৪. তা কিভাবে ব্যয় করেছে

ব্যয়ের মৌলিক খাত সমূহ নিম্নে দেওয়া হলো

◆ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু শর্তারোপ করা হয়েছে অপচয় না করার। সুরা বনী ইসরাইল ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- "আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও। বাজে খরচ করো না"।

"নিশ্চয়ই যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ"।

"আরাফের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও। আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করে যেয়ো না, আল্যাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।

◆ নেছাবের মালিক হলে যাকাত দিতে হবে। সুরা বাকারার ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন - নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে অবনত হচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও অবনত হও।

◆ ছাদকা

◆ নিকট আত্মীয়ের হক

সুরা নিসার ১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দুজনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।

◆ ইয়াতিমের হক। সুরা নিসার ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল করো না। আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না। এটা মহাপাপ।

◆ মিসকীনের হক, ভিক্ষুকের হক।

সুরা নিসা ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- "ধন-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা এলে তাদেরকেও ঐ সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলো"।

◆ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

◆ বিভিন্ন ধরনের কাফ্ফারা আদায়।

◆ পথিক বা পর্যটকের হক।

বস্তুত প্রত্যেকটি বনী আদমকেই প্রশ্ন করা হবে যে উপরোক্ত শর্তাবলীই পালন করেই সে সম্পদ আয় ও ব্যয় করেছে কি না?

৫. দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী আমল করেছে কিনা।

বিশ্ব বাসীকে লক্ষ্য করে রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রথম ফরমান- "পড় তোমার প্রভূর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই আয়াতের তাৎপর্য হলো রবকে জানা বা বোঝার উদ্দ্যেশ্য পড়তে হবে, অন্য কথায় দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন: "মুসলমান প্রতিটি নরনারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ" স্রষ্টা-সৃষ্টি ও বিশ্ব জাহান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই প্রতিটি লোক তার নিজের এবং স্রষ্টার সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে পারে এবং সেই সাথে আরও বুঝতে পারে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক কি আর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? এমনিভাবে মানুষ যখন তার স্রষ্টাকে জানতে ও বুঝতে পারে তখন স্রষ্টার দেওয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন তার জন্য সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন "আল্লাহ ঈমানদারের বন্ধু। তিনি মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ দেখান।" তবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে তাগুতকে অস্বীকার করে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি,
ঢাকা মহানগরী উত্তর
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রমিক অঙ্গনে সবার পরিচয় আমরা সবাই শ্রমিক

ডাঃ শফিকুর রহমান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। অন্য ধর্মের ভাই বোনদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিহিল আমীন ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহলে বাঈতিহি আজমাঈন। আজকের এ সকালটা আমার জন্য চরম সৌভাগ্যের। কারণ এ আয়োজনটি রাসূল(সাঃ) এর কাছে প্রিয় একদল মানুষের আয়োজন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বড় ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আসমান-জমিন ও তার ভিতরে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা। এ ক্ষেত্রে আর কারো কোনো অংশিদারিত্ব নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটি খালেছ কর্তব্য ও সম্মান দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। কর্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে মানুষ তোমাদেরকে ও জ্বীন জাতিকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর মানুষকে খালেছ ভাবে বলেছেন যে, তোমাদেরকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছি। আজকের এই মহতি সমাবেশ ও জাতীয় সম্মেলনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সারাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত অতিথি বৃন্দ, প্রিয় সঞ্চালক, ডেলিগেট বন্ধুগণ আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি যে, এমন একটি মহতি আয়োজনে আমাকেও আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন পবিত্র এ জুমাবারে। আমরা নিজেদেরকে একটু পরখ করে দেখবো যে, এখানে আমরা কি নিয়ে এসেছি, আমাদের ফিরে যাওয়ার কোনো জায়গা আছে কি না এবং সেখানে গেলে আমাদের জন্য কি অপেক্ষমান।

আমরা যে দেশে বসবাস করছি সেটি ২৩ বছরের ব্যবধানে দুইবার স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৭ সালে একবার বৃটিশ শাসিত অখন্ড ভারত থেকে এবং ১৯৭১ সালে একবার ফেডারেল পাকিস্তান থেকে। প্রথম আমরা সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয়েছি এই কারণে যে, একটা বিজাতী জোর করে এসে আমাদেরকে দখল করেছিলো ১৯০ বছর তারা আমাদের সবকিছু লুন্ঠন করেছে। আমাদেরকে দাসের মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছিলো। সত্যিকার অর্থে এ দেশ ও মানুষের কোনো অধিকার ছিলো না। এ দখলদারদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে বহু মানুষ রক্ত দিয়েছে। সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়েই আমরা পাকিস্তান পেয়েছিলাম। ভারতবাসী তারা ভারত পেয়েছিলো। যারা ত্যাগ কোরবানি করেছিলো আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। স্বাধীন হওয়ার পর আমরা আশা করেছিলাম যে, দেশে ইনসাফ কায়েম হবে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি হবে। কেউ পাঁচ তলায় আর কেউ গাছ তলায় এমনটি হবে না। মালিক-শ্রমিক সংঘাত হবে না। ২২ পরিবার তৈরি হবে না। বরং সম্পদের একটি সুষম বন্টন হবে। সামাজিক ন্যায় বিচার কায়েম হবে। মানুষ তার মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে। গায়ের চামড়া বা মুখের ভাষার ভিত্তিতে কোনো যোগ্যতা নির্ধারণ হবে না বরং তার মেধা ও যোগ্যতাই হবে মানদন্ড। কিন্তু আমাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের দ্বারা আমরা শাসিত ও শোষিত ছিলাম। আমরা আমাদের অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। ফলে ১৯৭০ সালে সাধারন নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ব্যাপকভাবে ভোট দিয়ে আওয়ামীলীগকে বিজয়ী করেছিলো। তারা তখন ৯৪ ভাগ মানুষের সমর্থন লাভ করেছিলো। দুটি ছাড়া ১৬২ আসনের সবগুলোই তারা পেয়েছিলো। সংবিধান ও নিয়ম অনুযায়ী কথা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করবে। কিন্তু পাকিস্তানিদের বাড়াবাড়ির কারণে এটা সম্ভব হয়নি। ফলে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। সেই যুদ্ধ সংঘাতে বিপুল পরিমান মানুষ জীবন দিলেন। ইজ্জত সম্ভ্রম নষ্ট হলো। সম্পদ নস্ট হলো। দেশ পোড়া মাটির দেশে পরিণত হলো। এ জাতির প্রতিবাদি সন্তানরা তখন হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হলো। সাড়ে ৯ মাস লড়াই হলো। লড়াইয়ের শেষ প্রান্তে এসে ভারত এবং রাশিয়া আমাদের সাথে যোগ দিলো। দেশ আবার স্বাধীন হলো।

এবার আমরা সবাই একই রকম। ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের ছোট দেশ। মানুষ আবার নতুন করে আশায় বুক বাঁধলো। সুষম বন্টনের স্বপ্ন দেখলো। কিন্তু তা হলো না। প্রথম সরকারের সাড়ে তিন বছরের শাসনে দেশটি তলাবিহীন ঝুড়ির স্বীকৃতি পেলো। রক্তের খেলা বন্ধ হলো না। স্বাধীন দেশে বহু মুক্তিযুদ্ধাকে জীবন দিতে হলো। বহু সাধারণ

নাগরিককে জীবন দিতে হলো। বিনা বিচারে খুন হলো। মা বোনদের ইজ্জতের উপর হামলা আগের মতোই বহাল থাকলো। অন্যরা যা করলো আমরাও তাই করলাম। এমন একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি পার হয়ে আজ আমরা একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।

এখন তাহলে কি চলছে ? এখনকি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাচ্ছি। সম্পদের সুষম বন্টন হচ্ছে ? মা-বোনেরা কি ইজ্জতের গ্যারান্টি পাচ্ছে? নিজ আবাসনে শান্তিতে ঘুমাতে পারছে ? তার সন্তানরা কি শিক্ষার সে সুযোগটা পাচ্ছে ? মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কি কাজ পাচ্ছে ? সব জায়গায় উত্তর আসবে না। কেন ? এখন তো সব আমরাই। এখন তো কোনো বিজাতীয় লোকেরা এসে শাসন করছে না। এরা তো উড়ে এসে জুড়ে বসেনি আমাদের ঘাড়ের উপর। এদেশের মাটির সন্তানরাই এদেশে চালিয়েছে ও চালাচ্ছে। তাহলে সেই কাঙ্খিত সুখটা আমাদের অধরা কেন ?

যদি আমরা এসব কেন এর উত্তর খুঁজি তাহলে একটা জায়গায় তার নির্ভুল উত্তর আছে। প্রতিজনকে আল্লাহ তায়ালা একেক রকম যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির একটাই কাজ আর তা হলো আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব করা। এর বাইরে তাদের কোন কাজ নেই। কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নারী পুরুষই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। একজন দূত যখন অন্য দেশে যায় তখন সেই দূতের চমৎকার নিরাপত্তা ও মর্যাদা থাকে। সুতরাং মহা বিশ্বের একচ্ছত্র মালিকের যে দূত তার মর্যাদা কতখানি! এ বিরল মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে দান করেছেন। এ প্রতিনিধির দায়িত্ব শুধু মানুষের জন্য নয় বরং দৃশ্যমান সকল সৃষ্টি কুলের জন্য। একটি পিঁপড়াকেও অকারণে হত্যা করার অধিকার কারো নেই। মুখের ভাষা দিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না। প্রতিবেশি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না। কর্মস্থলে ডিউটি ফাঁকি দেয়া যাবে না। হালাল-হারাম আয় এক করে ফেলা যাবে না। নারীদের অসম্মান করা যাবে না। এমন বহু নির্দেশনা কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা প্রদান করেছেন। কুরআন শুধু না বুঝে পড়ার জন্য নয় বরং এটাকে বুঝে শুনে অনুসরণ করার জন্য।

মানুষই একজনের বড় পরিচয়। যার যার দায়িত্বের জায়গায় সবাই গুরুত্বপূর্ণ। আর শ্রমিকরা যা তৈরি করে তা সবাই ভোগ করে। তারা জানে কোনো কিছু তৈরি করা কত কঠিন। অথচ এ মানুষগুলোকে ন্যায্য পাওনা সময় মতো দেওয়া হয় না। শুধু ক্লিনাররা যদি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে দেশ অচল হয়ে যাবে। সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা সেই মর্যাদা দিতে পারছি না। আমরা উদ্যোক্তাদের বোঝাতে চাই, শ্রমিকের হাত বন্ধ হয়ে গেলে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মালিক শ্রমিকের সংঘাত বাধাতে চায় না। শ্রমিকের অবহেলায় যদি উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা শ্রমিক ভাইদের অন্তরে সেই অনুভূতি দিতে চাই যে, এটা তোমারও সম্পদ। একজন মালিক যদি শ্রমিকদের প্রতি ন্যায় বিচার করেন তাহলে আমরা তাকে সম্মান দেই সে যে ধর্মের বা মতেরই হোক না কেন। শ্রমিক অঙ্গনে সবার পরিচয় আমরা সবাই শ্রমিক।

মানুষই একজনের বড় পরিচয়। যার যার দায়িত্বের জায়গায় সবাই গুরুত্বপূর্ণ। আর শ্রমিকরা যা তৈরি করে তা সবাই ভোগ করে। তারা জানে কোনো কিছু তৈরি করা কত কঠিন। অথচ এ মানুষগুলোকে ন্যায্য পাওনা সময় মতো দেওয়া হয় না। শুধু ক্লিনাররা যদি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে দেশ অচল হয়ে যাবে। সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা সেই মর্যাদা দিতে পারছি না। আমরা উদ্যোক্তাদের বোঝাতে চাই, শ্রমিকের হাত বন্ধ হয়ে গেলে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মালিক শ্রমিকের সংঘাত বাধাতে চায় না। শ্রমিকের অবহেলায় যদি উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা শ্রমিক ভাইদের অন্তরে সেই অনুভূতি দিতে চাই যে, এটা তোমারও সম্পদ। একজন মালিক যদি শ্রমিকদের প্রতি ন্যায় বিচার করেন তাহলে আমরা তাকে সম্মান দেই সে যে ধর্মের বা মতেরই হোক না কেন। শ্রমিক অঙ্গনে সবার পরিচয় আমরা সবাই শ্রমিক।

ট্রেড ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমেই শ্রমিকরা তাদের অধিকারের পাহারাধারী করে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, বিভিন্ন রঙের পতাকা হাতে নিয়ে যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন যুগের পর যুগ তাদের ভ্যাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি আহত ও সমস্যাগ্রস্থ শ্রমিকদের। তারা তাদের সহকর্মীদের সাথে প্রতারণা করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ছিলো না।

মনে রাখতে হবে, আমি রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য সাহায্য করতে চাই। একইভাবে শ্রমিককেও সেভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। অনেকেই নানা কায়দায় সম্মান ও মর্যাদা আদায় করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা সকল অক্ষমতার উর্ধ্বে।

উপস্থিত ভিন্ন ধর্মের ভাই বোনদের বলতে চাই যে, আমরা আপনাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আজ বলছি না। তবে অবশ্যই বলতে হবে যে, কুরআন শুধু মুসলমানদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য সঠিক নির্দেশনা। তিনি যে ধর্মেরই হোক না কেন। আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখুন এখানে মুক্তির পয়গাম আছে কি না ? যেটা ভালো লাগে সেটাই গ্রহণ করুন। কেউ চাপাচাপি করবে না।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। যা সুন্দর ও কল্যাণকর তা নিজে করবে এবং ক্ষমতা থাকলে অন্য কেউ করাবে। আর যা কুৎসিত অমঙ্গল তা ঠেকিয়ে দিবে যদি কর্তৃত্ব থাকে। না থাকলে কর্তৃত্ব অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ। আমি জাতিকে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র উপহার দিয়ে গেলাম যা ইয়েমেনের সানা থেকে মরক্কোর হাজারা মাওত পর্যন্ত এ হাজার মাইলের রাস্তায় একজন যুবতি তার সম্পদ ও সৌন্দর্য নিয়ে একাই সফর করবেন এবং এ সফরে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তার ভয় করার প্রয়োজন হবে না। আর আজ আমাদের ঘরে ঘরে মায়েরা থর থর করে কাঁপে। মা বোনদের ধর্ষণ করে যখন হত্যা করা হয়, নদী নালায় ফেলে দেয়া হয় তখন তার বুক ফাটা কান্নায় আল্লাহ তায়ালার আরশ থর থর করে কাঁপে। আমাদের আধুনিকতার অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু আমাদের নৈতিকতার বিপরীতে পাশবিকতার উন্নতি হয়েছে। এ পশুত্বকে দমন না করলে কোনো ধর্মের ভাষার মানুষ শান্তি পাবেনা। এসব থেকে রক্ষা করতে পারে শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছে হিসেবের ভয়। মহান আল্লাহ তায়ালা কড়ায় গন্ডায় সব কিছুর হিসেব নিবেন। এমন নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করাই শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাজ। এখানে মালিক শ্রমিককে ভাই বানিয়ে দেয়ার কাজ। কর্মীর হাতকে প্রোডাকশনের হাতে পরিণত করে দেওয়ার কাজ। যদি রাষ্ট্রে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে গাছতলা আর পাঁচ তলার পার্থক্য কমে আসবে। সবাই সমান হবে না। কিন্তু যার যার হক তাকে দেওয়া কর্তব্য। সব মানুষের দৃষ্টি, মনন, রুচি এক নয়। কিন্তু মানুষটি তার যোগ্যতা অনুযায়ী তার হক পাচ্ছে কি না সেটা বড় কথা। ইসলাম এটি চায়।

প্রিয় ভাইয়েরা

ট্রেড ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমেই শ্রমিকরা তাদের অধিকারের পাহারাধারী করে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, বিভিন্ন রঙের পতাকা হাতে নিয়ে যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন যুগের পর যুগ তাদের ভ্যাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি আহত ও সমস্যাগ্রস্থ শ্রমিকদের। তারা তাদের সহকর্মীদের সাথে প্রতারণা করেছেন। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় ছিলো না।

আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করি, এ অঙ্গন ছাড়া সমাজের চাকা অচল। দোয়া করি আমার সমাজ যেনো সেটা বুঝে। আমি বরিশালে যাওয়ার পথে ময়লার ভাগারের সামনে গাড়ি থামিয়ে কিছু বিরিয়ানির প্যাকেট কিনে সেই ময়লার ভাগারে কাজ করা মানুষদের কাছে গিয়ে সালাম দিই। কিন্তু তারা চার বারের মাথায় সালামের উত্তর দেয় এবং বিষ্ময়ের সাথে তাকিয়ে থাকে যেনো আমি পাগল। আমি তাদেরকে বিরিয়ানির প্যাকেট দিতে চাইলে তারা প্রথমে নেয়নি। অনুরোধের পর তারা নেয়। আমি তাদেরকে বার বার ভাই বলে সম্বোধন করলে তারা বলে যে, তাহলে আমরা মানুষ! আমাদেরকে তো সবাই মেঁথর ডাঁকে। মানুষ মনে করে না।

কি জবাব দিবো আল্লাহ তায়ালার কাছে। যে মানুষগুলো আমাদের পরিচ্ছন্ন রাখে তারা ভাবছে যে তাদের আমরা মানুষ মনে করি না। এটি দুর্ভাগ্য। আসুন আমরা সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। আমার অঙ্গন, ট্রেড ইউনিয়নের জায়গাটাকে আমরা মানবিক মর্যাদা দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আপনাদের সংগ্রাম বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। পশুত্ব পরাজিত হবে এবং মানবতার বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা কুরআনের আলোকে সব সাজানোর চেষ্টা করি তাহলে এ পঁচা সমাজ বদলে দিয়ে একটি সুন্দর-সতেজ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমি এদেশের সন্তান এ পরিচয় দিয়ে আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আপনাদের ঐ জগৎ বদলালেই সারা জগৎ বদলে যাবে। এর বিনিময়ে আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার কাছে পুরষ্কার পাবো। আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া ও আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। রাব্বুল আলামিন আপনাদের স্বাস্থ্য, ভাগ্যে ও জ্ঞানে বারাকা দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

(প্রবন্ধ শিরোনামে লেখা হলেও এটি মূলত একটি বক্তব্য। গত ১৯ নভেম্বর'২১ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ শফিকুর রহমান উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন)

ভাষা থেকে স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবী মানুষের বিজয়

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

আমরা সবাই শ্রমিক। কেননা যারাই শ্রম সাধনায় মত্ত তারাই শ্রমিক। সে কারণে পৃথিবীর সব মানুষই শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে গণ্য। বাংলাদেশের সরকারি চাকরির বড় পজিশন হলো বিসিএস কর্মকর্তা। বিসিএস মানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। যারা বিসিএস কর্মকর্তা তারা হলেন সিভিল সার্ভেন্ট। সিভিল সার্ভেন্ট মানে জনগণের সার্ভেন্ট। সার্ভেন্ট মানে সেবক, কর্মচারী, আদেশ পালনকারী। আরো সহজ কথায় বলতে গেলে চাকর। সুতরাং আমরা যে যতো বড়ো পদেই অবস্থান করি না কেনো আমরা প্রকারান্তরে সার্ভেন্ট। প্রত্যেক মানুষকে তাঁর মর্যাদা দেয়া হয় শ্রমের ভিত্তিতে। যিনি যতো উচ্চমানের কল্যাণমুখি শ্রম বিনিয়োগ করতে পারেন তিনি ততো বেশি সম্মানী এবং মর্যাদাবান। শ্রম মানেই কাজ। কাজের মধ্যেই মানুষের জীবনের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে।

ভাষা থেকে স্বাধীনতা : আগ্রাসন ও প্রতিরোধ

প্রবাহমান নদীর মতো ভাষাও গতিশীল। একটি ভাষা অন্য ভাষার ভেতর প্রবেশ করে নিজের গতিময়তাকে অব্যাহত রাখে। আবার কখনো অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। যেমন বাংলা ভাষার ভেতর আরবি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজিসহ বহু ভাষা-শব্দের সমন্বয় ঘটেছে। লেখা কিংবা কথা বলার ফাঁকে উদৃতি হিসেবে অন্য ভাষার ব্যবহার দোষের নয়। রাশিয়ার সাহিত্যিক তলস্তয় বা দস্তয়ভস্কি বা অন্যান্য লেখকের লেখাতেও ফরাসি উদ্ধৃতি চোখে পড়ে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় আতলামি ভাষাকে অবমাননার দিকে ঠেলে দেয় বৈকি। মূলত আধিপত্য, বাণিজ্য, যাযাবরবৃত্তি প্রভৃতি কারণে একটি ভাষা অন্য ভাষার ভেতর প্রধাণ্য বিস্তারের সুযোগ পায়। বর্তমানে বিশ্বায়নের বদৌলতে পণ্যায়নের মতো ভাষাও বিনিময় হচ্ছে ব্যাপক হারে। এই ব্যাপকতাই আতঙ্কের কারণ। কেননা বিশ্বায়নের আধিপত্য এখন ভাষাভিত্তিক হিসেবেও চিহ্নিত হচ্ছে। ভাষা স্রেফ মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই নয় বরং একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধারক বাহক। তাই ভাষা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের মানসিকভাবে গোলাম বানানোর প্রক্রিয়া চালানো হয়ে থাকে। প্রভাব বেশি হলে তারা মানুষকে নীতি, ভাষা ও সংস্কৃতিহীন করে ফেলছে। বাণিজ্যিক পণ্যের মতো ভোক্তাকে সাংস্কৃতিক শেকড়হীন করে তোলার বাণিজ্য বিস্তারের রাজনীতি এখন ওপেন সিক্রেট বিষয়। বাংলাভাষা এখন সেই আগ্রাসনের মুখোমুখি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশের মানুষকে গর্বিত করে তোলে। মাতৃভাষাচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে জাতি ঐতিহ্যশূন্য হয়ে পড়ে। তাই আধিপত্যবাদী শক্তি তাদের ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে সচেষ্ট থাকে। সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে সবসময়ই। বিদেশি সেন বংশীয় শাসকরা অন্যায়ভাবে দখল করেছিল বাংলার সিংহাসন। তারা বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হেনেছিলো। এদেশের সাধারণ বাঙালিকে শূদ্র বর্ণভুক্ত করে তাদের জন্য বাংলাভাষাচর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। পরবর্তীতে বিদেশাগত মুসলমান সুলতানদের মতো উদার শাসকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়তো। মুসলিম শাসনের ছয় শতাধিক বছর রাষ্ট্রভাষা ফারসি হিসেবে পরিচালিত হলেও তাদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইংরেজ শাসকরাও শোষণচিন্তা মাথায় রেখে এদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারাও বুঝেছিল বাঙালিকে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হলে মাতৃভাষা বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু ইংরেজরা ছিল বুদ্ধিমান জাতি। তারা বুঝেছিল, নানা ভাষায় কথা বলা জাতি বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজি চাপিয়ে দিলে নানা অঞ্চলেই মানুষ ক্ষুব্ধ হতে পারে। তাই তারা একদিকে ফারসিতেই সরকারি কাজকর্ম চালানোর ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে সরকারি অফিসে ইংরেজি জানা লোকদের চাকরির ব্যবস্থা করে। সরকারি চাকরি পাওয়ার আশায় অনেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়। জনমত তৈরির মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ এলে ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় অভিন্ন উদ্দেশ্য থাকলেও বুদ্ধির দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে পাকিস্তানি শাসকরা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের মধ্যে ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিবাদ লেগেছিল। জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার অগ্রাসী রাজনীতি মেনে নিতে পারেনি পূর্ব পাকিস্তান। যার ফলে জন্ম নেয় নতুন আবেগ এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে নতুন বাংলাদেশ।

ইংরেজি আগ্রাসন এখন আভিজাত্যের ঘরানায়। আঠার-উনিশ শতকের ইংরেজ ঔপনিবেশিক নেতাদের মতো ধীরে ধীরে প্রজন্মকে বাংলাভাষা

ও সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চলছে। বাংলা ভাষার তুলনায় ইংরেজি ভাষা মর্যাদা ও কার্যকারিতায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। এই ভাষার পেছনের শক্তি হল নব্য ধনিক শ্রেণি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মফস্বল শহর থেকে শুরু করে রাজধানী ঢাকা শহর পর্যন্ত সর্বত্র কতিপয় নব্যধনিক শ্রেণির বিস্তৃতি ঘটেছে। এই শ্রেণিটি ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। এ ধনিক শ্রেণিটি রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে দেশে ইংরেজি ভাষা প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে ব্যক্তি মালিকানায় যেসব বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক-বীমা ইত্যাদির দাপ্তরিক কাজকর্ম ইংরেজিতে সম্পন্ন হচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সব বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। শুধু উচ্চবিত্ত নয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত অনেক পরিবারের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যমে সন্তানকে পড়ানোর মিথ্যা আভিজাত্যের লোভ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মাধ্যম রাখা হয়েছে ইংরেজি। মেধা ও পরিচর্যা দুই বিচারেই এসব শিক্ষার্থীর বড় অংশ না বাংলা বা ইংরেজি কোনো ভাষাতেই দক্ষ হয়ে উঠতে পারছে না। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায় দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার সুযোগ নেই বললেই চলে।

অবাধ ইন্টারনেটের যুগে ভিনদেশি কৃষ্টি-সংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যবহারবিধি ও স্বকীয়তা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। ডিজিটাল মানদণ্ডের মাধ্যম হিসেবে আমরা বাংলা ভাষাকে এখনও বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারিনি। এখনও বাংলায় কেউ ই-মেইল করতে আগ্রহ দেখায় না। মোবাইল ফোনের মেসেজটাও বাংলা হরফে না লিখে ইংরেজি হরফে লিখে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাহিত্যে ইংরেজিকেন্দ্রিক এক ধরনের দাম্ভিকতা লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজি লিখতে-পড়তে না পারলে যেন জাতে ওঠা যায় না। ফলে ইংরেজি না জানা সত্ত্বেও এক ধরনের সাহিত্য চর্চাকারীকে দেখা যায় ইংরেজি বই হাতে নিয়ে ঘুরতে। কথায় কথায় তারা বলে এদেশের সাহিত্যে কিচ্ছু নাই। কিছু হচ্ছে না। এ ধরনের বিদঘুটে ধারণা নিজেদের অজান্তেই প্রায় সংক্রমিত। বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা প্রতিষ্ঠায় যারা ওকালতি করেন, তারা এর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন যে, ইংরেজি ভাষা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশের মাধ্যম এটি। বিশ্বের চাকরির বাজারে প্রবেশের মাধ্যম ইংরেজি।

সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার স্বার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দাপ্তরিক কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ইংরেজি ভাবধারার অভিজাত শ্রেণি। তারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু উন্নয়ন করে বেসরকারি খাত। তারা দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালায়, কিন্তু এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য পাঠায় না। কাজেই অভিজাত শ্রেণির কল্যাণে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইংরেজিতে পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে দাপ্তরিক কার্যকারিতায় ইংরেজি পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

সাংবিধানিক নিয়ম রক্ষার স্বার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দাপ্তরিক কাজকর্ম বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ইংরেজি ভাবধারার অভিজাত শ্রেণি। তারা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু উন্নয়ন করে বেসরকারি খাত। তারা দেশের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালায়, কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য পাঠায় না। কাজেই অভিজাত শ্রেণির কল্যাণে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইংরেজিতে পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে দাপ্তরিক কার্যকারিতায় ইংরেজি পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাদের মধ্যে বৃহৎ অংশই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ভালোবাসে। আর এক উদ্ভট শ্রেণির মানুষ আছে যারা মনে করে থাকে একটু আধটু হিন্দি বলতে পারলে নিজেকে স্মার্ট, আধুনিক, ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনালিটি হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। সংস্কৃতির বিকাশে আজকের দিনে টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী গণমাধ্যম। বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহে চিবিয়ে চিবিয়ে, ভুলভাল উচ্চারণে বাংলা ইংরেজির শব্দ-বাক্যগুলোর বেহাল দশা বানিয়ে ফেলেছে। নাটকের চরিত্রদের মুখে বিকৃত বাংলা, ভাঙা ইংরেজি, খোঁড়া হিন্দি ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে এফএম রেডিও, টিভি- সবখানেই মিশ্রভাষা ব্যবহার করা হয়; যেটা বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যবহার বিধি ও মর্যাদাকে নষ্ট করছে। পাশ্চাত্য শক্তির এই অশুভ তৎপরতার সহায়ক বন্ধু হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের এ সকল টিভি-রেডিও চ্যানেল। এখানে তারুণ্যের ক্রেজ বলে এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা 'দর্শক' শব্দ ভুলিয়ে 'হাই ভিউয়ার্স' সংস্কৃতির কর্ষণ করা হচ্ছে।

শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে ইংরেজি এক ভয়াবহ দানবে পরিণত হয়েছে। ইংরেজি ভাষা বিশ্বব্যাপী শুধু দখলদারিত্বই কায়েম করেনি বরং, বিভিন্ন কায়দায় পুরোপুরিভাবে ইংরেজিতে লিখতে পড়তে চিন্তা ও জীবনযাপন করতে প্রলুব্ধ করছে। মাইক্রোসফট এনকার্টা ওয়ার্ল্ড ডিকশনারি প্রকাশনার উদ্বোধনী ভাষণে বিল গেটস বলেই ফেলেছেন, 'এক পৃথিবী, এক অভিধান।' ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (গ্যাটস) চিন্তা উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। উৎপাদিত চিন্তার ক্রেতা, ভোক্তা ও বিক্রেতাদের মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের স্কুল ভাউচার প্রোগ্রাম, গণশিক্ষার ক্ষেত্রে কর্পোরেট অনুদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প চালু করে শিক্ষার জগতে নিজেদের ব্যবসার অনধিকার প্রবেশের সুযোগ করে নিয়েছে। শিক্ষাকেও বাজারব্যবস্থার আওতায় এনে শিক্ষক-ছাত্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করেছে। গ্যাটসের কাজ হলো- শিক্ষাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করা। মোস্ট ফেভারিট নেশন ও ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট গ্যাটসের প্রধান দুই নীতি। বিশ্ব মুক্তবাজার ব্যবস্থা তৈরির নীলনকশা প্রণয়নে গ্যাটস বিশ্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে এক হাতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালাচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবসার প্রধান বাহন হচ্ছে ইংরেজি। বিনোদন, বাণিজ্যিক প্রয়োজন, শিক্ষার ছদ্মবেশে এ ভাষাটি রাক্ষসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ডেভিট ক্রিস্টাল বলেছেন, এই পৃথিবীর ছয় হাজার ভাষা ইংরেজির প্রভাবে এই শতাব্দীতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আগামী ৫০ বছরের মধ্যে ইউনাইটেড আরব আমিরাতের দুবাই শহরটির আরবি ভাষা নষ্ট হয়ে ইংরেজি ভাষাভিত্তিক এক নতুন শহরে পরিণত হবে। আমরা এসব কথা বলছি, তার মূল কারণ হলো- শিক্ষার মাধ্যম হলো ভাষা। যদি বিশ্বজুড়ে একটি ভাষার আধিপত্য বিস্তার করা যায়, তাহলে শিক্ষার যে ট্রিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তা গগণচুম্বী হতে পারে।

হিন্দি মানেই প্রতিবেশির সংসার। এটাকে অনেকেই আগ্রাসন মনে করেন না। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, উচ্চতর শিক্ষা এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশে একদিকে ইংরেজি ভাষার দৌড়াত্ব চলছে অন্যদিকে চলছে হিন্দির আগ্রাসন। হিন্দি ভাষার পেছনে ভারতের হিন্দি বিস্তৃতির সাম্রাজ্যবাদী নীতি কাজ করে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দি ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে শিশুদের জন্য কার্টুনের মতো অনুষ্ঠান, তেমনি বড়দের জন্য রয়েছে সিনেমা, নৃত্যকলা ও ম্যাগাজিনের মতো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক সময় ইংরেজি কার্টুন দেখতো। এখন আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে ক্রমশ হিন্দি কার্টুন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। হিন্দি কার্টুনের আধিক্যে ছোট ছোট শিশু ও ছেলেমেয়েরা বাংলার বদলে হিন্দির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মায়ের বুলি বাংলার বদলে হিন্দিই বেশি উচ্চারণ করছে। শিশু জন্মের পর মাতৃভাষা বাংলা শোনার বদলে টিভির কার্টুনের বদৌলতে হিন্দির প্রতি আসক্ত হচ্ছে। হিন্দির আগ্রাসনে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। আকাশ সংস্কৃতির বদৌলতে এই হিন্দির যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে তা খুবই আশঙ্কাজনক। হিন্দিকে বলা হচ্ছে ভারতের ঐক্যের সূত্র। হিন্দির বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হচ্ছে। ডোরেমন কার্টুন ছাড়াও ভারতীয় চ্যানেলে হিন্দিতে প্রচারিত মহাভারত, ঠাকুর মার ঝুলি, জয় হনুমান, গড গণেশ, গোপাল ভাঁড়, শিবাসহ অসংখ্য সিরিয়াল দেখানো হয়। এসব সিরিয়াল নিয়মিত দেখে আমাদের বাংলাদেশের শিশুরা হিন্দির প্রতি উৎসাহী হচ্ছে। বাংলা ভাষার শেখার বদলে তারা হিন্দির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। ইদানিং শিশুদের মধ্যে হিন্দিতে কথা বলা যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে তৈরি শিশুতোষ কার্টুন, এনিমেশন এবং সিরিয়ালগুলো থেকে মুসলিম পরিবারের শিশুরাও বিশ্বাসগত দিক থেকে ভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ সব প্রভাবে শিশুরা এখন বাসা-বাড়িতে, বন্ধুদের সাথে এমনকি স্কুলেও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। শুধু বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করা শিশুরাই নয়; ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিশুদেরও দ্বিতীয় ভাষা হয়ে উঠেছে হিন্দি। পাকিস্তান আমলের উর্দুর মতোই এখন এ জাতির ঘাড়ে হিন্দি চেপে বসছে। এভাবে হিন্দির প্রতি অবুঝ শিশুরা উৎসাহী হলে এক সময় হিন্দির আগ্রাসনে বাংলা হারিয়ে যাবে। বিজাতীয় এই আগ্রাসন রুখতে না পারলে ভবিষ্যতে চরম মূল্য দিতে হবে আমাদের।

ভারতীয় চ্যানেলে হিন্দি ভাষায় প্রচারিত সিরিয়াল, নাটক নেতিবাচকভাবে আঘাত করছে আমাদের পারিবার ও সামাজিক মূল্যবোধে। হিন্দি সিরিয়াল বোম্বের সিনেমাবাহিত সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের অন্দরে ঢুকছে ভয়াবহভাবে। হিন্দি ভাষার সিনেমা, টিভি সিরিয়ালে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রেম করার কৌশল, ভাষা বিন্যাস, পোশাকের স্টাইল, পরকীয়া প্রেম, চুল-চেহারার বিন্যাস, বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া এমনকি আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ভিনদেশি টিভি অনুষ্ঠান এবং সিরিয়াল থেকে বাদ যাচ্ছে না শিশুরাও। এর প্রভাব পড়ছে জীবন-আচারসহ নানা জায়গায়। অনেক বাড়ির দৃশ্যটা প্রায় একই রকম। অবিরাম চলে একটার পর একটা ভিনদেশি টিভি সিরিয়াল। বিদেশি সিরিয়ালের কথিত চাকচিক্য আর তথাকথিত নাটকীয়তার ঘোরে আচ্ছন্ন অনেক দর্শক। কাজেই হিন্দি ভাষা বাংলাদেশে বিনোদনের বিকল্প ভাষা মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ভাষাটি বিনোদনের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় বিনোদন জগতে বাংলার কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষ এবং তাদের বিজয়স্বপ্ন

প্রত্যেকটা কাজই সম্মানের। যিনি যে কাজ করেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

হাতের পাঁচটি আঙুল পাঁচ রকমের করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আকারে ছোটো বড় হলেও প্রতিটি আঙুলের মর্যাদাই সমান। মুষ্টিবদ্ধ করলে চারটি আঙুলের মাথাই সমান হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলী মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। সবগুলো আঙুল সমান হলে মুষ্টিবদ্ধ হতো না। কোনকিছু ঠিকমতো ধরা যেতো না। কাজগুলো সুন্দরভাবে করা যেতো না। তাইতো সবগুলো আঙুলই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একেকটার কাজ একেক রকম। একটা আঙুল বিকল হলে কাজে সমস্যা হয়। সুচারুভাবে কাজ সম্পাদনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষও তাই। সব মানুষকে সমানভাবে বানালে সমাজ চলতো না। সমাজ একটি গাড়ির মতো। গাড়িতে যেমন ছোটোবড় অনেক পার্টস থাকে তেমনি মানব সমাজেও। গাড়ির ছোটোবড় প্রতিটি পার্টসই যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজের ছোটোবড় প্রতিটি মানুষই গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ির মতোই মানব পার্টস নিয়ে টিম স্পিরিটে চলতে হয়। এখানে ব্যত্যয় ঘটলেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। সমাজ সুন্দরভাবে চলে না। এ জন্য কাজের বিষয়ে কখনো হীনমণ্যতায় ভোগা ঠিক না। আমি যে কাজটি করছি সেটাই সম্মানের। আমি বৈধ পন্থায় রোজগার করছি। কাউকে অন্যায়ভাবে ঠকাই না। শ্রমের বিনিময়ে ইনকাম করি। তাই তো আমি সমাজের একজন গর্বিত সদস্য। আমার কাজগুলো হবে ন্যায়ভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন, মানবকল্যাণমুখি। বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষিত খুব একটা সুখকর নয়। ফার্স্ট জেনারেশন মালিক গোষ্ঠীর কূটচালে দীর্ঘকাল ধরেই এ দেশের মেহনতি শ্রমিক সমাজ প্রকৃত মজুরি, অর্থনৈতিক সুষম বণ্টনব্যবস্থা, সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধা, যেমন- স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা, রেশন, ডরমেটোরি, ডে-কেয়ার সেবা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত।

শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে, বাঁচবে এ দেশের অর্থনীতি। এখানেই সরকারের মূল দায়িত্ব। অর্থনীতি ও টেকসই উৎপাদন খাতকে মজবুত করতে শ্রমিক ও তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে আস্থা তৈরির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিককে আস্থায় নিয়ে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। শ্রমিকদের প্রতি বৈরী মনোভাব না দেখিয়ে বা প্রতিপক্ষ না ভেবে তাদের উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বিবেচনা করতে হবে। দলমত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ভাষার মাসের অঙ্গীকার। ভাষা-বিপ্লবের মাস পেরিয়ে স্বাধীনতার মাসের দাবী, শ্রমজীবি মানুষসহ সকল নাগরিকের জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ।

ভাষা বাঁচলে বাঁচবে স্বাধীনতা

পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী ভাষার চাপে ক্ষুদ্র ও অবহেলিত ভাষা হারিয়ে যাওয়া নতুন কিছু নয়। বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত কলকাতায় এবং অন্যান্য শহর নগরে হিন্দি ও ইংরেজির আগ্রাসনে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। পরবর্তীতে আসামের কিছু অঞ্চলের বাংলাভাষী মানুষ মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠায় বুকের রক্ত দিয়েছেন। বাংলাদেশ ও আসামে সেই মহতী উদ্যোগ-উদ্দীপনা ও আত্মোৎসর্গকে স্মরণে নিয়ে বিশেষ দিনে অনুষ্ঠান, উৎসব পালন করা

শ্রমিক বাঁচলেই শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে, বাঁচবে এ দেশের অর্থনীতি। এখানেই সরকারের মূল দায়িত্ব। অর্থনীতি ও টেকসই উৎপাদন খাতকে মজবুত করতে শ্রমিক ও তাদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে আস্থা তৈরির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিককে আস্থায় নিয়ে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই। শ্রমিকদের প্রতি বৈরী মনোভাব না দেখিয়ে বা প্রতিপক্ষ না ভেবে তাদের উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বিবেচনা করতে হবে। দলমত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ভাষার মাসের অঙ্গীকার। ভাষা-বিপ্লবের মাস পেরিয়ে স্বাধীনতার মাসের দাবী, শ্রমজীবি মানুষসহ সকল নাগরিকের জীবন-জীবিকা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ।

হয়। ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতি, এই সম্মান বাংলাদেশের মানুষকে তথাকথিত ইংরেজি ও হিন্দি প্রীতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গের মোড়ে মোড়ে গজিয়ে ওঠা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহে শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা নয়, হিন্দি। তবে আশার দিক হচ্ছে- সেখানেও হিন্দি ভাষার তথাকথিত আগ্রাসন রোধ করে সব জায়গায় বাংলা ব্যবহারের একটি আন্দোলন ক্রমশই দানা বাঁধছে এবং জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে। বাংলা পক্ষসহ বেশকিছু সংগঠন তৈরি হয়েছে, যারা নিয়মিত হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব। বাংলা পক্ষপ্রধান অধ্যাপক গর্গ চ্যাটার্জীর কথায়, 'পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু সাম্রাজ্যবাদ প্রথমেই আগুনে বাঙালিদের ঝলসে দিয়েছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার বাঙালিরা লাফিয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখানে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করেছে ধীরে ধীরে, যাতে একটা সময়ে আমরা স্থবির, বলহীন হয়ে পড়ি।' শাশ্বতী নাথের কথায়, যে ষড়যন্ত্র চলছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে - কখনও সেটা আসামে এনআরসি-র মাধ্যমে, কখনও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, তখন যদি বাঙালিরা নিজেদের জাতিগত পরিচয়, ভাষাগত পরিচয়কে হাতিয়ার করে রুখে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে বাঙালিদের জন্য কঠিন সময় আসছে।

মাতৃভাষার সমৃদ্ধির জন্য, যথাযথ বিকাশ-বিস্তৃতির জন্য তার চর্চা ও পরিচর্যার প্রয়োজন। এটাকে বুকের গভীরে লালন করতে হয়। সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে হয়। মাতৃভাষার নিয়মিত চর্চা, যথাযথ পরিচর্যা ভাষার সমৃদ্ধি আনে, বিকশিত হয়, যার প্রভাব পড়ে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে। বাংলাদেশের কোনো ভাষানীতি নেই। ভাষানীতি যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্য একটি প্রয়োজনীয়, সে সম্পর্কে দেশের বুদ্ধিজীবী ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে তেমন কোন পদক্ষেপও। অথচ জাতীয় উন্নয়নে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নীতির চেয়ে ভাষানীতি কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থনীতি, শিল্পনীতি ও শিক্ষানীতি ইত্যাদি বাস্তবায়নের কারণে যেমন যথাক্রমে দেশের অর্থনীতি, শিল্প-কারখানা ও শিক্ষার উন্নয়ন ঘটে, তেমনিভাবে ভাষানীতি বাস্তবায়নের ফলে সেদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংশ্রয়ে শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার হচ্ছে বেশি। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের ভাষাসংস্কৃতিতে ধ্বস নামার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার আগ্রাসন মোকাবিলায় একটি ভাষানীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় পরিশুদ্ধ ও মানসম্মত টিভি অনুষ্ঠান যেমন প্রয়োজন, তেমনই বাংলা অনুষ্ঠানের প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তুলতে পারিবারিক সচেতনতাও দরকার। ভাষার অধীনে পড়ে না থেকে অনুবাদ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়া দরকার। অনুবাদ হল একটি দেশের গোপন দূত। অনূদিত বই-পুস্তকের মাধ্যমে আমরা বিদেশকে জানতে পারি, বিদেশ আমাদের চিনতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনূদিত বই দিয়ে নোবেল পুরস্কার মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকে। অথচ এখনও আমারা নিজেদের মধ্যে ইংরেজি প্রীতি পুষে চলি। ফরাসি লেখাপত্র অনুবাদ করার জন্য ইংল্যান্ডে আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য একাডেমিতে মূল ফ্রেঞ্চ, হিস্পানি, রুশ থেকে অহরহ বই বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে। অথচ বাংলা আমাদের পুরো দেশের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আক্রান্ত ঢাকার বাংলা একাডেমি সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদ আর বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা দেখা যাচ্ছে না। এখনও আমাদের দেশে বাংলায় অনূদিত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পাঠ্যবই নেই। বিভিন্ন ভাষা থেকে সাহিত্য অনুবাদ করার জন্য সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমাদের শিক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন সবকিছুর বৈশ্বিক পরিচিতি ও স্বীকৃতি আদায়ে বিদেশি ভাষার বই-জার্নাল বাংলা ভাষায় বেশি বেশি অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়াও জরুরি। বিদেশী ভাষা হিসেবে কোনো কোনো মহল থেকে আরবির প্রতি নেতিবাচক ইংগিত লক্ষ্য করা যায়। আরবি-ফার্সি শব্দগুলো বিদেশী ভাষা হিসেবে বাংলা থেকে আলাদা করার প্রচেষ্টা এখন তুঙ্গে। বিদেশি ভাষা হলেও আরবি বাংলাদেশে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত। এটি ইংরেজি ভাষার তুলনায় প্রায় আটশ বছর আগে এদেশে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার কাজেই আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে আরবি ভাষা বাংলা ভাষার কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতি বয়ে আনছে না। এ ভাষাটি ইংরেজি ভাষার মতো বাংলা ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। কাজেই আরবি ভাষা বাংলাদেশের প্রত্যেক মুসলমান লালন করলেও, এটি বাংলা ভাষা সর্বস্তরে চালুর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অন্তরায় নয়। বরং ঐতিহ্যের খাতিরেই প্রচলিত আরবি-ফার্সি শব্দকে যথাস্থানে প্রয়োগের প্রচলন অব্যাহত রাখা জরুরী।

পরিশেষে বলা যায়, মাতৃভাষার শুদ্ধ ব্যবহার দরকার। দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতির ব্যক্তিত্বরা নিত্যদিন টিভিতে বাংলা ভাষার বিকৃতি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। বাংলার শুদ্ধ উচ্চারণের ওপর গুরুত্বারোপ করছেন। ইংরেজি ভাষার প্রতি কিছু মানুষের অতি উৎসাহের সমালোচনা করছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার ওপর হিন্দির আগ্রাসন নিয়ে কেউ কোনো প্রতিবাদ করছেন না। এই আগ্রাসন রুখতেও বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করা দরকার। একুশ এলেই মাতৃভাষা বাংলার জন্য দরদ উথলে পড়ে অথচ হিন্দির আগ্রাসনে দেশের শিশুরা এবং নতুন প্রজন্ম যে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে সে খেয়াল নেই। রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নানা কর্মকৌশল করছেন। শহীদ মিনারের ফুল দেয়া নিয়ে হুড়োহুড়ি করছেন। অথচ আগ্রাসন থেকে মাতৃভাষাকে রক্ষায় উৎসাহী হচ্ছেন না। ব্রিটেনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এখন বাংলা ভাষী। জাতিসংঘ বাংলা ভাষাকে অনেক আগেই মর্যাদার আসনে বসিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্বদরবারে বিশেষ আসনে অলংকৃত করেছে। এখন সময়ের দাবি- বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণ বন্ধ করার। এফএম রেডিও, টিভি, কনসার্ট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র বাংলা পরিহার করে শুদ্ধ ও নির্ভুল বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ তার স্ব-স্ব কর্মস্থলে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করলে বাংলার সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে। বাংলাভাষা বাঁচলে স্বাধীনতা বাঁচবে, স্বাধীনতা বাঁচলে বিজয় আসবে। এ বিজয় হবে জনগণের। এ বিজয় হবে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলনেও সুফল মিলছে না

সামছুল আরেফীন

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তৈরি পোশাক কমপ্লেক্স হিসাবে পরিচিত ওপেক্স গ্রুপের কাঁচপুরের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে এই কারখানা কমপ্লেক্সটিকে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম কমপ্লেক্স বলা হয়, যেখানে একসময় ৪০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করত, যদিও গত কয়েক বছরে সেই সংখ্যা কমে এসেছে। গত ১৮ই অক্টোবর একটি নোটিশে সেখানে থাকা সবগুলো কারখানা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয় ওপেক্স কর্তৃপক্ষ। এভাবেই করোনা মহামারী চলাকালীন বন্ধ হয়ে যায় কারখানাগুলো। বেকার হয়ে পড়ে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ। করোনায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি কর্মক্ষেত্রে ৭০ ভাগ শ্রমিক ক্ষতির মুখে পড়ে। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ মানুষের জীবিকা হুমকির মধ্যে রয়েছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে কিশোরী ও নারীদের ওপর, যেহেতু বাংলাদেশের মোট নারী শ্রমশক্তির প্রায় ৯১ দশমিক ৮ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। বছর জুড়েই বিভিন্ন সময় রাজপথে নামতে হয়েছে শ্রমজীবীদের। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকরা বছরের একটা বড় অংশ মাঠে ছিল। এর বাইরে অন্যান্য খাতে নিযুক্ত শ্রমিকরা অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিল। বছর জুড়েই তৈরি পোশাক শিল্পে ছিল অস্থিরতা। লকডাউনে সাধারণ ছুটির সাথে তালমিলিয়ে এক ধরনের আতংকজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখন করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন পোশাক খাতে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস এর গবেষণায় বলা হয়েছে, রেস্টুরেন্ট, নির্মাণ ক্ষেত্র, পরিবহনসহ দেশের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে প্রায় ৭০ ভাগ শ্রমিক করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। গবেষণায় বলা হয়, করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের মধ্যে ৯৮% রেস্টুরেন্ট কর্মী, ৯০% নির্মাণ শ্রমিক, ৯০% পরিবহন শ্রমিক, ৫৯% বন্দর শ্রমিক, ৫৬% তৈরি পোশাক শ্রমিক এবং ৩১% স্বাস্থ্য কর্মীরা রয়েছেন।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর দাবি : দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা। একইসঙ্গে আরও কিছু সুযোগ সুবিধা বাড়ানোরও দাবি করেছেন তারা। আর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা ও রাজধানীর বাইরের প্রধান সড়ক শ্রমিকরা অবরোধ করেছে। এতে সাময়িকভাব বন্ধ করতে হয়েছে অনেক গার্মেন্টস। তবে হঠাৎ করে এ ধরণের আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। তারা বলছেন, ৩ বছর আগে বেতন বাড়ানো হয়েছে। প্রতি বছর শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। সরকারি বেতন কাঠামো অনুযায়ী ৫ বছর পর বেতন বাড়ানোর কথা। সেসময় যদি বেতন না বাড়ানো হয় তাহলে আন্দোলন হতে পারে। এখন হঠাৎ করে বেতন বাড়ানোর যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য শ্রমিক নেতারা বলছেন, হঠাৎ করে নয় এটা ধারাবাহিক আন্দোলনেরই অংশ। নভেম্বরের শেষ দিকে মিরপুর এলাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে পিটিয়ে আহত করেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া ও মারামারি হয়। বছরের শেষভাগে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজপথে নামতে হয়েছে শ্রমিকদের।

কঠোর লকডাউনেও শ্রমিকদের হয়রানী : বিগত সময়ে উৎপাদনমুখি কল-কারখানা খোলা থাকলেও গত বছরের মধ্যভাগে দেয়া লকডাউনে তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকরা পড়ে বিড়ম্বনায়। ২৩ জুলাই'২১ সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া বিধি-নিষেধের মধ্যে খাদ্য পণ্য ছাড়া সব শিল্প কারখানা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয় সরকার। কিন্তু পরবর্তীতে মালিকদের চাপে তা শিথিল করে। তাই ঈদের সময় বাড়ী গিয়েও লকডাউনের মধ্যে শ্রমিকদের পায়ে হেটে চরম ভোগান্তির পেড়িয়ে কর্মস্থলে যোগ দিতে হয়েছে।

করোনায় সময় মতো বেতন না পেয়ে শ্রমিকরা যেমন দুবেলা অন্নের জোগানে ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ভবিষ্যত দিনের কথা ভেবে তারা শঙ্কিত, আতঙ্কিত। বিভিন্ন কারখানায় ঢালাওভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিক ছাঁটাইয়ে সরকারের নিষেধাজ্ঞা আর মালিক সংগঠনগুলোর আহ্বান থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু কারখানায় শ্রমিক ছাঁটায়ের সংবাদ ব্যথিত করেছে। তৈরী পোশাক শিল্পকারখানার সংকট মোকাবিলায় সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করে। কিন্তু এই টাকায় শ্রমিকরা কতটা লাভবান হয়েছেন?

পরিবহনে কর্মবিরতি : সেপ্টেম্বরে ১৫ দফা দাবিতে মালিকপক্ষের ধর্মঘটের কারণে দেড় দিন বন্ধ ছিল বাংলাদেশ কাভার্ড ভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভারে পণ্য পরিবহন। বাংলাদেশ ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও প্রাইম মুভার পণ্য পরিবহন মালিক অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ট্রাকচালক শ্রমিক ফেডারেশন ১৫ দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালনের ডাক দেয়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ৩৫ ঘন্টার কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হলেও দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

রাইড শেয়ারের চালকদের আন্দোলন : পুলিশি হয়রানি বন্ধ, অ্যাপসনির্ভর শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতিসহ ছয় দফা দাবি জানায় ঢাকা রাইড শেয়ারিং ড্রাইভারস ইউনিয়ন। তারা বলছেন, রাইড শেয়ারের চালকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।

রাজধানীর বাড্ডায় শওকত আলী নামের এক রাইডার তাঁর মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেন। তার আগে ট্রাফিক সার্জেন্ট এসে শওকতের কাগজপত্র নিয়ে যান। মামলা না দেওয়ার জন্য শওকত পুলিশের কাছে অনুরোধ করেন। তিনি গাড়ির কাগজপত্র ফেরত চান। কিন্তু কাগজপত্র ফেরত না পেয়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের মোটরসাইকেলে আগুন দেন শওকত।

এ ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশি হয়রানি বন্ধসহ ছয় দফা দাবিতে আন্দোলনে নামে তারা। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাপসনির্ভর শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, কর্ম-সময়ের মূল্য দেওয়া, সব ধরনের রাইডে কমিশন ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা, মিথ্যা অজুহাতে কর্মহীন করা বন্ধ করা। পাশাপাশি পার্কিংয়ের জায়গা নির্ধারণ, তালিকাভুক্ত রাইড শেয়ারকারী যানবাহনকে গণপরিবহনের আওতায় নিয়ে আগাম কর কেটে রাখা বন্ধের দাবি জানানো হয়।

সেজান জুস কারখানায় আগুন মিললো অর্ধশতাধিক শ্রমিকের লাশ : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের হাশেম ফুডস অ্যান্ড বেভারেজ কোম্পানির সেজান জুস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর কারখানার ভেতর থেকে আরো অর্ধশতাধিক লাশ উদ্ধার করা হয়। গত ৮ জুলাই এ ঘটনা ঘটে। তবে অগ্নিকাণ্ড ও হতাহতের ঘটনাকে 'কাঠামোগত হত্যা' দাবি করে ১০টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দিয়েছে নাগরিক তদন্ত কমিটি।

পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন : করোনা মহামারির মধ্যে গত বছর ২০২০ সালের ২ জুলাই রাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ২৬টি পাটকলে উৎপাদন বন্ধের নোটিশ টাঙ্গানো হয়। এর ফলে স্থায়ী, বদলি ও দৈনিকভিত্তিক মিলিয়ে এক ধাক্কায় প্রায় ৫৭ হাজার শ্রমিকের কর্মক্ষম হাতকে বেকারের হাতে পরিণত করা হয়েছে। শুধু শ্রমিক নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাটচাষি-পাটশিল্পের ওপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও তাদের পরিবারসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ। সরকারী পাটকল বন্ধের সময় বলা হয়েছিল - ৩ মাসের মধ্যে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকজনিত ক্ষতিপূরণসহ সকল পাওনা মিটিয়ে দিয়ে পাটকলগুলো পুনরায় চালু করা হবে। কিন্তু সময় মতো টাকা না পেয়ে গত জুনে আন্দোলনে যায় পাটকল শ্রমিকরা।

শ্রমিকদের ৬ দফা দাবি :

১. রাষ্ট্রীয় পাটকলের বদলি শ্রমিকদের সকল বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করা।

২. নামের ভুল দ্রুত সংশোধন করে অবশিষ্ট স্থায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করা।

৩. ২০১৯ সালের বকেয়া সপ্তাহের মজুরি দিয়ে দেওয়া।

৪. ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন অনুযায়ী গত ৪ বছরের ছুটি ও ৯টি বোনাস, চিকিৎসা-শিক্ষা ভাতার ডিফারেন্স, বৈশাখী ভাতার টাকা পরিশোধ করা।

৫. বেসরকারি পাটকলে ২০১৫ সালের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন করা।

৬. রাষ্ট্রীয় পাটকল বন্ধ নয়, আধুনিকায়নসহ চালু করা। ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে নয়, বদলি/স্থায়ী হিসাবে পুরনো শ্রমিকদের অগ্রাধিকারে নিয়োগ দেওয়া। তারা বিজেএমসি এবং পাট মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে ও স্মারকলিপি দেয়।

চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করার দাবি : বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১১৭ টাকা নির্ধারণ করে দেওয়া মজুরি বোর্ডের খসড়া সুপারিশের বিষয়ে আপত্তি তুলেছে। তারা দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা করার দাবি জানিয়েছে। চা শ্রমিকরা বলছেন, ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালিনীছড়া চা-বাগান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই উপমহাদেশে চা শিল্পের যাত্রা শুরু। সেই হিসাবে এই অঞ্চলে চা শিল্পের বয়স ১৭২ বছর। অথচ চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখনো ১৭২ টাকা হয়নি। চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বের অদক্ষতায় দীর্ঘদিন ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত চা-শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ন্যায্য মজুরি নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠনের দাবি তুলেছিলেন। শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠিত হয়।

দেশের ১০ লক্ষাধিক চা-জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নূন্যতম ৫০০ টাকা নির্ধারণ, অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য দ্বিগুণ মজুরি প্রদান, রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষিভূমির জন্য রেশন কর্তন বন্ধ, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মানোন্নয়ন করতে হবে।

লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতি-কৌশল

কবির আহমদ

ভূমিকাঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মানে শ্রমজীবি মানুষের অবদান যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে সম্ভব হতো না। ক্ষুধার্ত বনি আদমের আহার জোটাতে কৃষক-শ্রমিক একদিকে ক্ষেতে-খামারে ঘাম ঝড়িয়ে কৃষিপণ্য উৎপাদন করেছে, আশ্রয়ের জন্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছে; অপরদিকে এ শ্রমিকরাই যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য দুনিয়া জুড়ে জালের মত ছড়িয়ে থাকা কংক্রীটের সড়ক ও রেল লাইন তৈরী করেছে। উজ্জল আলো ছড়িয়ে বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগাতে সম্প্রসারণ করেছে বিদ্যুৎ লাইন। হাজারো ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে শ্রমজীবি মানুষের কঠোর শ্রমের বদৌলতে। মাটি খুড়ে খনি থেকে স্বর্ণ, তামা, কয়লা, ইউরেনিয়াম উত্তোলন আর প্রতিরক্ষার জন্য চীনের প্রাচীর তৈরী হয়েছে মজলুম শ্রমিকের হাতে। সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতিক মিশরে পিরামিড আর আগ্রার তাজমহল এসবই তো শ্রমিকের শ্রমের ফসল। বিত্তবান ও ক্ষমতাদর্পী মানুষের বিলাসিতা ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য শ্রমিকদের ত্যাগ ইতিহাস কতটুকুত মূল্যায়ন হয়েছে, মানুষের আরাম-আয়েশের জন্য কত উপকরণ তৈরী করেছে, জীবন প্রণালীকে সুগম করতে তৈরী করা হয়েছে কত অবকাঠামো! কিন্তু শ্রমজীবি মানুষ যুগে যুগে শুধুই বঞ্চিত হয়েছে; বিত্তবানদের শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এটা হচ্ছে সভ্যতার একটি ট্রাজেডি। বাংলাদেশের কথা ধরা যাক। আমাদের কৃষক মাঠে ফসল ফলায়; শ্রমিক-মজুর মিলে উৎপাদন করে।

নির্মাণ-শ্রমিকদের হাড়-ভাংগা শ্রমে গড়ে উঠছে সুরম্য প্রাসাদ, অফিস-আদালত, বাড়িঘর। নগরীর সৌন্দর্য্যবর্ধন, সড়ক-মহাসড়ক, রেললাইন, ব্রীজ-কালভার্ট সবই নির্মাণ করছে শ্রমিকরা। আমাদের শ্রমিকদের গৌরবের প্রতীক যমুনা ব্রীজসহ আরো হাজারো অবকাঠামো। কিন্তু যে শ্রমিক-মজুরের কষ্টের বিনিময়ে অগ্রগতির চাকা এগিয়ে চলেছে তাদের জন্য সমাজ, সরকার বা রাষ্ট্র কি দিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে দেশের সংবিধান, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও সরকারের উন্নয়ন নীতি-কৌশল পর্যালোচনা করতে হবে।

বঞ্চনার ইতিহাসঃ বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে এদেশের মেহনতি মানুষ শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়েছে। প্রাচুর্যে ভরা বাংলাদেশের সম্পদ বৃটিশ বেনিয়ারা লুন্ঠন করেছে। শ্রমিক-কৃষক- মেহনতি মানুষের অধিকার হরণ করেছিল তারা। সম্রাজ্যবাদের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য এদেশের মানুষ লড়াই-সংগ্রাম করেছে। ফলশ্রুতিতে উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে দেশবাসী ১৯৪৭ সালে মুক্তি লাভ করে। বড় আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, উপনিবেশিক শাসনের মতই পাকিস্তানী শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি পূর্ব বাংলার জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। স্বাধীন পাকিস্তানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলশ্রুতিতে শোষণ ও বৈষম্যের পাহাড় গড়ে উঠে। রাজনৈতিক স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরাচারী শাসনের যাতাকলে পিষ্ট হয় এদেশের মানুষ। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রত্যাশায় অবতীর্ন হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে। অবশেষে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বলাই বাহুল্য মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল একটি শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আমরা তা কতটুকু পেয়েছি?

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাঃ বাংলাদেশের সংবিধান দেশের জনগণের চেতনা ও আশা-আকাঙ্খার একটি প্রতিচ্ছবি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষন হইতে মুক্তি দান করা"। ১৯(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।

১৯(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে"।

২০ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা রয়েছেঃ "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক- সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসে ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে"।

সন্দেহ নেই যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" যথার্থভাবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের এসব বিধি-বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে কিন্তু সংবিধানের এসব বাধ্যবাধকতা পরিপালনে বিগত পাঁচ দশকে বিভিন্ন সরকার কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে তা আজ পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আওয়ামীলীগ সরকারের নীতি-কৌশলঃ সংবিধানে প্রদত্ত এসব দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকার নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে প্রণীত সংবিধানের আলোকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তন করা হয়। প্রত্যাশা ছিল- পাকিস্তান আমলের মুক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈষম্য ও অসম বন্টনের অবসান ঘটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ও সুষম সমাজ ব্যবস্থার পতন ঘটবে। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানাকে সংকুচিত করে ব্যাপকভাবে কল-কারখানা জাতীয়করণ তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক দর্শন অনুযায়ী জাতীয়করণের কর্মসূচী থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে,

(ক) শ্রমিকরা আনুপাতিকহারে মজুরী প্রাপ্তির আশা ছেড়ে দিয়ে কেবল স্বার্থহীনভাবে দক্ষতা ও সততার সাথে কাজ করবে;

(খ) কল-কাখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ ও বাজার প্রতিযোগিতার নীতি দ্বারা চালিত না হয়ে দক্ষতা ও সততার সাথে কর্মসম্পাদন করবে;

(গ) সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অন্যায় সুযোগ নেবে না।

বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে এ সকল প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী পায়নি; ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দক্ষতা ও সততার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি এবং সরকারী কর্মকর্তারা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ তথা দুর্নীতি থেকে বিরত থাকেনি। বরং মাথাভারি জনবল কাঠামোর ফলে কারখানাগুলো ন্যূজ হয়ে পড়ে। অস্বচ্ছতা ও লুন্ঠনের প্রক্রিয়া এত ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের প্রবল চাপে জাতীয় স্বার্থ ও ন্যায়-বিচার পিছু হটতে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের সোনার হরিণ সমাজতন্ত্র সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে পারেনি; বরং বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণি বিত্তহীনই রয়ে গেল। উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদিত পণ্যের ওপর শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের পথও রুদ্ধ হয়ে গেল।

ফলশ্রুতিতে জাতীয়করণ তথা সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী সমাজ থেকেও অধিকতর নিপীড়ণমূলক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এ অবস্থা শ্রমিকদের মনোবল ও শৃঙ্খলাবোধের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কল-কারখানাগুলো ক্রমান্বয়ে লোকসান গুনতে থাকে; পুঞ্জিভূত লোকসানের ফলে কারখানাগুলো একে একে বন্ধ হতে থাকে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও হতাশার স্তরে নেমে আসে।

সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে কৃষক-শ্রমিক মেহনতী মানুষের কল্যাণে সরকার কর্তৃক ভ্রান্তনীতি গ্রহণের ফলে প্রত্যাশা পূরণ তো দূরের কথা বরং রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পখাতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দুরুহ হয়ে পড়ে। সরকারী নীতি কৌশল সামাজিক বৈষম্য ও শোষনের পথকে আরও সুগম করে দেয়। নব্য পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে।

পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনঃ বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-কারখানার ব্যর্থতার পটভূমিতে পাশ্চাত্যের দাতা সংস্থাগুলোর পরামর্শে আশির দশকে ক্রমান্বয়ে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তনের নীতি-কৌশল গ্রহণ করা হয়। এবারে প্রত্যাশা ছিল-

(ক) মালিক ও শ্রমিক পক্ষ উভয়ই উৎপাদনে তাদের অবদানের বিনিময়ে আনুপাতিক হারে পারিশ্রমিক লাভ করবে;

(খ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে;

(গ) ক্ষমতা ও সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ প্রবণতা রোধ হবে

(ঘ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার আকর্ষণ উদ্যোক্তা শ্রেণিকে অধিকতর দক্ষতা ও পন্যের মানোন্নয়নে উজ্জীবিত করবে

আমরা এখন মুক্ত বাজার অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনুসরণ করছি। বস্তুতঃ জাতীয়করণকৃত সরকারী খাতের শিল্প-কারখানার বিপুল লোকসান ও বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর দক্ষতা ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি-মালিকানায় শিল্প বিকাশের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। এ নীতির সাফল্যের জন্য দরকার হচ্ছে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ, সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সরকারের কার্যকরী তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, শহরে-বন্দরে নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে, নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠছে, বিলাস সামগ্রীর আমদানী বেড়েছে, সর্বাধুনিক মডেলের গাড়িতে ঢাকার রাজপথে ট্রাফিক জ্যাম বাড়ছে, তৈরী হচ্ছে ফ্লাইওভার, গ্রামে-গঞ্জে পাকা সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠছে, আধুনিক শপিংমল, ইংরেজী মাধ্যমের বাহারী নামের স্কুল ও ক্লিনিকের ভারে ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকাও এখন বাণিজ্যিক অবয়ব ধারণ করেছে, টেলিযোগাযোগও তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ দ্রুত প্রত্যন্ত প্রান্তরেও

ছড়িয়ে পড়ছে। এ্যাপার্টমেন্ট সংস্কৃতি নগর জীবনে এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। এসবই আমাদের গর্বের প্রতিক; মনে হচ্ছে আমরা এগিয়ে চলেছি দ্রুত। কিন্তু এর মধ্যে কি সামগ্রিক অগ্রগতির ইঙ্গিত আছে? বস্তুত উদার বাজার ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দেশে একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠি রাতারাতি সম্পদ ও অর্থবিত্তে ফুলে-ফেপে উঠছে।

শ্রমজীবি মানুষ কি পেয়েছে?

অর্থনীতিতে নানা অগ্রগতির সূচক দেখা গেলেও বাংলাদেশ এখনও স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হতে আরো সময় লাগবে। অর্থনীতিবিদ আবু আহমেদের ভাষায়-দেশের দুই কোটি মানুষ আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে। এর মানে দাঁড়ায় ১৮ কোটি মানুষ এখনও অস্বচ্ছল। আরেক হিসেবে, বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রতিবছর মাত্র এক শতাংশ হারে দারিদ্র হ্রাস পাচ্ছে। এ হারে দারিদ্র বিমোচনে অর্ধ শতাব্দি লেগে যাবে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হলে সে লক্ষ্যমাত্রাও মুখ থুবড়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে দেশে মুক্তবাজার ব্যবস্থার কারণে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কিছু অগ্রগতি হলেও সার্বিকভাবে শ্রমজীবি মানুষের ভাগ্যে ইতিবাচক উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব পড়েনি।

দেশের শ্রমশক্তির ৬৫ ভাগ এখনও কৃষিখাতে নিয়োজিত। কিন্তু কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা কাঙ্খিত মাত্রায় গড়ে না উঠায় কৃষিজীবিরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। শিল্পখাতে নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ধিত শ্রমশক্তির তুলনায় তা অপ্রতুল। নির্মাণ ও বস্ত্রখাতে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ দেখা গেলেও শিল্পোদ্যক্তারা যতটা লাভবান হচ্ছেন, সে তুলনায় শ্রমিক মজুরের ভাগ্য যেন স্থিতিশীল হয়ে আছে। যেমন ধরুন- গার্মেন্টস শ্রমিকদের কথা। তাদের থাকার জন্য ভাল আবাসন নেই, অধিকাংশ নারী শ্রমিকই থাকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, কারখানায় যাতায়াতের জন্য নেই কোন পরিবহন, নিম্নমানের খাবার খেয়ে তারা রাত-দিন কাজ করছে। এছাড়া রয়েছে অত্যাচার-নির্যাতন ও জীবনের ঝুঁকি। অগ্নিদগ্ধ হয়ে অকাল-মৃত্যু যে নৈমিত্তিক ঘটনা। একটি গেঞ্জির জন্য নির্যাতনে হত্যার ঘটনাও ঘটছে। শ্রমজীবি মানুষের ন্যায্য অধিকার দেয়া হচ্ছে না বলেই এ অবস্থা। তাদের ন্যায্য মজুরী দিতে হবে, তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, দিতে হবে পরিবহন ও চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে, মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতি-কৌশলের আওতায় পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোতে শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা অর্থনৈতিক বৈষম্য কি দূর করা সম্ভব? বাংলাদেশ সমাজতন্ত্র তথা ঢালাও জাতীয়করণের ভ্রান্ত নীতি কৌশল থেকে বেরিয়ে এসে উদার মুক্তবাজার নীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে সময়ের ব্যবধানে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। নিম্নে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধির কিছু উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু এর কারণ কি সেটা চিহ্নিত করা দরকার।

প্রথমত: বাজারের গতি প্রকৃতির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রন শিথিল হয়ে পড়ায় ব্যক্তিস্বার্থ সমাজ স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুত; মুক্ত বাজার ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সংঘাত দেখা দিচ্ছে। সরকারের উদার নীতির

“দেশের শ্রমশক্তির ৬৫ ভাগ এখনও কৃষিখাতে নিয়োজিত। কিন্তু কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা কাঙ্খিত মাত্রায় গড়ে না উঠায় কৃষিজীবিরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। শিল্পখাতে নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্ধিত শ্রমশক্তির তুলনায় তা অপ্রতুল। নির্মাণ ও বস্ত্রখাতে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ দেখা গেলেও শিল্পোদ্যক্তারা যতটা লাভবান হচ্ছেন, সে তুলনায় শ্রমিক মজুরের ভাগ্য যেন স্থিতিশীল হয়ে আছে।”

সুযোগে অর্থলিপ্সু একটি চক্র কালো টাকার স্তুপ গড়ে তুলেছে। এটা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, উদার পুঁজিবাদী মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।

দ্বিতীয়ত: নৈতিকতার কোনো বাধন না থাকায় বিত্তশালীরা নিজেদের বল্গাহীন খেয়ালখুশিমত ভোগ্য ও বিলাস সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানী করছে, ফলে চাপ পড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার উপর। ধনীদের এ বিলাসিতা এক ধরণের অপচয় যার প্রভাব অবশ্যই দরিদ্র শ্রেণির উপর পড়তে বাধ্য। কারণ এর ফলে দরিদ্র শ্রেণির চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান কমে যায়।

তৃতীয়ত: মুক্তবাজার অর্থনীতির অনিবার্য হিসেবে বাংলাদেশ 'কনসুমারিজম' এর ভয়াবহ প্রভাব সমাজকে আক্রান্ত করে ফেলেছে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন এমন সয়লাব সৃষ্টি করেছে যে, ভোক্তা শ্রেণি অবচেতনভাবে নিম্নমানের অপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এমনকি ভোগলিপ্সা, জৈবিক ও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি করে এমন বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য বণিক শ্রেণীর মুনাফা বাড়ানো এবং মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবি মানুষের পকেট খালি করা। বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যকে সামাজিক মর্যাদার প্রতিক বলে গণ্য করা হচ্ছে। ফলে সমাজে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরণের মনস্তাত্বিক জটিলতা। একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায়, "আগে পণ্য ক্রয়ের পূর্বে সঞ্চয় করতে হতো, আর এখন ক্রেডিট কার্ডের বদৌলতে মানুষের সঞ্চয় না থাকলেও তারা কেনার হিড়িক নেমে যেতে পারে"।

বস্তুতপক্ষে বাজার অর্থনীতিতে বনিক ও ধনিক শ্রেণি নানাভাবে সম্পদ পূঞ্জীভূত করার সুবিধা ভোগ করে এবং ফলশ্রুতিতে শ্রমজীবি ও পশ্চাৎপদ মানুষেরা হয় শোষিত। এ ব্যবস্থায় দেশে অর্থনৈতিক সুবিচার তথা সম্পদের সুষম বন্টন আশা করা যায় না। এ জন্যে বিকল্প উন্নততর ব্যবস্থার অনুসন্ধান করতে হবে। সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উত্থান-পতনে নানা সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে নৈতিক মূল্যবোধের অনিবার্যতা ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করছে। ইতিহাসের ব্যাপক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "ধর্মীয় অনুশাষন ও মূল্যবোধ ব্যতিরেকে নৈতিক উচ্চমান ও সামাজিক সংহতি অর্জন সম্ভব নয়"। এরিয়েল ডুরান্ট বলেছেন, "ধর্মের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন সমাজ উচ্চ নৈতিক মান বজায় রেখেছে ইতিহাসে এর কোনো উদাহরণ নেই"।

বিকল্প প্রস্তাবনা: বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রীয় নীতি কৌশল এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে অর্থনীতিতে সম্পদের প্রবাহ আবর্তিত হয়, কেবলমাত্র ধনিক গোষ্ঠির মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হতে থাকে। এ লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করছি-

১.অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে একটি নৈতিক ছাকনীর ব্যবস্থা (Moral Filter Mechanism) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাতে করে সম্পদের ব্যবহারে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। সম্পদ মানুষের প্রতি আল্লাহর দেয়া আমানত এবং তার ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে এ উপলব্ধিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ দর্শনই হচ্ছে নৈতিক ছাকনীর প্রধান উপাদান।

২.অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে। নাগরিকদের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলোকে চিহ্নিত করে একদিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়ের জন্য সরকারী নীতি সংস্কার করতে হবে; অপরদিকে বেসরকারী খাতের বিত্তশালীদেরও এ ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। সরকারী বাজেট সংস্কারে এ বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

৩.রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে রাষ্ট্রকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। তথাকথিত সিস্টেম লস সরকারী সম্পদের চুরি, আত্মসাৎ, লুন্ঠন ও অপচয় বন্ধ করে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করাতে হবে।

৪.সরকারী ও বেসরকারী লোকদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে মনে রাখা দরকার, কেবল আইন প্রণয়ন ও সংস্থা তৈরী করে দুর্নীতি দমন করা যাবে না। জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে হবে। এজন্য ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার করতে হবে।

৫.সুদের অভিশাপ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে হবে। এজন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিংকে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। সরকারীভাবে সুদবিহীন ঋণদান জোরদার করতে হবে।

৬.সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে এ দেশের দারিদ্র দূর করা যাবে না। এ জন্য কর্জে হাসানা, সুদবিহীন ঋণ এবং যাকাত ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৭.শ্রমজীবি, কৃষক ও শ্রমিক দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সরকারী ভর্তুকী অব্যাহত রেখে বিত্তবানদের জন্য ভর্তুকী বন্ধ করে দিতে হবে।

৮.শ্রমিক মজুরদের জন্য জীবন জীবিকার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে মজুরী কাঠামো নির্ধারণ করে দিতে হবে। বেসরকারী খাতে যাতে নিম্নতম মজুরী কাঠামো কার্যকর করা হয় সে জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯.যাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের একটি পথ। এছাড়াও ন্যায়ানুগ করারোপ করে সরকার সম্পদ আবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারে। করদাতারা যাতে স্বউদ্যোগে সততার সাথে কর প্রদান করে তার জন্য নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১০.বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করতে হবে যাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ে এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১১.ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পল্লীভিত্তিক কুটির শিল্পকে উৎসাহ দিতে হবে।

এসব হচ্ছে সংবিধানে বিঘোষিত শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সীমিত কয়েকটি সুপারিশ মাত্র। বস্তুত:পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা করেই কেবল শ্রমজীবি মানুষের পূর্ণাংগ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

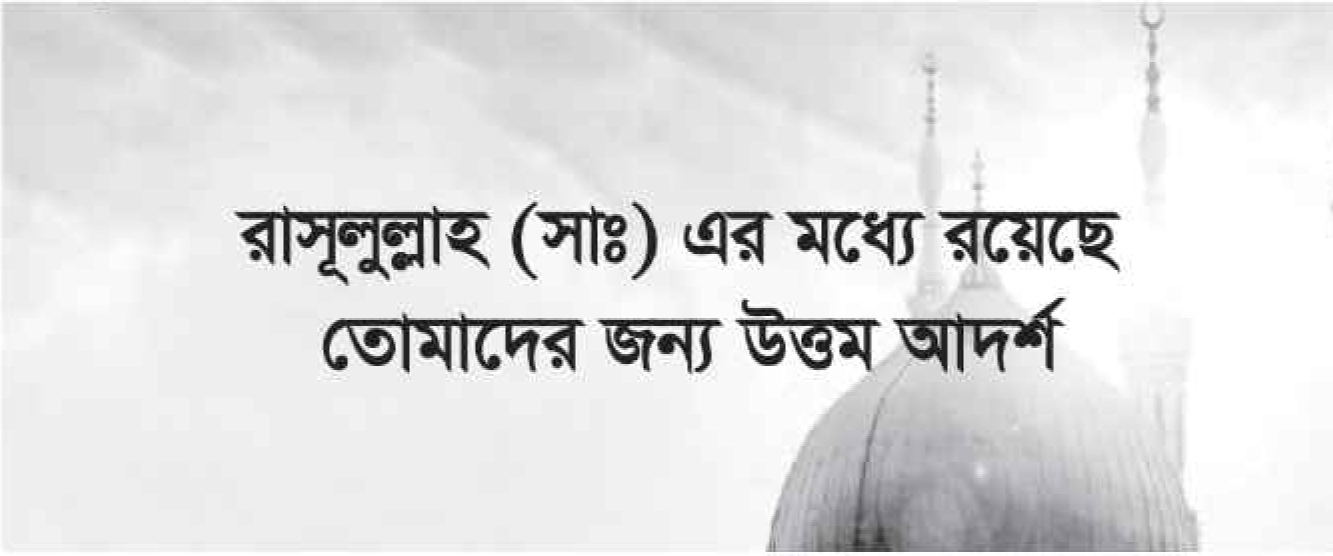

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

পূর্ব প্রকাশের পর.......

৮. ক্ষমা ও মার্জনার অনুপম উপমা : রাসূল (সাঃ) ছিলেন ক্ষমা ও মার্জনার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। তিনি তাঁর জীবনের শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর কালজয়ী উদাহরণ মক্কা বিজয়ের ঘটনা। মক্কা বিজয়ের পর তিনি কাফির, মুশরিক সকলকে ক্ষমা কর দিয়েছেন। এছাড়াও আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে। জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা রাসূল এর সাথে নজদ এলাকায় যুদ্ধ করতে গিয়েছি। সেখানে আমরা রাসূল (সাঃ) কে প্রচুর কাঁটাযুক্ত গাছ বিশিষ্ট উপত্যকায় পেলাম। রাসূল (সাঃ) সেখানে একটি গাছের নিচে এসে একটি ডালের সাথে তাঁর তরবারিটি ঝুলিয়ে রাখলেন। অন্যান্য লোকেরাও উপত্যকার বিভিন্ন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। জাবির (রা.) আরো বলেন, তখন রাসূল (সাঃ) বলেন, আমি ঘুমিয়ে আছি এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে আমার আমার তরবারীটি হাতে নিল, আমার ঘুম ভেঙে গেল, দেখি আমার অজান্তেই লোকটি আমার মাথার উপর খোলা তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আমাকে বললো, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এভাবে তিনবার সে একই প্রশ্ন করলো, আর আমি একইভাবে উত্তর দিলাম আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন। লোকটি তখন তরবারীটি কোষাবদ্ধ করলো। এই বসা লোকটিই হলো সেই ব্যক্তি। অতঃপর রাসূল (সাঃ) লোকটিকে কিছু বললেন না।[১] অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (সাঃ) তাঁকে ছেড়ে দিলেন। লোকটি তখন সাথীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমি এইমাত্র একজন সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে আসলাম।[২]

লোকটি পরে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তার হাতে তার কওমের আনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করলো।[৩]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যে আমরা নবী (সাঃ) এর সাথে মসজিদে বসা আছি, এমতাবস্থায় জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি এসে মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করলো। সাহাবাগণ তাকে বাঁধা দিলে রাসূল তার পেশাব থামিয়ে দিতে নিষেধ করলেন। তারপর পর তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, মসজিদে এরকম কাজ করা সমীচীন নয়। কারণ, মসজিদ হলো আল্লাহর যিকর ও নামাজের স্থান। তারপর তিনি উপস্থিত একজনকে পানি এনে ঢেলে দিতে নির্দেশ দিলেন।[৪]

৯. সাদামাটা জীবন যাপনে আল্লাহর রাসূল : নবী (সাঃ) সাদামাটা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। পার্থিব জীবনের প্রতি নির্মোহ এবং পরকালীন জীবনের প্রতি আগ্রহ ছিল নবী চরিত্রের অন্যতম দিক। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও জৌলুস তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বাদশাহ নবী অথবা বান্দা নবী এ দু'টির মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছিলেন, তিনি বান্দা নবী হওয়াকেই পছন্দ করেছেন।[৫] তিনি কখনো বিছানা কখনো চাটাই, কখনো মাটি, কখনো চকি, কখনো বালু, কখনো কালো চাদরে বসতেন ও ঘুমাতেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) এর নিকট প্রবেশ করে দেখি তিনি রশি দ্বারা নির্মিত খাটিয়ার উপর শুয়ে আছেন, তাঁর মাথার নিচে গাছের আঁশভর্তি চামড়ার বালিশ। এমতাবস্থায় সেখানে উমার (রা.) সহ কতিপয় সাহাবা প্রবেশ করলেন। নবী (সাঃ) পার্শ্ব পরিবর্তন করলে উমার (রা.) তাঁর শরীরে রশির দাগ দেখতে পান। তিনি কাঁদতে শুরু করেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, হে উমার! কোন বস্তু তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো জানি যে, আপনি আল্লাহর নিকট কিসরা ও কায়সার (পারস্য ও রোমের বাদশাহগণ) এর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, অথচ তারা দুনিয়াতে কিভাবে জীবন যাপন করছে? আর আপনাকে এ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। নবী (সাঃ) তখন বললেন, হে উমার! তুমি এটাতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য পরকাল। উমার বললেন, হ্যাঁ। নবী বললেন, এটা এরকমই হবে।[৬]

নির্মোহ জীবন যাপনের কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বাড়ীতে খাদ্যসঞ্চিত থাকতো না। উরওয়া (রা.) বলেন, আয়েশা (রা.) তাকে বলেছেন, হে আমার বোনের ছেলে! আমরা দু'মাসে তিন চাঁদ দেখতাম অথচ রাসূল এর বাড়ীতে আগুন জ্বলতোনা। উরওয়া বলেন, আমি বললাম, তাহলে আপনারা কি দিয়ে জীবন যাপন করতেন? তিনি বলেন, দুই বস্তু, খেজুর ও পানি।[৭]

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ) এর নিকট প্রবেশ করে দেখি তিনি রশি দ্বারা নির্মিত খাটিয়ার উপর শুয়ে আছেন, তাঁর মাথার নিচে গাছের আঁশভর্তি চামড়ার বালিশ। এমতাবস্থায় সেখানে উমার (রা.) সহ কতিপয় সাহাবা প্রবেশ করলেন। নবী (সাঃ) পার্শ্ব পরিবর্তন করলে উমার (রা.) তাঁর শরীরে রশির দাগ দেখতে পান। তিনি কাঁদতে শুরু করেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, হে উমার! কোন বস্তু তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো জানি যে, আপনি আল্লাহর নিকট কিসরা ও কায়সার (পারস্য ও রোমের বাদশাহগণ) এর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান, অথচ তারা দুনিয়াতে কিভাবে জীবন যাপন করছে? আর আপনাকে এ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। নবী (সাঃ) তখন বললেন, হে উমার! তুমি এটাতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য পরকাল। উমার বললেন, হ্যাঁ। নবী বললেন, এটা এরকমই হবে।

১০. রাসূল (সাঃ) এর ইবাদত : রাসূল (সাঃ) ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে বেশী অনুগত বান্দা। রাসূল (সাঃ) এর ইবাদাত সম্পর্কে আয়েশা (রা.) বলেন, নবী (সাঃ) রাতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন। এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতো। তখন আমি বলতাম, হে আল্লাহর রাসূল! (সাঃ) আপনি কেন এটা করেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করবো না? [৮] মুতাররিফ (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর নিকট আসলাম, তিনি তখন নামাযরত ছিলেন এবং তাঁর পেটের মধ্যে হাপরের মধ্য থেকে নির্গত আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হচ্ছিল অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন। [৯]
তিনি বেশী বেশী দু'আ করতেন এবং দোয়ার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত দুই জগতেরই কল্যাণ চাইতেন এবং জাহান্নামের আগুন ও তার শাস্তি থেকে মাফ চাইতেন। [১০] আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রাসূল কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি দিনে ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তাঁর নিকট তাওবা করি। [১১]

১১. ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও রসিকতা: আল্লাহর নবী (সাঃ) মানুষের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) এর নিকট কোনো লোক এসে মুসাফাহা করলে তার হাত থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিতেন না যতক্ষণ না লোকটি তার হাত গুটিয়ে নিতো। আবার তাঁর চেহারাকেও অন্য দিকে ফেরাতেন না যতক্ষণ না লোকটি তার চেহারা অন্য দিকে ফেরাতো এবং সামনে বসা লোকটির দিকে তাঁর দু'হাটুকে বা দু'পাকে বাড়িয়ে দিতে কখনো দেখা যায়নি। [১২] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্রের আরেক মহৎ দিক হলো তিনি কোনো কোনো সময় রসিকতা ও হাসি ঠাট্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে জনৈক বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে যাবে না। এ ঘটনা তুলে ধরে আয়েশা (রা.) বলেন, আমার নিকট বানু আমির গোত্রের একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূল (সাঃ) আমার নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বৃদ্ধা কে? আমি বললাম, আমার খালা। তখন সে বৃদ্ধা বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তখন তিনি বললেন, হে অমুকের মা! নিশ্চয় কোনো বৃদ্ধা নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে খবর দাও যে, সে বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় আমি তাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। [১৩]

১২. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া: রাসূল (সাঃ) সব সময় অপরকে অগ্রাধিকার দিতেন। জনৈক সাহাবা (আব্দুর রহমান ইবন আওফ বা সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রা.) তাঁর নিকট তাঁর প্রয়োজনীয় চাদরটি চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা তাকে দিয়ে দেন। লোকেরা বললো, তুমি কেন চাইলে? অথচ এ চাদরটি রাসূল এর প্রয়োজন। তুমি তো জান যে, কোন কিছু চাইলে তিনি না করেন না। তখন সেই সাহাবা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এটাকে পরিধান করার জন্য চাইনি বরং আমি যে দিন মারা যাবো সেদিন এটা আমার কাফনের কাপড় হবে, বরকত লাভের আশায় চেয়ে নিয়েছি। [১৪]

১৩. সামাজিক ন্যায় বিচারের উত্তম মডেল: ন্যায় ও ইনসাফ সমাজকে করে তোলে শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূল (সাঃ) সমাজে সেগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হামজা (রা.) এর স্ত্রী খাওলা বিনতে কায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বনূ সায়েদার জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে এক ওসক খেজুর ধার নিয়েছিলেন। ব্যক্তিটি তা আদায়ের জন্য তাঁর নিকট আসলে তিনি আনসারদের এক ব্যক্তিকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আনসার ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের খেজুর দিলে লোকটি তা নিতে অস্বীকার করল। আনসার ব্যক্তিটি বলল, তুমি কি রাসূল (সাঃ) এর নিকট খেজুর ফেরত দিবে? সে বলল হ্যাঁ। তাঁর চেয়ে ন্যায় বিচারের অধিক যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে? একথা শুনে রাসূল (সাঃ) এর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। অতঃপর তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। আমার চেয়ে ন্যায় বিচারের অধিক যোগ্য কে হতে পারে? আল্লাহ সে জাতিকে পবিত্র করেন না, যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দ্ধিধায় তার হক আদায় করতে সক্ষম হয় না।[১৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, আমির (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনে বাশীর (রা) কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি এটি মেনে নেব না যতক্ষণ না তুমি রাসূল কে সাক্ষী রাখবে। তখন তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট এসে বললেন, আমি (আমার স্ত্রী) আমরাহ বিনতে রাওয়াহার পক্ষের এ পুত্রকে কিছু দান করেছি। কিন্তু সে (আমার স্ত্রী আমরাহ) আমাকে আদেশ করেছে যে, আমি যেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনাকে সাক্ষী রাখি। তিনি বললেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকে এরূপ দান করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। নুমান বলেন, আমার পিতা ফিরে এলো এবং তাঁর দান প্রত্যাহার করলো।[১৬]
তিনি নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করতেন , কোনো সম্পর্ক, বংশ গৌরব ইত্যাদি সেক্ষেত্রে বাধা হতে পারত না। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করলে মহিলার (মর্যদাপূর্ণ) অবস্থান কুরাইশদেরকে চিন্তিত করে ফেলল। তারা বললো এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর সাথে কে কথা বলবে? তারা বল্লো, রাসূল (সাঃ)এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ রা. ব্যতিত এ ব্যাপারে কথা বলার সাহস আর কার আছে? অতঃপর উসামা (রাঃ) তাঁর সাথে কথা বললেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহর হদসমূহের একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিলেন, তারপর বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যে কোনো উচ্চ বংশের লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো। অপরদিকে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর হদ কায়েম করতো। আল্লাহর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।"[১৭]

১৪. অমুসলিম মনিষীদের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ : মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক যেই তাঁর সম্পর্কে জেনেছেন সেই তাঁর উন্নত চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। শুধু প্রাচীন যুগের নয় আধুনিক যুগের বহু অমুসলিম দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও গবেষকরা তাঁর প্রশংসা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরা হলোঃ

হামজা (রা.) এর স্ত্রী খাওলা বিনতে কায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বনূ সায়েদার জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে এক ওসক খেজুর ধার নিয়েছিলেন। ব্যক্তিটি তা আদায়ের জন্য তাঁর নিকট আসলে তিনি আনসারদের এক ব্যক্তিকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আনসার ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের খেজুর দিলে লোকটি তা নিতে অস্বীকার করল। আনসার ব্যক্তিটি বলল, তুমি কি রাসূল (সাঃ) এর নিকট খেজুর ফেরত দিবে? সে বলল হ্যাঁ। তাঁর চেয়ে ন্যায় বিচারের অধিক যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে? একথা শুনে রাসূল (সাঃ) এর চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। অতঃপর তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে। আমার চেয়ে ন্যায় বিচারের অধিক যোগ্য কে হতে পারে? আল্লাহ সে জাতিকে পবিত্র করেন না, যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দ্ধিধায় তার হক আদায় করতে সক্ষম হয় না।

SIR WILLIAM MUIR (স্যার উইলিয়াম ম্যুর) বলেন,

"He [Prophet Muhammad] was the master mind not only of His own age but all of ages."

'তিনি (মুহাম্মাদ (সাঃ)) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শুধু সে যুগেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনিষী ও চিন্তানায়ক ছিলেন তা নয় বরং তিনি সকল যুগেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।' [১৮]

MICHAEL H HART (মাইকেল এইচ হার্ট) বলেন, "মুহাম্মাদ কে আমি বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারীদের তালিকায় শীর্ষ স্থান দিয়েছি এতে কেউ আশ্চর্য হতে পারেন, আবার কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে একযোগে বিপুলভাবে সফলকাম হয়েছি-লেন। মৃত্যুর তের শতাব্দী পরে আজও তাঁর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যাপক।" [১৯]

LAMARTINE বিখ্যাত ফ্রেন্স ঐতিহাসিক (লা-মার্টিন) বলেন,

"মুহাম্মাদ একাধারে দার্শনিক, বাগ্মী, বিশ্বাসী, আইন প্রণেতা, অসংখ্য কল্যাণকর চিন্তার আবিষ্কারক, যৌক্তিক কর্মকান্ডের সমর্থনকারী, বিশটি জাগতিক রাষ্ট্রকে একটি আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রে রূপদানকারী। যা দিয়ে মানবীয় মহত্ত্বের পরিমাপ করা চলে তার সকল মানের বিচারেই আমরা যথার্থ এ প্রশ্ন করতে পারি মুহাম্মাদ এর চাইতে কোনো মহত্তর ব্যক্তি আছেন কি?" [২০]

W. MONTGOMERY WATT (ডব্লিউ. মন্টোগোমারী ওয়াট) বলেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ৩টি অসামান্য যোগ্যতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছিল।

এক: নবী হিসাবে

দুই: রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে রাসূল (সাঃ) এর বিজ্ঞতা

তিন: প্রশাসক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা ও কৌশল এবং প্রশাসনিক সকল কর্মকাণ্ডে যথার্থ লোকদের নিয়োগ করার বিচক্ষণতা।" [২১]

উপসংহার : আজকের সমস্যা সঙ্কুল বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবে অস্থির। মানবাধিকারের বাণী এখন কেঁদে মরছে। দুর্বলরা সবলদের আক্রমণে পিষ্ট হচ্ছে। শক্তিশালী দেশ কম শক্তির দেশগুলোকে দখল ও শোষণ করে চলেছে। নারী মুক্তির নামে আজকে তাদেরকে নোংরামী ও অশ্লীলতার শেষ সীমানায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। দেশে দেশে সমাজে সমাজে সর্বোপরি মানুষে মানুষে চলছে রক্তের হলি খেলা। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের মোড়কে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ খেলা ও দমন নীতি পৃথিবীর মানুষকে করে তুলেছে অসহায়। সুন্দর এ ভুবন এখন অসভ্যতা, বর্বরতা, জেনা ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, ক্যাসিনো অন্যায়-অবিচার ইত্যাদির প্রচণ্ডতায় পশু সভ্যতার দিকে মোড় নিয়েছে। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, শুভকামনা ও শুভাশিস আজ এ ধরাধমে মাথা গোজার কোনো ঠাঁই পাচ্ছে না। বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়নে মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক শোষণ ও সুদি কারবারের ব্যাপকতা মানুষের হাঁড়-মজ্জা পর্যন্ত খেয়ে ফেলার প্রয়াসে লিপ্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আধুনিক এ পৃথিবী আজ বহু ক্ষেত্রে আইয়্যামে জাহেলিয়াতকে হার মানিয়ে দিচ্ছে। ১৪০০ বছর আগের পৃথিবীকে শান্তিতে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ও সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন দিয়ে আমাদেরকে জাহান্নামের অতলগহবর থেকে তুলে এনে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন। তাই আজকের এই অধুনা বিশ্বকে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরে দিতে মুহাম্মাদ এর আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার কোন বিকল্প নেই। আর তাই বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক জর্জ বার্ণাডশ যথার্থই বলেছেন,

"I have studied Him, the wonderful man and in my opinion far from being an anti Christ, He must be called the savior of humanity. I believed that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world He would succed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and Happiness."

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, জিইডি (ইসলামিক স্টাডিজ)
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য সূত্র

১. মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/১৭৮৬, হা. নং-৮৪৩
২. মুসনাদে আহমাদ, ২৩/১৯৩, হা. নং-১৪৯২৯
৩. আল-ইসামী আল মাক্কী, আব্দুল মালিক, সিমতুন নুজুম, ২/১৭১
৪. মুসলিম, আস-সহীহ, ১/২৩৬, হা. নং-২৮৫
৫. বায়হাকী, আহমদ ইবন হুসাইন, শু'আবুল ঈমান ৫/১০৭, হা. নং-৫৯৭১
৬. মুসনাদে আহমাদ, ১৯/৪১০, হা. নং-১২৪১৭; আল-আদাবুল মুফরাদ, ১/৩৯৮, হা. নং-১১৬৩
৭. বুখারী, আস-সহীহ, ৫/২৩৭২, হা. নং. -২৪২৮; মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২২৮২, হা. নং.-২৯৭২
৮. বুখারী, আস-সহীহ, ৬/১৩৫, হা. নং. -৪৮৩৭; মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২১৭২, হা. নং.-২৮২০
৯. আবু আব্দুর রহমান আহমদ আন-নাসায়ী, আস-সুনান, অধ্যায়: সিফাতুস সালাত, পরিচ্ছেদ: আল-বুকা ফিস সালাত, হাদীস নং. ১২১৪; আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
১০. বুখারী, আস-সহীহ, ৬/২৮, হা. নং. -৪৫২২; মুসলিম, আস-সহীহ, ৪/২০৭১, হা. নং.-২৬৯০
১১. বুখারী, আস-সহীহ, ৮/৬৭, হা. নং. -৬৩০৭; মুসনাদে আহমদ, ১৩/২০৪, হা. নং-৭৭৯৩
১২. তিরমিযী, আস-সুনান, ৪/৬৫৪ হা. নং.-২৪৯০;
১৩. আল-কুরআন, আল-ওয়াকিয়াহ, ৩৫-৩৭, আল জামি আস-সহীহ লিস সুনান ওয়াল মাসানীদ, ৯/২৯২
১৪. বুখারী, আস-সহীহ, ২/৭৮, হা. নং. -৯৫৮০
১৫. মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৫০২৯
১৬. বুখারী, আস-সহীহ, বাবুল ইশহাদি ফিল হিবা, হা. নং. -২৫৮৭
১৭. বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবু আহাদিছিল আম্বিয়া, হা. নং. -৩৪৭৫, মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, হা. নং-১৬৮৮
১৮. Muir, Sir William, Life of Muhammad, pp. 510
১৯. H HART, MICHAEL, The 100, Introduction.
২০. Lamartine, History of Turkey, p. 276
২১ .W. Montgomery Watt, Muhammad at Madinah pp 334-5

মাছ জাতীয় রূপালী সম্পদ

গোলাম রাব্বানী

নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়ে ভরপুর আমাদের বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে বাংলাদেশ যেমন সমৃদ্ধ তেমনি পানির নীচে বসবাসকারী মাছ আমাদের অন্যতম জাতীয় সম্পদ। বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন মাছকে রাখে। অনেকটা মনে হয় মাছ ছাড়া জীবন অচল। গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ একটা স্বচ্ছল পরিবারের পরিচয়। প্রতিবছর খাল-বিল, নদ-নদী, হাওড়-বাওড়ে যে মাছ ধরার উৎসব তা ভুলে যাবার মতো নয়। আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে আসলে দেরী না করে বাড়ির মালিক পুকুর থেকে বড় বড় মাছ ধরে এনে সুস্বাদু তরকারী রান্না করত। এমনও হয়েছে বাড়িতে তরকারী নেই, বাড়ির মালিক গোসল করতে যাওয়ার সময় ঠৌড়ও জাল নিয়ে গিয়ে মাছ ধরে আনত যা তরকারীর অভাব পূরণ করত। জ্যান্ত মাছ যে লাফালাফি করত তা দেখার মতো। অতীতের গর্ভে কালের পরিবর্তনে এ ইতিহাস শুধু ইতিহাস বাস্তবে এ প্রমান পাওয়া যায়না। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস সম্পদ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নদনদী, খাল-বিল মরে যাওয়ায় প্রচুর পানি না থাকায় পূর্বের মতো মাছ আর পাওয়া যায়না।

মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৪৩ প্রজাতির মাছ রয়েছে অর্থাৎ ১১৭ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। অন্য একটি তথ্য অনুসারে বিলুপ্ত মাছ প্রজাতির সংখ্যা ৬৪টি। ইতমধ্যে বাংলাদেশ মৎস গবেষনা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই) ২৩ প্রজাতির মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশের দেশীয় প্রজাতির মাছগুলো এখন আর তেমন দেখা যায়না। যে মাছগুলো পুকুরে চাষ হয় তার স্বাদও তেমন নয়। তেলাপুটি, বাইম, গুচি মাগুর, পাবদা, কেচকি বাজারে অত্যন্ত চড়ামূল্যে পাওয়া গেলেও তা খেতে তৃপ্তিকর নয়। বাংলাদেশে নদ-নদী যেভাবে শুকিয়ে গেছে । গবেষনা ইন্সটিটিউট মাছ উৎপাদন ও বিলুপ্ত প্রজাতির প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে এ অভাব পূরণের চেষ্টা করছে। অন্য একটি তথ্যে দেখা যায় বেরালি মাছ উত্তর জনপদের একটি সুস্বাদু মাছ। বেরালি মাছ বেরালি ও খোকসা নামেও পরিচিত। এ মাছের আরও ৪টি প্রজাতি রয়েছে যা খাল-বিল, অগভীর নদীতে পাওয়া যায় এখন এটাকে বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় যেমন- নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবন ভূমির পরিমান ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়, পুকুর মৌসুমী চাষকৃত জলাশয় বাওড় ও চিংড়িঘের, পেনকালচার ও খাচায় মাছ চাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ২২ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এর সমুদ্র উপকূল ৭১০ কিলোমিটার। ৫২টি নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ার পরও এত পরিমাণ জমিতে মাছের চাষ সঠিকভাবে করতে পারলে এদেশের মানুষকে চড়ামূল্যে মাছ কিনতে হতনা। শুধু যদি সমুদ্রের যে অংশ বাংলাদেশের অধীন সেখানে মাছ চাষ করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সরকারী তথ্য অনুসারে মোট দেশজ উৎপাদিত জি.ডি.পিতে মৎস খাতের অবদান ৩.৫০ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯) দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৫.৭২ শতাংশ মৎস উৎপাদন খাত থেকে আসে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা) আরও একটি তথ্য থেকে জানতে পারা যায় আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে তালিকায় আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১ কোটি ৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক মৎস খামারের বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োজিত।

সরকার যেসব তথ্য দেয় তা শুনতে বেশ মজা লাগে। যেমন ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। গত ১০ বছরে স্বাদু পানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে ২য় স্থানে। তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ, এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। এত উৎপাদন হওয়া স্বত্বেও বাজারে স্বল্পমূল্যে কি মাছ পাওয়া যায় ? এত ইলিশ আহরণ করার পরও এত চড়ামূল্য কেন আর কেনইবা কৃষক ১ মন ধানের মূল্যে ১ কেজি ইলিশ কিনতে বাধ্য হয়। তবে এটা সত্য যে স্বাদহীন সিলভারকার্প, বিগহেড কার্প, গ্লাসকার্প না হলে সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষ মাছের কোনো স্বাদ পেতনা। মাগুর, কৈ মাছ, শিং মাছ

এখনও পন্য হিসাবে মানুষ খায় আর যারা গাড়িবাড়ি শপিংমলের বড় বড় ব্যবসায়ী তাদের কথা ভিন্ন। চিংড়ি মাছ, যেমন মজাদার তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সে চিংড়ি প্রকল্প আগের মতো নেই, নানা সমস্যায় জর্জরিত ফলে বৈদেশিক মুদ্রাও আর তেমন আমাদের জাতীয় আয়ে জমা হয়না।

আশির দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও অধিক মুনাফার জন্য কৃষি জমি রূপান্তর করে চিংড়ি চাষ শুরু করা হয়। পাটকে বলা হয় সোনালী আঁশ আর চিংড়িকে বলা হয় সাদা সোনা। এ সাদা সোনার চিংড়ি এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ হিমায়িত চিংড়ি রফতানির প্রতিযোগিতায় নাভিশ্বাস উঠেছে। যশোরের এম.ইউ.সী ফুডসের এম.ডি শ্যামল দাস বলেন ৩৩ বিলিয়ন ডলারের চিংড়ির বিশ্ববাজার যার ৮০ ভাগ ভেনামী দখল করে আছে। আমাদের লড়তে হয় ২০ শতাংশ বাজারের জন্য।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টাল এ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুসারে গলদা ও বাগদা চিংড়ি প্রতি হেক্টরে উৎপাদন হয় ৩০০-৪০০ কেজি। অপরদিকে ভেনাস চিংড়ি প্রতি হেক্টরে উৎপাদন হয় ৭-৮ হাজার কেজি। স্বাভাবিকভাবেই ভেনাস বাজার দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ভেনাস চাষের জন্য জন্য ব্যবসায়ীরা সরকারের নিকট আবেদন করলেও তাতে সাড়া মেলেনি। অবশেষে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভেনাসী জাতের চিংড়ি চাষের অনুমতি দেয়। ২০২০ সালে কার্যক্রম শুরুর কথা থাকলেও করোনার কারণে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ চিংড়ি ছাড়া হয়। কাচামালের অভাবে দেশে ১০৫টি হিমায়িত মৎস প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চালু আছে ২৮টি বাকি ৭৭টি বন্ধ হয়ে গেছে। শোনা যায় কিছু ব্যবসায়ী চিংড়ির ওজন নিয়ে কারসাজি করার কারণেও বিশ্ববাজার হারিয়েছে। চিংড়ি শিল্পের এ ধস জাতিকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে পূরো অর্থনীতি। মৎস অধিদপ্তর ও রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৪৭ হাজার ৬৩৫ মেট্রিকটন হিমায়িত চিংড়ি রফতানী হলেও মাত্র ৬ বছরের ব্যবধানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা ৩০ হাজার ৩৬ মেট্রিকটনে নেমে এসেছে। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ৩৩৩ ডলার আর ২০২০-২০২১ সালের অর্থবছরে আয়ও কমে ৩২৯ ডলারে ঠেকেছে। এছাড়াও ২০১৪-১৫ সালে ২ লাখ ১৬ হাজার ৪৬৮ হেক্টর জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয় অপরদিকে ৪ বছরের ব্যবধানে ২০১৮-১৯ সালে কমেছে ৩১ হাজার ১৬০ হেক্টর জমি। এথেকে চিংড়ির হালঅবস্থা কেমন তা স্পষ্ট হয়েছে। বাজারে কেন চিংড়ি পাওয়া যায়না বা কেনইবা দাম বেশি তা সহজেই অনুমেয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান করে ভেনাসী জাতের চাষের জন্য সরকার যতবেশী তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিবে ততই এ শিল্পের জন্য মঙ্গল হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে আবার চিংড়ি শিল্প ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশের রূপালী মাছ ইলিশের স্বাদ যাতে সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শুধুমাত্র মা ইলিশের ডিম পাড়ার সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখলেই হবেনা, তার সাথে সাথে প্রান্তিক জেলেদের প্রয়োজন পূরণের দিকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। জালক্রয় করা, জাল মেরামত করা, নৌকা ক্রয় ও মেরামত করা কি শুধু কয়েক কেজি চাল দিয়েই সম্ভব ? আরও যে তাদের অনেক প্রয়োজন সেগুলো

সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় যেমন- নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও প্লাবন ভূমির পরিমান ৩৮ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়, পুকুর মৌসুমী চাষকৃত জলাশয় বাওড় ও চিংড়িঘের, পেনকালচার ও খাচায় মাছ চাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ২২ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এর সমুদ্র উপকুল ৭১০ কিলোমিটার। ৫২টি নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ার পরও এত পরিমাণ জমিতে মাছের চাষ সঠিকভাবে করতে পারলে এদেশের মানুষকে চড়ামূল্যে মাছ কিনতে হতনা। শুধু যদি সমুদ্রের যে অংশ বাংলাদেশের অধীন সেখানে মাছ চাষ করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করতে সক্ষম হবে।

কে সমাধান করবে। কিছু কিছু এনজিও জেলেদেরকে টাকা দাদন দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে তাদেরকে সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। নিজের দেশের প্রয়োজন না মিটিয়ে অন্য দেশে হাজার হাজার টন ইলিশ পাঠানো কি দরকার ছিল? অবশ্যই বলতে হবে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হলে নিজেদের প্রয়োজনকে জলাঞ্জলী দিতে হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত একটি তথ্য অনেকেরই নজরে এসেছে পাশের প্রিয় রাষ্ট্রে মাছ বিক্রেতা চিৎকার করছে স্বস্তা ইলিশ, স্বস্তা ইলিশ নিয়ে যান। হায়রে দেশ প্রেম!

মাছের উৎপাদনের জন্য যেসব গবেষণা কেন্দ্র গবেষণা করছে তাদেরকে আরও বাস্তবমুখী হতে হবে। শুধু উৎপাদন নয় যাতে মাছ স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন হয় তার নির্দেশনা দিতে হবে। ৫০ বছর পূর্বে তো এত গবেষনা, মন্ত্রনালয়, অধিদপ্তর ছিলো না, তাতে কি মাছের অভাব ছিল? ধনী গরীব সকলেই প্রচুর পরিমানে মাছ খাওয়ার সুযোগ পেত। আজ সে মাছ গেল কোথায়? সম্ভবত উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে গেছে।

মাছচাষী ও জেলেদের হাজার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অভ্যন্তরীন জলাশয় যেমন-খাল-বিল, নদ-নদী, প্লাবন ভূমি, হাওড় প্রভৃতি জলাশয় অবৈধভাবে প্রভাবশালীদের পত্তন প্রদানের ফলে এসব অভ্যন্তরীন জলাশয়কে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দখল করে ফসল চাষের জমিতে রূপান্তরিত করেছে। যুগের পর যুগ ধরে সমস্ত জলাশয় বিল সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল, সেখানে জেলেরা মাছ ধরতো তা আজ আর নেই। জলাশয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জেলেরা বাধ্য হয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করে।

আমাদের দেশের যেখানে সেখানে কলকারখানা গড়ে উঠছে। যে সমস্ত কারখানার বিষাক্ত পানি, বর্জ পানিকে বিষাক্ত করে তোলে, ফলে মাছ তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। কৃষি উন্নয়নের শ্লোগানে জমিতে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করার কারণে মাছ মরে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ জমি থেকে কৈ মাছ পেত তাতে তাদের বাইরে কিনতে হতোনা। যে সব মাছ বেঁচে থাকে সেগুলো প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে বংশ বৃদ্ধি করতে পারেনা।

জমির অনেক মালিক জমি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুকুর পূর্ণ করে অন্য চাষাবাদ করছে ফলে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। জলবায়ুর কারণে গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচুর জলাশয়, খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়ায় মাছের তীব্র সংকট দেখা দেয়। মাছ চাষীদের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যা সমাধান করতে না পারায় মাছ উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতে আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় তালিকাভুক্ত যে সব পুকুর লিজ দেয়া হয় তা অত্যন্ত চড়ামূল্য হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষেরা নিতে পারেনা, ফলে মাছ ব্যবসায়ী হওয়ার সুযোগ পায়না। আবার যদি কেউ পুকুর লিজ নেয় তবে স্থানীয় মাস্তানদের দৌরাত্মের শিকার হতে হয় তাদেরকে। মাস্তান ফি (তাদের ভাষায় বকশিস) না দিলে পুকুর আবাদ করতে দেয়না।

পুকুরে যে মাছের চাষ হয় তার খাদ্য হিসাবে যেসব ফিড কিনতে হয় তাও ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকেনা, ফলে সাধারণ চাষী বা প্রান্তিক চাষীরা চরম বিপাকে পড়ে। সরকার ইচ্ছা করলে এসব ফিডের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পারে। আবার অনেক ফিড মাছের জন্য উপযোগী থাকেনা ফলে মাছ মরে যায়। ফিডের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য যন্ত্র সহজলভ্য হওয়া দরকার। পুকুরে

জমির অনেক মালিক জমি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুকুর পূর্ণ করে অন্য চাষাবাদ করছে ফলে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। জলবায়ুর কারণে গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচুর জলাশয়, খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়ায় মাছের তীব্র সংকট দেখা দেয়। মাছ চাষীদের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যা সমাধান করতে না পারায় মাছ উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতে আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় তালিকাভুক্ত যে সব পুকুর লিজ দেয়া হয় তা অত্যন্ত চড়ামূল্য হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষেরা নিতে পারেনা, ফলে মাছ ব্যবসায়ী হওয়ার সুযোগ পায়না। আবার যদি কেউ পুকুর লিজ নেয় তবে স্থানীয় মাস্তানদের দৌরাত্মের শিকার হতে হয় তাদেরকে। মাস্তান ফি (তাদের ভাষায় বকশিস) না দিলে পুকুর আবাদ করতে দেয়না।

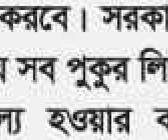

মাছ চাষী ও শ্রমিকদেরকে উন্নত মানের মাছ উৎপাদনে ব্যপক প্রশিক্ষণ দান, মাছ চাষীদেরকে ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ দান, পুকুর ও জলাশয়গুলোকে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে লিজ প্রদান, উন্নতমানের মাছের খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্য হ্রাস করন, সমুদ্রের মাছ চাষী ও শ্রমিকদের জাল, নৌকা মেরামতসহ পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা, ভেনাস উৎপাদন বিলম্ব না করে আগ্রহী সংস্থাগুলোকে সাহায্য প্রদান এবং সমুদ্রে ব্যাপকহারে মাছ উৎপাদনে উদ্যোগ নিয়ে বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রনালয়কে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত।

মাছে ভাইরাস হওয়ার কারণে মাছ মরে যায়। ভাইরাস দূর করার জন্য চিকিৎসক পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে ঔষধ দিতে দেরী হয় ফলে মাছ মারা যায়।

মাছ উৎপাদন করার জন্য মাছের রোগবালাই জানা পুকুর তৈরী করার জন্য যে প্রশিক্ষনের দরকার মাছ চাষীরা সে প্রশিক্ষণ পায়না যার ফলে চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। যদিও সরকার মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে বলে দাবী করে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। দেশের যেসব এলাকায় পুকুর চাষ করে প্রচুর মাছ উৎপাদনের চেষ্টা হয় তারা মাছ বিক্রয়ের জন্য মাছের বাজার পায়না, ফলে তাদেরকে অন্য জেলায় যেখানে বড় মাছের বাজার বা আড়ত আছে সেখানে যেতে হয়। এতে করে মাছ বিক্রয়ের লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হয়। আবার মাছ সংরক্ষনের জন্য বরফের সংরক্ষনাগার না থাকার কারণেই মাছ রাখতে পারেনা। অন্য কোন জেলায় মাছ নিয়ে যাওয়ার জন্য যে যানবাহন দরকার তাও সহজলভ্য না হওয়ায় পানির দরে মাছ বিক্রি করে মাছ চাষীরা সর্বশান্ত হয়।

খাদ্য প্রস্তুতকারী বিভিন্ন কোম্পানীর রাসায়নিক দ্রব্য ও অধিক পরিমাণে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে মাছ চাষ এখন শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। মেডিসিন ও বর্জ ব্যবহারের কারণে মাছের উৎভট গন্ধ পাওয়া যায়। আবার মাছের খাদ্যে মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করাও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে।

মাছ চাষীদের স্বাবলম্বী করার জন্য ব্যাংক থেকে কম সুদমুক্ত ঋণ দেয়া সময়ের দাবী

মৎস শ্রমিকেরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। মাছ চাষী বা সরকার তাদের সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনা। মৎস শ্রমিকদের বেতনের নির্ধারিত কোনো স্কেল নেই, তাদের নেই কোনো নিয়োগপত্র বা চাকুরীর নিশ্চয়তা। মালিকেরা নিজেদের ইচ্ছেমত শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রন করে। তারা অসুস্থ হলে বা যখন কোন কাজ থাকেনা তখন তাদের জন্য কোনো আর্থিক সহযোগিতা করা হয়না। তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা থাকেনা। শ্রমিকেরা কোন দুর্ঘটনার শিকার হলে তাদের মালিক ইচ্ছে হলে কিছু সাহায্য করে যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে নগন্য। বিশেষ করে সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায় তারা অনেক সময় মৃত্যুবরণ করে, তাদের অসহায় পরিবারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনা। শ্রমিকদের মাছ ধরার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পোশাক থাকেনা ফলে পানিতে থাকা বহু পোকামাকড় এমনকি সাপের বিষাক্ত ছোবলের শিকার হয়। এছাড়াও চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যে শ্রমিকেরা রোদ বৃষ্টিতে ভিজে, শীতের প্রচন্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে মাছ ধরে অন্যের খাদ্যের জোগান দেয় তারা সুষম খাবারের অভাবে অপুষ্টির শিকার হয় ও অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। অনেক শ্রমিকের বসতভিটা না থাকায় পরের জমিতে আশ্রয় নেয় ফলে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের নানাপ্রকার অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। সরকারীভাবে শ্রমিকদের কোন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকেনা বলে অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে মাছের অনেক ক্ষতি হয়। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেই। মৎস সম্পদ আমাদের রূপালী, এ বিভাগকে সকল প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা আছে তা আরও সুষ্ঠভাবে তথ্য অনুসন্ধান চালিয়ে দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া ও গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি গবেষকসহ পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে না পারলে দেশীয় প্রজাতি যেমন বিলুপ্ত হবে, তেমনি উন্নয়নশীল দেশের মত মাছ উৎপাদনে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেনা। চিংড়ির পরিবর্তে ভেনাস উৎপাদনে মাছ চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারীভাবে সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। মাছ চাষীদের সমস্যা দূর করার জন্য বিশেষ কমিটি করে বিশেষ প্রদক্ষেপ নেয়া দরকার।

আমাদের দেশের মানুষের তরকারীর অন্যতম উপাদান মাছ হওয়ায় বাজারে যাতে সস্তাদরে মাছ ক্রয় করতে পারে সেজন্য সিন্ডিকেটের হাত থেকে মাছকে রক্ষা করা জরুরী। মাছ চাষী ও শ্রমিকদেরকে উন্নত মানের মাছ উৎপাদনে ব্যপক প্রশিক্ষণ দান, মাছ চাষীদেরকে ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ দান, পুকুর ও জলাশয়গুলোকে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে লিজ প্রদান, উন্নতমানের মাছের খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ ও মূল্য হ্রাস করন, সমুদ্রের মাছ চাষী ও শ্রমিকদের জাল, নৌকা মেরামতসহ পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা, ভেনাস উৎপাদন বিলম্ব না করে আগ্রহী সংস্থাগুলোকে সাহায্য প্রদান এবং সমুদ্রে ব্যাপকহারে মাছ উৎপাদনে উদ্যোগ নিয়ে বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রনালয়কে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

একজন শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

একজন শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে কারখানা থেকে বেতন, বোনাস, ওভারটাইম, মজুরী এবং নানাবিধ ভাতাদি পেয়ে থাকেন, যা দিয়ে তিনি জীবন যাপন এবং সংসার পরিচালনা করেন। তাই একজন শ্রমিকের কারখানার প্রতি অবশ্যই করণীয় কিছু নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। যা পালন করার মধ্যেই নিহিত আছে তার নিজের মান মর্যাদা, সম্মান, চাকুরির উন্নতি সর্বোপরি আরো সুন্দর জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি। তাছাড়া হালাল রুজি ইবাদতের পূর্বশর্ত। সঠিক ভাবে ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ না করে বা কাজে ফাঁকি দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে, সেই মজুরি কখনোই হালাল হবেনা। একজন দায়িত্ববান শ্রমিককে শ্রম আইনের বিধান মানার পাশাপাশি ইসলাম প্রদত্ত নির্দেশনাও অনুসরণ করা জরুরী। শ্রম আইনের ৩৩১ ধারায় শ্রমিকদেরকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছে-

কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক-

(ক) উহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত কোনো ব্যবস্থার বা স্থাপিত কোনো যন্ত্রপাতির ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার বা উহার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবেন না;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে এমন কোন কিছু করিবেন না যাহাতে তাহার বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিপদ হইতে পারে;

(গ) উহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থাপিত কোন যন্ত্রপাতি বা ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহারে গাফিলতি করিবেন না। এছাড়াও একজন দক্ষ বা ভাল শ্রমিকের মাঝে নিম্নোক্ত গুনাবলী থাকা প্রয়োজন।

১. সময়ানুবর্তিতা ঃ একজন শ্রমিককে হতে হবে সময় জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। অর্থাৎ তাকে কার্যালয়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কারখানায় উপস্থিত হতে হবে এবং কর্ম সময় শেষ হলেই তবে কার্যালয় ত্যাগ করবে। সময়ানুবর্তিতা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা নির্ধারিত সময়ে কারখানায় উপস্থিত না হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাছাড়া অভ্যাসগতভাবে বিলম্বে উপস্থিতি শ্রম আইনের ২৩ এর ৪ ধারার (ঙ) উপধারা মতে অসদাচরণের শামিল। যার ফলে যে কেউ চাকুরী হারাতে পারে। তাই একজন শ্রমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে যথাযথ সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকা এবং সময়ানুবর্তিতার প্রতি খেয়াল রাখা।

২. আচার আচরণে ভদ্র ও বিনয়ী হওয়া ঃ শ্রমিকের আচার আচরণে ভদ্র ও বিনয়ীভাবে থাকতে হবে। সহকর্মীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করা, অশালীন কথাবার্তা না বলা, কাজে মনোযোগী হওয়া।

৩. শৃঙ্খলা রক্ষা করা ঃ যে কোন কাজের জন্য চাই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলাবিহীন কাজে কোনো উৎপাদনই সম্ভব নয়। একজন শ্রমিককে কর্মস্থলে সকল কাজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য তার ব্যবহৃত টেবিল, চেয়ার, যন্ত্রপাতি, মেশিন ইত্যাদি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং কাজ শেষে তা যথাযথভাবে পরিষ্কার এবং গুছিয়ে রাখতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কার্যাদেশ পালন ও অধঃস্তনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। সুশৃঙ্খল হয়ে কাজ করা প্রত্যেক শ্রমিকের কর্তব্য।

৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ কাজের স্থান, মেশিনারী, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জায়গা (বাথরুম, পানি পানের ব্যবস্থা, টয়লেট, খাবারের জায়গা) সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কফ-থুথু ফেলতে হবে, টয়লেট ব্যবহারের পর পর্যাপ্ত পানি ঢালতে হবে এবং ব্যবহৃত ন্যাপকিন নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে। কাজ শেষে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা ঃ কারখানার ঘোষিত সহনশীল লক্ষ্যমাত্রার একজন শ্রমিকের অবশ্যই একমত প্রকাশ করা উচিত। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করাই হলো শ্রমিকের কাজ। যে শ্রমিক যত বেশী উৎপাদন করবে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা ততো বেশী প্রমাণিত হবে। আর যোগ্যতার প্রমান দিতে পারা মানেই কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া।

একজন শ্রমিক ক্রমাগত নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দক্ষতা বলতে প্রত্যেকের কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা, গুণগত মানের পণ্য তৈরী করা বোঝায়। নির্ভুল এবং বেশী উৎপাদনই হচ্ছে একজন শ্রমিকের দক্ষতা। যে শ্রমিক যত বেশী দক্ষতা অর্জন করবে সে তত দ্রত একটি কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে তার মান-মর্যাদা, অবস্থান ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে পারবে।

৬. দক্ষতা বৃদ্ধি করা ঃ একজন শ্রমিক ক্রমাগত নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দক্ষতা বলতে প্রত্যেকের কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়া, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা, গুণগত মানের পণ্য তৈরী করা বোঝায়। নির্ভুল এবং বেশী উৎপাদনই হচ্ছে একজন শ্রমিকের দক্ষতা। যে শ্রমিক যত বেশী দক্ষতা অর্জন করবে সে তত দ্রুত একটি কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে তার মান-মর্যাদা, অবস্থান ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে পারবে।

৭. বেআইনী ধর্মঘট বা লক-আউটে প্ররোচিত না করা: শ্রম আইনের ২৯৫ ধারায় বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তি কোনো বেআইনী ধর্মঘট বা লক-আউটে অংশ গ্রহণের জন্য, অথবা উহার জন্য অর্থ খরচ বা সরবরাহের জন্য অথবা অন্য কোনভাবে উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিলে, তিনি এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৮. ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ বা অংশগ্রহনে প্ররোচিত না করা : শ্রম আইনের ২৯৬ ধারায় বলা হয়েছে-কোনো ব্যক্তি কোন ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উহাতে অংশগ্রহণের প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিলে, অথবা অন্য কোনভাবে উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোনো কাজ করিলে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

৯. অরেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহন না করা: শ্রম আইনের ২৯৯ ধারায় বলা হয়েছে- কোনো ব্যক্তি অরেজিষ্ট্রিকৃত অথবা রেজিষ্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোনো ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো কর্মকান্ড ব্যতীত, অন্য কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিলে, অথবা উক্তরূপ কোন ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতীত অন্য কোন চাঁদা আদায় করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

১০. একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য না হওয় : শ্রম আইনের ৩০০ ধারায় বলা হয়েছে- কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইলে বা থাকিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১১. প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় তথ্য প্রকাশ না করা : শ্রম আইনের ৩৪১ ধারায় বলা হয়েছে-(১) এই আইন অথবা কোন বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন কোনো দায়িত্ব পালনাকলে কোন উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত গোপনীয় তথ্য সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির লব্ধ জ্ঞান বা প্রাপ্ত তথ্য, এই আইন প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীকালীন সময়ে অথবা চাকুরী ত্যাগের পরও প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(২)উক্ত গোপনীয় তথ্যের মালিকের লিখিত পূর্ব অনুমতিক্রমে, অথবা এই আইনের অধীন মধ্যস্থতাসহ অন্যকোন আইনগত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে, অথবা তৎসংক্রান্ত কোন ফৌজদারী কার্যক্রমের প্রয়োজনে, অথবা উক্তরূপ কার্যক্রম সম্পর্কে কোন রিপোর্ট প্রদানের জন্য উক্তরূপ গোপনীয় তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১২. কতিপয় বিষয়ে গোপণীয়তা রক্ষা করা : শ্রম আইনের ৩৪২ ধারায় বলা হয়েছে- এই আইনের অধীন কোনো রিপোর্ট, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ অথবা রায়ে কোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, সালিস, মধ্যস্থতাকারী, শ্রম আদালত বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে অথবা কোনো ব্যবসা-বানিজ্যে সম্পর্কে তদন্ত বা অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত এমন কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে না যাহা তাহাদের সম্মুখে পেশকৃত সাক্ষ্য ব্যতীত পাওয়া যায়না, যদি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন বা প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে উক্ত তথ্য গোপনীয় বলিয়া বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করে, অথবা উক্তরূপ কোনো ইউনিয়ন বা প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে উক্ত তথ্য গোপনীয় বলিয়া বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করে, অথবা উক্তরূপ কোন কার্যধারায় উক্তরূপ কোনো তথ্য সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের অথবা প্রতিষ্ঠানের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় কোন কিছুই ফৌজদারী দন্ডবিধির ধারা ১৯৩ এর অধীন কোনো ফৌজদারী কার্যধারার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রম আইনে মালিকের যেমন কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য তেমনি শ্রমিকদেরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। মালিক ও শ্রমিক উভয় যদি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, উৎপাদন যেমন বাড়বে তেমনি কারখানায় শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও শান্তি বিরাজ করবে। মালিকের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রম আইনে যেসব অধিকার শ্রমিকদের দেওয়া আছে সেইসব অধিকার নিশ্চিত করা পাশাপাশি শ্রমিকরা মালিকের প্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের গুনগত মান ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করা। শ্রমিক ভাইদের একথা মনে রাখতে হবে তারা যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে সেই প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা হতে তাদের মজুরী প্রদান করে। সুতরাং সর্বদা শ্রমিকদের মনে রাখতে হবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, উক্ত প্রতিষ্ঠানের মজুরী দিয়ে পরিবার, সংসার ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চলে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

করোনাকালে শ্রমিক জীবন

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

প্রবল বৈরী বাতাসে সমুদ্রের একটি ঢেউ তীরে আছড়ে পড়তে না পড়তেই আর একটি ঢেউ এসে আঘাত হানে। প্রকৃতির এ খেলায় কারো জীবন ভাঙে কারো জীবন গড়ে। জীবনের ওঠানামায় পৃথিবী থেমে থাকে না। করোনার ধাক্কায় পৃথিবীর মানুষের কর্মমুখরতা কখনো স্থবির হয় কখনো আবার একটু সচল হয়। পৃথিবীর জনপদ হতে জনপদে কোলাহল আর কর্মচাঞ্চল্য থামে কিন্তু জীবনের প্রয়োজন থেমে থাকে না। ওমিক্রণ নামে করোনার তৃতীয় ধাক্কা বর্তমানে চলমান। তৃতীয় আক্রমণটি এসেছে নতুন নামে নতুন চেহারায়। করোনার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে ধাক্কা লেগেছে এর প্রভাব শ্রমজীবী আর নিরন্ন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী অনুভুত হচ্ছে। এটা সমুদ্রের সেই ঢেউয়ের মতো, প্রথমে ছোট ছোট ঢেউ আসে এরপর বড়ো বড়ো ঢেউয়ের ধাক্কা তীরের দিকে ধেয়ে আসে। ঢেউগুলো সমুদ্র তীরবর্তী অনেক কিছুকেই নিমিষে নাই করে দেয়। গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে এখন কোনো দেশ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এক দেশের মন্দা অপর দেশে আঘাত হানে। চলমান করোনাকালীন মন্দা এবং সমস্যা বৈশ্বিক; এটা কোনো একক দেশে সীমিত নেই। আশংকা করা হচ্ছে অর্থনৈতিক এই মন্দার প্রভাব বহমান থাকবে অনেক দিন। বিশ্ব অর্থনীতির শক্তিশালী দেশগুলো এই মন্দা নিয়ে চিন্তিত। বিশ্ব অর্থনীতিও একদিন সোজা হয়ে দাড়াবে, কিন্তু চলমান মন্দা নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ চিন্তিত। বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রগুলোর জন্য এ সমস্যা মোকাবিলা আরো বেশি কঠিন। এ নিয়ে চিন্তিত অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীরাসহ সব শ্রেণি পেশার মানুষ। ২০২০ সাল এবং ২০২১ সালের এই দুই বছরে বেশ কয়েকবার লকডাউন দেয়া হয়েছে কিন্তু করোনা সংক্রমণ থামেনি। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি দুশ্চিন্তা অর্থনীতির দুরাবস্থা মোকাবিলা নিয়ে।

বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা হয়তো ব্যাংক ঋণে রেয়াত পাবে, তারা প্রণোদনা পাবে এবং খেলাপী ঋণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা পাবে। কিন্তু খেটে খাওয়া শ্রমিকদের জীবন আজ বড়োই বিপন্ন। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তারা তো প্রণোদনা আর রেয়াতের কথা চিন্তা করতে পারে না। করোনায় বহু ছোট এবং মাঝারী কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট পুঁজির ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ পুঁজিহীন হয়ে গেছে। দোকানদার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পেশা বদল করেও দুবেলার অন্ন সংস্থান করতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। জীবন তাদের বড়ো বেদনার এবং কষ্টের।

“ বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা হয়তো ব্যাংক ঋণে রেয়াত পাবে, তারা প্রণোদনা পাবে এবং খেলাপী ঋণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা পাবে। কিন্তু খেটে খাওয়া শ্রমিকদের জীবন আজ বড়োই বিপন্ন। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তারা তো প্রণোদনা আর রেয়াতের কথা চিন্তা করতে পারে না। করোনায় বহু ছোট এবং মাঝারী কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট পুঁজির ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ পুঁজিহীন হয়ে গেছে। দোকানদার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পেশা বদল করেও দুবেলার অন্ন সংস্থান করতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। জীবন তাদের বড়ো বেদনার এবং কষ্টের। ”

প্রায়ই আমরা সংবাদ মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন খবর দেখতে পাই, একাধারে দুই/তিন দিন ঘরে চুলো জলে না-এরকম সংবাদ। সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং দানশীল ব্যক্তিরা এ মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এক সপ্তাহ কিংবা ১০ দিনের বাজার দিয়ে তো আর পুরো মাস কিংবা বছরের সমস্যা সামাল দেয়া সম্ভব নয়। করোনায় যে সকল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে সেখানকার শ্রমিকরা বেকার হয়ে গেছে, বড়ো বড়ো কারখানায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিক ছাটাই করা হয়েছে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরের সবচেয়ে বড়ো কারখানা সিনহা গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। বহুদিন যাবত নাকি এ প্রতিষ্ঠানটি লোকসান দিয়ে আসছিলো, করোনাকালীন সময়ে তাদের বিদেশী ক্রেতাদের ওয়ার্কঅর্ডার কমে গিয়েছিলো আশংকাজনক হারে। রাজধানীর প্রবেশদার কাঁচপুরে তাদের বিশাল স্থাপনা যে কারো নজর কাড়ে। সকাল সন্ধ্যায় এ কারখানার শ্রমিকদের আসা যাওয়ায় পুরো এলাকা মুখরিত থাকতো। এ গার্মেন্টসকে কেন্দ্র করে আরো অনেক ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো। একটি গামেন্টস এর ত্রিশ হাজার কর্মী একই সময়ে চাকুরি হারিয়ে বেকার হয়ে গেলো। এ সকল অসহায় শ্রমিকদের কাছে করোনা আতংকের চেয়ে ক্ষুধার আতংক বেশী ভয়ের। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরাও এটি ধারণা করছেন যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে করোনায় মৃত্যুর চেয়ে ক্ষুধায় মৃত্যুর হার বাড়তে পারে। বর্তমানে অফ্রিকার অনেকগুলো দেশে চরম দারিদ্র এবং খাদ্য সংকট চলছে। চাপিয়ে দেয়া এবং ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের কারণে ইয়েমেন, সিরিয়াসহ বেশ কিছু দেশে চরম দুর্ভিক্ষ চলছে। করোনার মহামন্দা এ পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলবে এটা নিশ্চিৎ করেই বলা যায়।

ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি সকল খাতের সাথে যাদের জীবন ওৎপ্রোতভাবে জড়িত তারা হচ্ছে শ্রমিক। তাদের ঘামেই গড়ে ওঠে সভ্যতার মিনার। বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকরা যে পরিমাণ কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করে সে তুলনায় তারা কখনোই তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না। করোনাকালীন এ সময়ে আমরা কৃষি শ্রমিকদের হাহাকার দেখেছি। পরিবহন এবং বাজার সচল না থাকার কারণে ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে। আম চাষীদের আম তাদের বাগানে নষ্ট হয়েছে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম মূল্যে এগুলো বিক্রি করতে হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক খাতগুলো হচ্ছে কৃষি, শিল্প এবং সেবাখাত। কৃষির সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত, কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কিটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। শিল্প খাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, রি-রোলিং, পেপার, ইত্যাদি। শিল্পের অন্যতম একটি খাত নির্মাণ এ সেক্টরে কাজ না থাকা কোনো ক্ষেত্রে প্রজেক্ট সাময়িক বন্ধ থাকাও বড়ো সমস্যা হিসেব চিহ্নিত হয়েছে। অর্থনীতির প্রতিটি খাতের ওঠানামার সাথে শ্রমিকদের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বহু শ্রমিকের করুণ কান্নাগুলো আমাদের কারো হৃদয়ে দাগ কাটে। কেউ সামান্য সমবেদনা জানিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন। অবশ্য উদ্যমী কিছু লোকের উদ্যোগ আমাদের মনে আশার সঞ্চার করেছে, কিন্তু সামগ্রিক বাস্তবতায় উদ্যোগের তুলনায় চাহিদার ফিরিস্তি যে অনেক বড়ো। লকডাউন চলাকালীন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি ভিডিও অনেকেরই নজরে এসেছে। এক সুঠামদেহী যুবক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দুহাত জোর করে বলছে 'আমি ...বাসের স্টাফ, কয়েকদিন যাবৎ আমার ঘরে কোনো চাল নেই, সন্তানরা না খেয়ে আছে,আমাকে একটু সাহায্য করুন' বিভিন্ন টিভি নিউজে বহু শ্রমিকের সাক্ষাৎকার প্রদর্শিত হয়েছে। দুরপাল্লার বাসের ড্রাইভার সন্তানদের কান্না আর ক্ষুধা মেটাতে রিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ্য এখানেও তাকে হতাশ করেছে। যাত্রী না থাকায় তেমন কোনো অর্থ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেন নি। জীবনের বাস্তবতা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে করে যারা জীবনের ঘানি টানেন তারা বোঝেন জীবনের মানে কী। লকডাউন আর শাট ডাউনে এখনো যারা গার্মন্টস আর টেক্সটাইল সেক্টরে চাকুরী ধরে রাখাতে পেরেছেন, এটা তাদের জন্য বড় সৌভাগ্য। তাইতো কারখানা খোলার সংবাদ কানে পৌছা মাত্র তারা যে যেখানে যে অবস্থায় থাকে কর্মস্থলের দিকে ছুটে চলে। কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ, এরই মাঝে পায়ে হেটে কিংবা রিকশা আর অটোবাইকে করে শত মাইল পাড়ি দিয়ে তারা ডিউটিতে ফেরে, যার করুণ রূপ আমার দেখেছি আগস্ট-২০২১ সালে। ঈদের ছুটিতে যখন সকল শ্রমিকরা বাড়ি গিয়েছিলো লকডাউন চলমান অবস্থায় গার্মেন্টস মালিকগণ ঘোষণা দিলো আগামী কালের মধ্যে ডিউটিতে ফিরতে হবে। খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কাছে করোনা আতংকের চেয়ে ক্ষুধার আতংক বড় বেশী ভয়াবহ মনে হয়। তাই তো তারা পরিমরি করে যার যার কর্মস্থলে ফিরেছে। রোদ,বৃষ্টি, যানবাহনের অভাব তাদের এ ছুটে চলাকে থামাতে পারেনি।

করোনার তৃতীয় ঢেউ ওমক্রিণ অনেক দেশকে নতুন করে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। আমাদের দরোজায় কড়া নাড়ছে বেশ কয়েকদিন যাব। করোনা সংকটের সাথে যুক্ত হয়েছে নভেম্বর'২১-এর প্রথম সপ্তাহের ধারাবাহিক বৃষ্টিপাত। ঘূর্ণিঝড় যাওয়াদের কারণে তিনদিন অনবরত বৃষ্টির কারণে শীতকালীন সবজি, আলু, পেয়াজ, রসুন, মারিচ এবং মসলা চাষীদের সকল ফসল খেতেই নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষি শ্রমিকরা বৈরী আবহাওয়ায় আর একবার বড়ো ধরণের ক্ষতির মধ্যে পড়েছে। দরিদ্র অসহায় শ্রমিকদের জীবনে বিপদ যেন একটি পর একটি আছড়ে পড়ছে সুতো ছেড়া মালার মতো।

করোনাকালীন সময়ে যারা চাকুরী হারিয়েছে কিংবা কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলোর বড়ো কোনো উদ্যোগ পরিদৃষ্ট হয়নি। কিছু কিছু শ্রমিক সংগঠনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণের খন্ড চিত্র পরিদৃষ্ট হলেও সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পরিবহন শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশী চাঁদা দেয়। নামে বেনামে তাদের কাছ থেকে বহু ধরনের চাঁদা আদায় করা হয়। কিন্তু লকডাউনে তারা কোনো ক্ষতিপূরণ কিংবা অর্থ সহায়তা পায়নি। তথ্যমতে বাংলাদেশে বর্তমানে সকল শ্রম সেক্টর মিলিয়ে মোট ৮,৫৫১টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এ ট্রেড ইউনিয়নের সবগুলো আবার সক্রিয় নয়। তার চেয়েও বড়ো সমস্যা বেশির ভাগ শ্রমিকই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে মোট শ্রমিক সংখ্যার মাত্র ৪.২ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনয়নের সদস্য। পরিবহন সেক্টরের মোট শ্রমিকের ৩৫.২ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ে-নর সাথে সংশ্লিষ্ট, তৈরী পোশাক শিল্পে ১১.৬ শতাংশ, নির্মাণ খাতে ৬.৯ শতাংশ এবং পাট শিল্পে ৪.৬ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নসমূহের তালিকাভুক্ত সদস্য। ঢাকা শহরে বিপুল সংখ্যক হকার এবং দোকান কর্মচারী রয়েছে। হকারদের মধ্যে ৩৫-৪০% ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলেও তারা তাদের ইউনিয়নসমূহ হতে তেমন কোনো সুবিধা পায়নি।

দোকান কর্মচারীদের ২-৩% কোনো কোনো শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য বাকীরা কোন সংগঠনের সদস্য নন। বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে অনেক শক্তিশালী মনে হলেও শ্রমিকদের জীবন জিবিকার প্রশ্নে এবং তাদের সংকটকালে প্রভাব বিস্তারের ভূমিকা কমই রাখতে পারে। আরব বসন্তের শুরুতে তিউনিসিয়ায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং সূচনায় সে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। সুদান, তিউনিসিয়াসহ অনেকগুলো দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলো এতো শক্তিশালী যে তাদের সাথে আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বড়ো কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে না। বাংলাদেশে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে শ্রমিক সংগঠনগুলো শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য হতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের পদে যারা আছেন তারা সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ সুবিধার চেয়ে নিজেদের স্বার্থ সুবিধাকে প্রাধান্য দেন। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের শ্লোগান সর্বস্ব কিছু কর্মসূচী দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদের দায়িত্ব শেষ করতে পারে না। তাদের জীবন-জিবিকা, চিকিৎসা, কর্মহীন হলে আপদকালীন সমস্যা সমাধান, বিনা কারণে চাকুরিচ্যুত করা হলে তার সমাধানসহ করোনা মহামারীর মতো সংকটকালীন সময়ে যাতে শ্রমিক সংগঠনগুলো ভূমিকা পালন করতে পারে এ জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। সকল কারখানা এবং সেক্টরে শ্রমিকদের এ বিষয়ে সচেতন করা পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকসই অর্থনীতির ওপর দাড় করাতে হবে। সংকটকালীন সময়ে ২/৪ মাস বন্ধ থাকলেও যেন শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত না হয়, তাদের বেতন ভাতা যেন বন্ধ না হয় এদিকে নজর দেয়া উচিৎ। একইভাবে পরিবহন সেক্টরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নামে যে চাঁদা আদায় করা হয় তা যাতে শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে তাদের কল্যাণে ব্যয় হয় এ বিষয়টি নিশ্চিৎ করা অতি আবশ্যক। সরকার করোনা মহামারী মোকাবিলায় শ্রমিকদের সহায়তার জন্য যে প্রকল্প এবং উদ্যোগ নিয়েছে তাকে একটি সমন্বিত রূপ দিতে হবে। শ্রমিক সহায়তা বা শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। কৃষি, শিল্প এবং সেবাখাতে মোট শ্রমিক সংখ্যা কত তার ডাটাবেজ সরকারের কাছে থাকা বাঞ্ছণীয়। এসব খাতে ঝুঁকিমুক্ত কারখানা এবং ঝুঁকিযুক্ত কারখানার তালিকাসহ ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং শিল্প পুঞ্জের শ্রমিকদের পৃথক তালিকা থাকা অনিবার্য। একটি বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে যে, গোটা শ্রমিক সমাজই কোনো না কোনোভাবে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে। তারা ভ্যাট ট্যাক্স এবং কর দেয় কি না এ প্রশ্ন অবান্তর। তাদের ঘামে আর শ্রমে যে ভিত্তি তৈরী হয় তার সকল সেক্টরই ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে জাতীয় অর্থনীতি সচল রাখছে। তাই শিল্প কারখানা মালিক সরকার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সম্মিলিত এক উদ্যোগের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ, কর্মহীন বেকার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার এবং সম্বলহীন অসহায় মানুষের সমস্যা একদিনে সমাধান হবে না। কিন্তু করোনা মহামারীর প্রভাবে শ্রমিকদের জীবনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এ ক্ষতের চিহ্ন দীর্ঘদিন থাকবে। তাই সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ একান্ত কাম্য।

লেখক: কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

আরব বসন্তের শুরুতে তিউনিসিয়ায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং সূচনায় সে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। সুদান, তিউনিসিয়াসহ অনেকগুলো দেশে শ্রমিক সংগঠনগুলো এতো শক্তিশালী যে তাদের সাথে আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বড়ো কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারে না। বাংলাদেশে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে শ্রমিক সংগঠনগুলো শুধুমাত্র শ্রমিকদের জন্য হতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের পদে যারা আছেন তারা সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থ সুবিধার চেয়ে নিজেদের স্বার্থ সুবিধাকে প্রাধান্য দেন। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের শ্লোগান সর্বস্ব কিছু কর্মসূচী দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাদের দায়িত্ব শেষ করতে পারে না। তাদের জীবন-জিবিকা, চিকিৎসা, কর্মহীন হলে আপদকালীন সমস্যা সমাধান, বিনা কারণে চাকুরিচ্যুত করা হলে তার সমাধানসহ করোনা মহামারীর মতো সংকটকালীন সময়ে যাতে শ্রমিক সংগঠনগুলো ভূমিকা পালন করতে পারে এ জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই।

দর্জি শ্রমিক ও শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কিছু কথা

অধ্যাপক আব্দুল মতিন

দর্জি হচ্ছে কাপড় কাটা, সেলাই করা, রিপু করা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত একটি পেশাজীবী জনগোষ্ঠী। মূলত পেশাগতভাবে নির্ধারিত একটি রেট বা মজুরির মাধ্যমে যারা পোশাক তৈরি ও রিপু করার কাজ করেন তারাই দর্জি। প্রাচীন বাংলার আবহমান কাল হতে মুসলমানরাই সর্বপ্রথম দর্জি পেশায় নিয়োজিত হয়। এর মূল কারণ ছিল, মুসলমান পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সেলাই-করা কাপড় পরার রীতি প্রচলিত ছিল। অপরদিকে হিন্দু পুরুষরা ধুতি ও চাদর পরিধান করত, আর হিন্দু মহিলারা সনাতনী পন্থায় শাড়ি পরত। ফলে হিন্দুদের দর্জির কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিলো না। সময়ের আবর্তনে হিন্দুদের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে। ফলে পরিবর্তনমুখী ও ফ্যাশননির্ভর পোশাকের চাহিদা মেটাতে জীবিকার প্রয়োজনে তাদের মধ্যেও দর্জি পেশার প্রচলন ঘটে। বর্তমানে হিন্দু মুসলমান সকলেই এখন দর্জির পেশাকে জীবনধারণের একটি অনন্য উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। আগের দিনের দর্জিদের কোনো সেলাই মেশিন ছিলো না। কাঁচি, সুই ও সুতা নিয়ে হাতে সেলাই করে তারা কাজ করতো। তাদের মধ্যে অনেকে আবার এমব্রয়ডারির কাজও জানতো। আধুনিক কালের দর্জিরা প্রায় সবাই সেলাই মেশিন ব্যবহার করে। আর এই মেশিনগুলো যান্ত্রিক এবং পাঁয়ে চালিত। আমাদের দেশে ঢাকা , চট্রগ্রাম,গাজীপুর,নারায়ণগঞ্জ , সাভার-আশুলিয়া কেন্দ্রিক গার্মেন্টস সেক্টরের প্রায় ৪০-৪৫ লক্ষ পোশাক শ্রমিক রয়েছে।

এদেরকে আমরা পোশাক বা গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করি। এদের বাইরে ঢাকাসহ সারাদেশে জেলা উপজেলা শহরে নগরে বন্দরে পাড়ায়-মহল্লায় অলিতে গলিতে ছোট ছোট দোকানে জীবন-জীবিকার চাহিদার জন্য কাপড় সেলাই কিংবা রেডিমেড কাপড় তৈরির কাজ করে জীবন ধারণ করেন এমন অনেকেই আছেন তাদেরকে আমরা দর্জি শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করি। বর্তমানে সারাবিশ্বে ব্যাপক হারে পোশাকশিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দর্জির কাজের পরিধি কিছুটা সীমিত হলেও সারাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দর্জির কাজের পরিধি একটুও কমেনি। সাধারণ জনগন লুঙ্গি, শার্ট, প্যান্ট, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিধান করেন এবং মহিলাগণ পেটিকোট ব্লাউজ সালোয়ার-কামিজসহ আরো অনেক ধরনের পোশাক পরে যা দর্জি শ্রমিকেরাই তৈরি করে থাকে। আজকের লেখায় আমি দর্জি শ্রমিকের সমস্যা সমাধানের রূপরেখা, কর্মকৌশল কর্মপদ্ধতিসহ অন্যান্য শ্রমিকদের সমস্যা নিয়েও দুচারটি কথা লিখব। আমার দৃষ্টিতে শ্রমিক ও সমস্যা এ শব্দ দুটি জমজ ভাই। শ্রমিকদের কর্মস্থল,চাকুরী,ভাতা,সুযোগ সুবিধা ইত্যাকার নানা বিষয় সমস্যার অবর্তে জড়িত। একটি সমস্যা সমাধান হয় তো আরো দশটি সমস্যা আঠার মতো লেগেই থাকে। আর এই সমস্যাগুলো বর্তমান সমাজ ও বাস্তবতায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক, জ্ঞানগত ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ভুল চিন্তা ও দর্শন হতে সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই সমস্যা যেমন চলে আসছে ঠিক তেমনি পৃথিবীর শেষ অবধি এসব সমস্যা থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সমস্যার প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করা এবং সমস্যার ধরণ ও গতি নির্ধারণ করা। সমস্যা সৃষ্টিকারী ছিদ্র পথগুলো বন্ধ করাসহ মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্র তৈরি করে অংশীদারির ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হতে পারে কিংবা সমস্যা সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। সমস্যা ছাড়া কোনো মানুষ নাই, বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাটা একটু বেশি। তাদের চাওয়া পাওয়া বা আশা আকাঙ্খার আলোকে না পাওয়ার বেদনা, চাহিদার আলোকে ক্ষুৎপিপাসা ও জৈবিক সমস্যার সমাধান না হওয়া এবং অনেকগুলো না পাওয়ার বেদনা তাদের জীবনকে হতাশার চাদরে আবৃত করে রাখে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার খোলসে মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত সমস্যা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলে।

দীর্ঘদিন ধরে এমন ধরনের একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যেন একশ্রেণির মানুষের জন্যই হয়েছে অন্য আরেক শ্রেণি মানুষের সেবা করার জন্য, অন্যের অধীন হয়ে জীবন ধারণ করার জন্য। তাই সকল যুগেই শ্রমিকদের সেবার উপকরণ হিসেবে পরিকল্পিত ভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কারণ ধারণাটা এরকম যে যদি একটি শ্রেণিকে নিচু করে না রাখা যায় তাহলে তারা উঁচু শ্রেণির লোকদের কথা শুনবে না তাদেরকে মান্য করবে না। তাদের সেবা করার লোকও আর থাকবে না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা তথা বস্তুবাদী মানসিকতা থেকে আজকের সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছে। শ্রেণি বৈষম্য বেড়েছে। ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েছে। মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ-সংঘাত বেড়েছে।

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা :

পুজিবাদী দর্শন ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা সম্পদ অর্জন এবং ভোগের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে নিত্য নতুন সমস্যাকে সমাজে আমদানী করে। তবে যেখানে সমস্যা সেখানে সমাধানও আছে। যেহেতু আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে স্বেচ্ছাচারিতামূলক শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে তাই স্বভাবতই আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে এ সমস্যার মূলে না যেয়ে বাইরে থেকে মলম লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করছে মাত্র। সুলতানী আমল, মোগল, ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশসহ সকল যুগে সকল ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি পরিকল্পিতভাবে নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য ধনী-গরিবের বৈষম্য তৈরী করে শ্রমিকদেরকে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করার জন্য শাসকগোষ্ঠী সব সময় চিন্তা করে আরেকটি গোষ্ঠীকে চিরকাল কিভাবে দাস বা গোলাম বানিয়ে রাখা যায়। আর তা না হলে তো ভবিষ্যতে সেবা করার লোক পাওয়া যাবে না। শাসকগোষ্ঠী কিংবা মালিকগণ কোনো সময় শ্রমিককে মানুষ হিসাবে কিংবা মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করেনি সব সময় তাদেরকে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করে সেবার উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন ধরনের একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যেন একশ্রেণির মানুষের জন্যই হয়েছে অন্য আরেক শ্রেণি মানুষের সেবা করার জন্য, অন্যের অধীন হয়ে জীবন ধারণ করার জন্য। তাই সকল যুগেই শ্রমিকদের সেবার উপকরণ হিসেবে পরিকল্পিত ভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কারণ ধারণাটা এরকম যে যদি একটি শ্রেণিকে নিচু করে না রাখা যায় তাহলে তারা উঁচু শ্রেণির লোকদের কথা শুনবে না তাদেরকে মান্য করবে না। তাদের সেবা করার লোকও আর থাকবে না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা তথা বস্তুবাদী মানসিকতা থেকে আজকের সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছে। শ্রেণি বৈষম্য বেড়েছে। ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েছে। মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ-সংঘাত বেড়েছে। এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য আমার প্রথম প্রস্তাবনা একজন শ্রমিককে শ্রমিক হিসেবে চিন্তা না করে মানুষ হিসেবে চিন্তা করা এবং তার মানবিক মর্যাদার দিক থেকে চিন্তা করা। দাস বা গোলাম বানানোর মন মানসিকতা পরিহার করে মানবিক চিন্তার অধিকারী হওয়া। দ্বিতীয় প্রস্তাবনা যে চিন্তার কারণে এতদিন পর্যন্ত মানুষ তার মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেই বস্তুবাদী সভ্যতার যত প্রকার মতবাদ রয়েছে সকল মতবাদ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে মুক্ত চিন্তার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া প্রতিটি পেশার শ্রমিকের আলাদা আলাদা কিছু সমস্যা রয়েছে যা সেক্টর বেইজ সমাধান করা যেতে পারে। এবার আমি দর্জি শ্রমিকের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা ও তা সমাধানের প্রস্তাবনা দিতে চাই।

এদেশে দর্জি শ্রমিকের সঠিক সংখ্যা কত তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে আনুমানিক তাঁত দর্জি উভয় পেশায় প্রায় ৩০-৩২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। দর্জি পেশায় যারা কাজ করে তারা কোনো নিয়োগ ও যোগদান ভিত্তি ভিত্তিক শ্রমিক নয়। তারা কাজ করেন পোষাক তৈরীর দরের উপর ভিত্তি করে। কাজ করলে মজুরি পাবে, না করলে পাবে না। পুরুষ মহিলা সকল মানুষই কোনো না কোনোভাবে দর্জির হাতে তৈরি পোশাক পরে থাকে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক দর্জি শ্রমিকের কাছে মানুষকে যেতেই হয়। তারা পোশাক তৈরি করে জীবনভর আমাদের

ইজ্জত-আবরু ঢাকার কাজে ব্যস্ত, যারা আমাদের গায়ে সুন্দর পোশাকের রং লাগানোর কাজে ব্যস্ত, যারা আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত এমন ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশার মানুষ গুরুত্বহীন, অবহেলিত, অবাঞ্ছিত ভাবে দিনাতিপাত করবে যা সত্যিই ভাবতে আমাদের কষ্ট লাগে।

নিম্নে দর্জি পেশায় সম্পৃক্ত শ্রমিকদের বাস্তব কিছু সমস্যা উপস্থাপন করছি

১.দর্জি শ্রমিকদের নিয়োগ ও যোগদান পত্রের ব্যবস্থা না থাকা : যেহেতু এই পেশার কোনো নিয়োগ ও যোগদানপত্র নাই সেহেতু মালিক ইচ্ছে করলে যখন তখন যেকোনো শ্রমিককে কাজে লাগাতে পারে আবার যেকোনো সময় কাজ থেকে বাদ দিতেও পারে। কাউকে ইচ্ছা করলে বেশি কাজ দিতে পারে আবার কাউকে ইচ্ছা করলে কম কাজ দিতে পারে এটা সম্পূর্ণ মালিকের মর্জির উপর নির্ভর করে। দীর্ঘদিন কাজ করার পরেও একজন শ্রমিক তার পুরাতন পেশা থেকে বাদ পড়ে কোনো কারখানায় কাজের সন্ধানে গেলে কাজও পায়না । হঠাৎ করে নতুন কোনো পেশায় যেতে পারে না তখন তাকে অত্যন্ত মানবেতরভাবে জীবন যাপন করতে হয়।

২. পোশাক তৈরীর সার্বজনীন রেট না থাকা : যে কোনো মালিক যেমন ইচ্ছা ঠিক তেমনভাবে রেট দিয়ে কাপড় তৈরি করে নিতে পারে। শহর এবং জেলার ভিতরে কাপড় বানানো রেটের অনেকটা তারতম্য রয়েছে। যেহেতু একজন শ্রমিক সম্পূর্ণ মালিকের উপর নির্ভরশীল তাই মালিকগন তাদের ইচ্ছামতো একটা রেটের উপর ভিত্তি করে কাজ করে নিয়ে থাকে এজন্য একটি সার্বজনীন সময় উপযোগী পরিবর্তিত রেট হতে পারে অথবা মালিক এবং শ্রমিকের যৌথ অংশীদারির ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণ হতে পারে।

এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা তথা বস্তুবাদী মানসিকতা থেকে আজকের সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছে। শ্রেণি বৈষম্য বেড়েছে। ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েছে। মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ-সংঘাত বেড়েছে। এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য আমার প্রথম প্রস্তাবনা একজন শ্রমিককে শ্রমিক হিসেবে চিন্তা না করে মানুষ হিসেবে চিন্তা করা এবং তার মানবিক মর্যাদার দিক থেকে চিন্তা করা। দাস বা গোলাম বানানোর মন মানসিকতা পরিহার করে মানবিক চিন্তার অধিকারী হওয়া।

৩. শ্রমিকেরা চোখের সমস্যার নিপতিত হয় : কাপড় তৈরীর এই পেশার অন্যতম সমস্যা চোখে ঝাপসা দেখা ও শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়া। দীর্ঘদিন সুই-সুতার সুক্ষ্ম ও নিবিড় মনোযোগের কাজ করতে করতে একসময়ে এই পেশার শ্রমিকেরা চোখে ভালোভাবে দেখতে পারেন না এবং শেষ বয়সে সেহেতু অনেকে অন্ধ হয়ে যায়। রেটের ভিত্তিতে কাজ করার কারণে শেষ বয়সে এসে কোনো মালিকও তাদের আর খোঁজ খবর রাখেন না এবং চোখে ঝাপসা দেখার কারণে কাজকর্ম ও আগের মতো ভালোভাবে করতে পারেন না ফলে আগের মতো উপার্জনও হয় না। অর্থের অভাবে চোখের চিকিৎসাও করাতে পারেন না। পরিবারের উপর বোঝা হয়ে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনের বাকি সময়ে ধুঁকে ধুঁকে পার করার মতো নজির কম নয়।

৪. মালিক শ্রেণির অমানবিক আচরন : চোখে ভালো না দেখা এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে অনেক সময় কাজকর্মের ত্রুটি হলে মালিকদের পক্ষ থেকে অনেক অমানবিক আচরণ সহ্য করতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে ছাঁটাইয়ের শিকার হতে হয়।

৫. বোনাস ও ইনক্রিমেন্ট না থাকা: অনেক শ্রমিক এমনও আছে সংসারের দায় মেটাতে না পেরে বেকায়দায় পড়ে মালিকের নিকট থেকে অগ্রিম টাকা কর্জ নেয়া চাঁদরাতে অতিরিক্ত কাজ ও ভবিষ্যতে কাজ করে দেওয়ার শর্তে কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সময়মতো টাকা পরিশোধ করতে পারে না ফলে তাদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যেহেতু তারা রেটের ভিত্তিতে কাজ করে তাই চাঁদ রাতে মালিক তাদের বোনাস হিসাবে অতিরিক্ত কোনো অর্থ প্রদান করেন না। ঈদের সময় অন্যদের জন্য নতুন পোশাক তৈরি করলেও নিজের বা পরিবারের জন্য নতুন ও ভালো পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারে না ।

৬. মানসম্মত কর্ম পরিবেশের অভাব: কারখানাগুলোক আধুনিক পরিবেশ সম্মত নয়। সেখানে না আছে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা না আছে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। কাজের ফাঁকে একটু বিনোদন বা বিশ্রাম করার কোনো সুযোগ নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহুতল ভবনের কাজ করে। আগুন ও ভূমিকম্পের মতো দুর্ঘটনা থেকে দ্রুত বাঁচার মতো কোনো পথও নেই।

৭. অসামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরী নির্ধারণ : সবকিছুর দাম বাড়লেও কাজের পারিশ্রমিক বা মজুরী বাড়ে না ,বাড়ানোর কথা বললেই শ্রমিককে ছাটাই করা হয়। ছাঁটাই হলে আবার কোথায় কাজ পাবে এই ভয়ে কিছু বলতেও পারেনা। মালিকগণ ভোক্তাদের নিকট থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলেও শ্রমিকদেরকে সে হারে রেট দেওয়া হয় না ।

এমতাবস্থায় দর্জি শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরী

(১) শ্রমিকদের নিয়োগ যোগদানের ব্যবস্থা ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

(২) দ্রব্যমূল্যের আলোকে বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে মালিক-শ্রমিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রেট নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করা।

(৩) প্রতিটি কারখানার যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন করা ।

(৪) কারখানাগুলোর স্বাস্থ্যসম্মত মানসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থা করা।

(৫) আগুন লাগা ও ভূমিকম্পের মতো দুর্ঘটনাকালীন সময়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

(৬) বিশ্রাম ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা ।

(৭) ঈদ বোনাস চালু করা।

(৮) বৃদ্ধ ও চিকিৎসা ভাতা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

(৯) বিকল্প কাজের সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ করেই ছাঁটাই না করা।

(১০) আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের সংবিধানে একজন শ্রমিকের যে মর্যাদা দাবি দাওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে দর্জি মালিকগণ আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও বাংলাদেশের সংবিধান এবং শ্রম আইনের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধা রেখে শ্রমিকদের প্রাপ্য নিশ্চিত করা শ্রম আইন ,মানবিকতা ও সমাজ বাস্তবতায় একান্ত দাবী।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

ব্যবসায়ে আত্মকর্মসংস্থান ও সফলতা

কাজী আবুল বাশার

প্রতিটি মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। সেই সঙ্গে প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে এগিয়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা। আমরা প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখি সুন্দর ভবিষ্যতের। যেখানে আমিই আমার নিয়ন্ত্রক। এই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার টানে আমরা অনেকেই সিদ্ধান্ত নিই নিজের মতো করে নতুন কিছু করার। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাই। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা আমাদের স্বপ্নের মতো ততোটা মসৃণ নয়। এই রাস্তা প্রতিবন্ধকতায় ভরপুর একটি রাস্তা। স্বপ্নের এই রাস্তায় এগিয়ে যেতে হলে চাই পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য, একাগ্রতা, বিচক্ষণতা। তাহলেই কেবল সফলতা অর্জন সম্ভব।

পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করুন:

প্রতিটি কাজের সফলতা নির্ভর করে সঠিক পরিকল্পনার ওপর। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যে সকল মানুষ সফল হয়েছেন, এদের সফলতার পেছনে রয়েছে সঠিক পরিকল্পনা। পরিকল্পনাহীন কোনো কাজ এগিয়ে চলতে পারে না। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রুটিন। এজন্য একটি রুটিন তৈরি করুন। মনে রাখবেন, আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রের মালিক। তাই আপনাকেই তৈরি করতে হবে আপনার প্রতিটি পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রুটিন। আপনার পুরো মাসের একটা টার্গেট স্থির করুন। সেই টার্গেট বা লক্ষ্য অর্জন করতে যেসকল কাজ সম্পন্ন করা দরকার সেগুলোকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিন। এরপর সেগুলোকে মাসে, সপ্তাহে, এমনকি প্রতিদিনে ভাগ করে নিন। এবার এই রুটিন বাস্তবায়ন করতে থাকুন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আপনার পুরো দিনের করণীয় রুটিন দেখে নিন। এরপর সেই রুটিনের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে হলে করে নিন। এভাবে পুরো একটা মাসিক রুটিন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান সফলতার রাস্তায়।

আরও একটি বিষয়, আমরা ছাত্রজীবন থেকেই অসংখ্য রুটিন তৈরি করি। কিন্তু আমরা রুটিনগুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়ন করতে পারিনি। মনে রাখবেন, ছাত্রজীবনে সাহায্য করার জন্য আপনার বাবা মা ছিলেন, শিক্ষকেরা ছিলেন। কিন্তু আজকের এই আত্মকর্মসংস্থানে আপনিই নাবিক, চালক, নায়ক। তাই এখানে সফল হলে পুরো ক্রেডিট আপনিই পাবেন। আবার বিফল হলে আপনাকেই তলিয়ে যেতে হবে অতল সমুদ্রে।

ব্যয়ের প্রতি সচেতন হোন:

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আত্মনির্ভরশীল হতে চায়। আত্মনির্ভরশীল হতে হলে চাই আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থান তৈরির জন্য প্রয়োজন ঝুঁকি গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছে। কিছু মানুষ সফল হয়েছে। আবার কিছু মানুষ শুরুর প্রথম মাসেই ভোগ করেছে পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা। প্রতিটি উদ্যোক্তার জন্য প্রথম মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করছে আপনার সফলতা। তাই প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে খুব ভেবেচিন্তে এবং সূক্ষতার সঙ্গে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রথম মাসে খরচের প্রতি খুব সচেতন হতে হবে। খরচ বা ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরো মাসের একটি সূক্ষ্ম বাজেট তৈরি করুন। আর এই বাজেটের মধ্যে খরচ করার চেষ্টা করুন। একটি ইমার্জেন্সি ফান্ড তৈরি করুন। অতি প্রয়োজন না হলে কখনোই আপনার ইমার্জেন্সি ফান্ড থেকে খরচ করবেন না।

নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করুন:

যখন আপনি নতুন ব্যবসা শুরু করবেন তখন কম সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবে। তাই এই কম সংখ্যক মানুষের সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। মনে রাখবেন, প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার মধ্য দিয়ে। এই মানুষগুলো নিয়েই আপনার প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলছে সফলতার পথে। তাই এদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে থাকুন।

সময়ের প্রতি সচেতন হোন :

মানুষের জীবনে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না'-এই প্রবাদ আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তারপরও আমরা সময় নষ্ট করেই চলেছি। পৃথিবীতে খুব অল্প মানুষ আছে যারা সময়ের মূল্য দিয়েছেন। আর এরাই আজকে সফল মানুষ। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সফল হতে চায়। এরই ধারাবাহিকতায় আপনিও শুরু করেছেন নিজের কর্মসংস্থান তথা নিজের ব্যবসায়। যদি আপনি ব্যর্থ হতে না চান, যদি সফল হতে চান, তাহলে আপনাকেও সময়ের মূল্য দিয়ে পরিশ্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবেন কিছু পেতে হলে কিছু ত্যাগ করতে হবে। "আপনি ভোর বেলা ঘুমানো আর ভোর দেখার আনন্দ একই সঙ্গে কখনোই পাবেন না।" আপনাকে যেকোনো একটি ত্যাগ করতেই হবে'। তাই অযথা বাহিরে সময় নষ্ট না করে যতটা সম্ভব নিজের ব্যবসায় সময় দিন। গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। গ্রাহকদের অনুরোধ, অভিযোগ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। পরিশ্রম করে এগিয়ে চলুন এই প্রথম মাস। এরপর ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সহজ হয়ে যাবে সব কিছু।

মার্কেটিং অব্যাহত রাখুন:

একটি ব্যবসায়ের প্রধান কাজ হচ্ছে ভোক্তার কাছে কাঙ্খিত পণ্য পৌঁছে দেওয়া। বিনিময়ে লভ্যাংশ প্রাপ্তি। আর এই লভ্যাংশের মাধ্যমেই পরিচালিত হয় প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এই মার্কেটিং বা বাজারজাত করণের মধ্য দিয়ে। যেহেতু আপনি একটি ব্যবসা সবেমাত্র শুরু করেছেন, সুতরাং এই পর্যায়ে খুব অল্প পরিমাণ গ্রাহক থাকবে। এটি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু স্বাভাবিক বলে বসে থাকলেও চলবে না। আপনার এই সীমিত গ্রাহক সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। আর এজন্য আপনাকে নিয়মিত মার্কেটিং করতে হবে। মনে রাখবেন, কোনো গ্রাহক বা কাস্টমার চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিনিয়ত কিছু গ্রাহক নতুন করে যুক্ত হয়, আবার কিছু গ্রাহক হারিয়ে যায়। তাই একটু ভেবে দেখুন। যদি আপনার এই সীমিত গ্রাহকের মাঝে কিছু গ্রাহক হারিয়ে যায়, তাহলে আপনি কী করবেন? যদি আপনি গ্রাহক না বাড়াতে পারেন, তাহলে একসময় আপনার গ্রাহকের ন্যায় আপনার প্রতিষ্ঠানটিও হারিয়ে যাবে। এ সকল পদক্ষেপ, ধৈর্য, একাগ্রচিত্ততা, আর সেই মহান রাব্বুল আলামীন এর সাহায্য নিয়ে আমাদের সফলতার দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে যেতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন আমরা বেকারত্ব ঘুঁচিয়ে পরিবারকে দিতে পারবো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে ইনশাআল্লাহ।

আসুন আমরা সকলে আত্মকর্মসংস্থান এ সফলতা অর্জন করে দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

লেখক: কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

লেখা আহবান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

উশর আদায় করা ফরজ

হাফেজ নুর হোসাইন

আমরা মানুষ হিসাবে সৃষ্টির সেরা জীব। আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ শুধুমাত্র নিজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে না। বরং সকল সৃষ্টির অধিকার আদায় করে সে জীবন পরিচালনা করবে। দরিদ্রদের অধিকার আদায় করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। ফকির মিসকিনরা যখন আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তখন আমরা বলি, মাফ করেন! আমরা কি অপরাধ করেছি? যে তাদের কাছে মাফ চাইতে হবে ? আসলে আমরা অপরাধ করেছি। কেননা আমাদের সম্পদে তাদের হক্ব আল্লাহ তায়ালা দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সম্পদ থেকে তাদের হক্ব চাহিবা মাত্র দিতে পারিনি বলে তাদের কাছে মাফ চাচ্ছি আমরা, দেখুন না! কুরআন কি বলে - وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ আর আপনি সাহায্য প্রার্থীকে ধমক দিবেন না। আর আপনার প্রভুর দেয়া নেয়ামতের কথা স্বরণ করুন। (সূরা দুহা : ১০-১১)। দেখুন, নফল সাদাকাহ এর জন্য এত কঠোর ভাষা, তাহলে ফরয সাদাকাহ বা যাকাতের ব্যাপারে তো আরো কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। বিশেষ করে আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দেই না বললেই চলে। আমরা জানিই না উশরের বিষয়ে। তাই বাংলাদেশের মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে উশরের উপর লিখতে শুরু করলাম।

উশর কি:

উশর শব্দটি আরবি, যার অর্থ একদশমাংশ। সাধারনত আমরা ফসলের যাকাতকে উশর বলে থাকি। যে কোন ফল বা ফসলের যাকাতই উশর। ফরজ হিসেবে উশর বা এক-দশমাংশ আর নিসফু উশর বা এক বিশমাংশ ফল বা ফসলের যাকাত আদায় করতে হয়। সাধারনত বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে উৎপাদিত ফসলের ১০ভাগের ১ভাগ আর সেচ দেয়া পানিতে ২০ভাগের ১ভাগ ফসল বা সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে যাকাত আদায় করতে হবে।

উশর আদায় করা ফরজ:

আল্লাহ তায়ালা জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত আদায় করা ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুমিনগন, তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো। অর্থাৎ যাকাত দাও। আর তার নিকৃষ্ট বস্তু বা অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না। অথচ তোমরা তা গ্রহন করো না যদি তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাকো। আর জেনে রাখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। (সূরা বাকারা : ২৬৭)

উশর আদায় করা যে ফরজ তা আমাদের অনেকেই জানিনা। রাসূল (সা.) তার সময়ে সাহাবাদের পাঠিয়ে উশর আদায় করতেন। আমরা অনেকে মনে করি, উশর শুধু ফসলের উপর, ফলের উপর নেই। ফসল ও ফল উভয় থেকে উশর আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: তিনি আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুর বীথি সৃষ্টি করেছেন। শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহীত হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আলাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সূরা আনয়াম : ১৪১)

সুতরাং আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্বয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ফসল ও ফলের যাকাত তথা উশর আদায় করা ফরজ। তাই আমরা ফসল ও ফলের যাকাত আদায় করব। ইনশা-আল্লাহ।

কোন কোন ফসল ও ফলের যাকাত দিতে হবে:

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি উৎপাদিত সকল ফসল ও ফলের যাকাত দিতে হবে। তারপরেও আমরা হাদীসের আলোকে কিছু কথা বলব, পরবর্তীতে ফকীহদের মতামত উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো ইনশা-আল্লাহ। সাধারনত আরবে যে ফসলগুলো বেশি উৎপাদন হতো তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছে। নবী (সা.) বলেছেন - মূসা ইবনে তালহা বলেন, আমাদের কাছে মুয়াজ ইবনে জাবালের একটি চিঠি আসে। যেখানে তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি শুধু গম, যব, কিসমিস ও খেজুরের যাকাত গ্রহন করেছেন।

(হাকিম আল মুসতাদরাক : ১/৫৫৮)

হযরত আবু সাইয়ারাহ (রা.) বলেন , আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার কিছু মৌমাছির চাষ আছে। তিনি বললেন, তুমি (উৎপাদিত মধুর) উশর আদায় করবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার মধু চাষের ভূমিকে সংরক্ষিত করে দিন। তিনি তখন তা সংরক্ষিত ভূমি বলে নির্দেশ প্রদান করেন। (ইবনু মাজাহ : ১৮২৩)

উৎপাদিত শাক সবজিতে যাকাত দিতে হবে না

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) রাসূল (সা.) এর কাছে চিঠি লিখে জানতে চাইলে, উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, ليس فيها شيء শাক সবজিতে কোন যাকাত নেই। (তিরমিযি : ৬৩৮) ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) এর মতে, উৎপাদিত সকল শস্যের উপর উশর বা যাকাত দিতে হবে। তবে, তারই ছাত্রদ্বয় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদসহ সকল ইমামের মতে, যা দীর্ঘদিন ব্যবহার করার জন্য সংরক্ষন করা যায় না, তার উপর উশর বা যাকাত দিতে হবে না। সে জাতীয় উৎপাদিত জিনিস ঘাস, তরমুজ, শশা, লাউ, কুমড়াসহ নানা রকম সবজি যা সাধারনত আমরা পারিবারিকভাবে খাওয়ার জন্য উৎপন্ন করে থাকি। মনে রাখতে হবে, ব্যবসায়ীক বা বানিজ্যিকভাবে যা আমরা উৎপন্ন করি তার অবশ্যই উশর বা যাকাত দিতে হবে। যে সকল উৎপন্ন দ্রব্য সংরক্ষন করা যায়, অবশ্যই তার উশর বা যাকাত আদায় করতে হবে। ধান, গম, যব, ভুট্টা, ডাল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, যাফরান, মেহেদী, যাইতুন, ধনে বা মশলা জাতীয় দ্রব্যসহ, ফল, বীচি ও শস্য জাতীয় সকল উৎপাদন। আল কুরআন ও হাদীসের তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, জমি যা উৎপাদন করবে, তাতেই উশর বা অর্ধ উশর প্রদান করতে হবে। তাই আমরা বলতে পারি ফসল, মধু ও ব্যবসায়ীকভাবে উৎপন্ন মাছ, মধু, শাকসবজি, ফলসহ বাংলাদেশের সকল প্রকার ভূমিজ উৎপাদনের যাকাত বা উশর প্রদান করতে হবে।

সর্বনিম্ন উৎপন্নের যাকাত:

ভূমি বা জমিতে উৎপন্ন হলেই যাকাত দিতে হবে। তবে সর্বনিম্ন কতটুকু হলে যাকাত দিতে হবে। এই বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমামে আযম আবু হানিফা (র.) বলেন, যাই উৎপন্ন হোক আর যতটুকু উৎপন্ন হোক সবটুকুর যাকাত দিতে হবে। তার মতে ঘাস, খড়, গাছের ডালপালা, আগাছা, কলাগাছ ও কঞ্চি জাতীয় গাছ, যা আগাছা হিসাবে পরিচিত, তা ছাড়া বাকি সকল উৎপাদনের যাকাত দিতে হবে। তবে ব্যবসার জন্য এগুলো চাষ করলে যাকাত বা উশর দিতে হবে। তবে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী, পরবর্তী ফকীহ ও ইমামগণ মনে করেন ,যেকোন ফসল ৫ওয়াসাক এর কম হলে যাকাত দেয়া লাগবে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরের যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যের যাকাত নেই, পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। (বুখারি : ১৩৯০)

আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر
পাঁচ ওয়াসাকের কম ফল বা ফসলে যাকাত নেই। (মুসলিম : ৯৭৯)

সুতরাং বলা যায় ইমাম আবু হানীফার মতে, যা উৎপাদন হবে তার যাকাত দিতে হবে। তিনি সর্বনিম্ন কোন পরিমান হিসেব করেননি। আর অন্য ইমামদের মতে সর্বনিম্ন পাঁচ ওয়াসাক হলে যাকাত দিতে হবে। এখন আসুন পাঁচ ওয়াসাক বাংলাদেশের হিসাবে কতটুকু ? এ বিষয়ে সকলে একমত যে, এক ওয়াসাক হলো ৬০সা'। এই সা' হলো বেতের তৈরি এক প্রকারের পরিমাপক পাত্র। দেশের পার্থক্যের কারনে সা' এর আকৃতিতেও ভিন্নতা দেখা দেয়। ইরাক ও তদ্বীয় অঞ্চলে এক সা' সমান ৮ রতল ছিল। আধুনিক পরিমাপ হিসাবে ১ রতল সমান ৪১২.১ গ্রাম। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা ও ইরাকের হিসাব অনুযায়ী এক সা' সমান ৩২৯৬.৮ গ্রাম। আর এক ওয়াসাক সমান ৩২৯৬.৮x৬০ = ১৯৭৮০৮ গ্রাম এবং ৫ ওয়াসাক সমান ১৯৭৮০৮x৫=৯৭৮০৮ গ্রাম বা ৯৯০ কিলোগ্রাম বা ২৫ মন (৪০ কেজি = ১মন হিসেবে)। এটা হলো ইরাক ও এতদঞ্চলের ইমামদের মতানুসারে, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরপক্ষে ইমাম আবু ইউসুফ, শাফেয়ী, মালেকী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সহ মদীনা ও তদ্বীয় অঞ্চলের ইমামদের মতে এক সা' সমান

২১৭৫ গ্রাম। সে হিসাবে এক ওয়াসাক সমান ১৩০৫০০ গ্রাম। ৫ ওয়াসাক ১৩০৫০০*৫=৬৫২৫০০ বা ৬৫৩ কিলোগ্রাম বা প্রায় ১৭ মন। তাই আমরা বলতে পারি, সাহাবা ও মদীনার হিসাব ধরলে কারো জমিতে সর্বনিম্ন ১৭ মন ফসল হলে তাকে উশর দিতে হবে।

উশর কে ও কখন দেবে

যিনি চাষ করেন তিনিই ফসলের উশর বা যাকাত আদায় করবেন। ১ খন্ড জমিতে সর্বনিম্ন ১৭ মন ফসল উৎপন্ন হলে উশর দিতে হবে তা নয় বরং কৃষক যত খন্ড জমি চাষ করুক না কেন, সকল জমি মিলে সর্বনিম্ন ১৭ মন ফল বা ফসল উৎপন্ন হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। কৃষক যদি বর্গাচাষী হয়, তাহলে জমির মালিকের সাথে ফসল ভাগ করার আগেই মোট ফসল থেকে উশর আদায় করতে হবে। অথবা দুই পক্ষ ভাগ করে নেয়ার পর স্ব স্ব ভাগ থেকে উশর আদায় করেও নিতে পারেন তবে প্রথমটাই উত্তম। উশর কখন আদায় করতে হবে তা কুরআন সু-স্পষ্ট করে দিয়েছে - আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন মাচার উপর উঠানো হয় ও যা মাচার উপর উঠানো হয় না উভয় প্রকারের উদ্যানসমূহ। আর খেজুর বৃক্ষসমূহ ও শষ্যক্ষেত্র। যার স্বাদের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। আর জলপাই ও বেদানা যা একটির সাথে অন্যটির সাদৃশ্যপূর্ণ হয় ও সাদৃশ্যহীনও হয়। যখন বৃক্ষ ফলবান হয় তখন তোমরা তা থেকে ফল খাও আর তা মাড়াইয়ের বা কর্তনের দিনে দরিদ্রদের অধিকার পরিশোধ করো। আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীদের আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন না। (সূরা আনয়াম : ১৪১)

আমরা বুঝতে পারলাম যে, যেদিন ফল কাটবো ও ফসল মাড়াই করব, ঘরে তোলার আগেই ফল ও ফসলের যাকাত আদায় করে দিতে হবে।

উশর কাকে দেবেন

স্বাভাবিকভাবে উশর মানে ফসলের যাকাত। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাকাত বা উশর আদায়ের কর্মচারীগন উশর আদায় করবেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতে (বর্তমানে বাংলাদেশে) ব্যক্তিগতভাবে উশর আদায় করে দিতে হবে। কুরআনে বর্ণিত খাত গুলো হলো -

নিশ্চয় যাকাত শুধু অভাবী, স্বল্পহীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীগণ, যাদের অন্তর ইসলামের জন্য আকর্ষিত করতে হবে তাদের জন্য, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ : ৬০)

উপরে বর্ণিত খাতগুলোতেই উশর আদায় করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ব্যক্তিগতভাবে উশর আদায় করা যাবে না। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে আদায় করেন, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা গেলে পুনরায় আদায় করতে হবে।

কি হারে উশর আদায় করতে হবে

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সর্বনিম্ন ১৭মন ফল বা ফসল হলে যাকাত বা উশর আদায় করতে হবে। ১৭মনের কম হলে দিতে হবে না। ১৭মনের চেয়ে বেশি উৎপন্ন হলে ১ কেজি থেকে হিসেব করে উশর আদায় করতে হবে। আর উশর আদায়ের হার কেমন হবে তা আমরা রাসূল (সা.) এর হাদীস থেকে দেখতে পাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন - বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত ঝরনার পানি বা মাটির আদ্রতা থেকে কোন সেচ ব্যবহার ছাড়া যে ফল বা ফসল উৎপাদিত হয়। সে ফল বা ফসলের এক দশমাংশ (১০%) উশর বা যাকাত প্রদান করতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে যে ফল বা ফসল উৎপন্ন হয় তা থেকে এক দশমাংশের অর্ধেক (২০ ভাগের ১ভাগ বা ৫%) যাকাত প্রদান করতে হবে। (বুখারি : ১৪১২) বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, ঝরনার পানি বা মাটির আদ্রতা থেকে যা উৎপাদিত হয় তা থেকে উশর বা ১০ভাগের একভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে। পশু বা যন্ত্র ব্যবহার করে সেচের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয় তা থেকে ২০/১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। (নাসায়ী : ২৪৮৭)

মনে রাখতে হবে, কেউ জমির খাজনা দিলে উশর মাফ হয়ে যায় না। খাজনা রাষ্ট্র অনৈসলামিকভাবে আদায় করছে। তাতে আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত বিধান রহিত হবে না।

উশর আদায় না করার পরিনতি

আমরা আগেই বলেছি উশর মানে ফসলের যাকাত। কেউ উশর বা যাকাত আদায় না করলে তাকে ভয়াবহ পরিনতির সম্মুখিন হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যারা সোনা ও রুপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। অত:পর তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্বে এবং পিঠে সেক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ করো। (সূরা তাওবা : ৩৫-৩৬) রাসূল (সা.) বলেছেন, সোনা রুপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করেন, তবে কিয়ামতের দিন এ ধনসম্পদকে আগুনের পাত বানানো হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্যপ্ত করা হবে। তারপর এগুলো দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। এমন একদিন যেদিনের পরিমাণ দুনিয়ার ৫০ হাজার বছরের সমান হবে। এভাবে বান্দার পরিনতি জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারন না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে। (মুসলিম : ৯৮৭)

রাসূল (সা.) আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি। কিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদকে টেকো মাথাবিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দুই পার্শ্ব কামড় দিয়ে বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ। (বুখারি : ১৪০৩)। হাদীসটি পড়ে রাসূল (সা.) কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন,"আর মহান আল্লাহ তার অনুগ্রহ থেকে তাকে যা দান করেছেন, তা নিয়ে যারা কৃপনতা করে তারা যেন ধারনা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যানকর। যা নিয়ে তারা কৃপনতা করেছিল। কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পড়ানো হবে। আর আসমানসমূহ ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহর জন্য। আর তোমরা যা আমল করো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সম্যক জ্ঞাত। (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে উশরের বিধান ও উশর আদায় না করার পরিনতি সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারনা লাভ করতে পারি। তাই আসুন নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচি , সাথে সাথে সমাজে শৃংখলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে দরিদ্রের হক উশর বা যাকাত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেই। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল প্রচেষ্টা জান্নাত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কবুল করুন। আমীন

লেখক : সাবেক আহবায়ক, বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদ।

ফেডারেশন সংবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন'২১ অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের অধিকার আদায়ের মঞ্চ : ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষরা রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। শ্রমিকরা রাত-দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। তাদের রক্ত ঘামের ওপর বদৌলতে উৎপন্ন পণ্য আমরা বিলাসিতার সাথে ভোগ করি। অথচ আমরা একটি বারের জন্য খোঁজ নেই না শ্রমজীবী মানুষরা কিভাবে দিনগুলি অতিকষ্টে অতিবাহিত করে। তারা যা শ্রম বিনিয়োগ করে তার তুলনায় সামান্য মজুরি পেয়ে থাকে। একদিকে যেমন কম মজুরি দিয়ে তাদের ঠকানো হচ্ছে অন্যদিকে সেই সামান্য মজুরিটুকু যথাযথ সময়ে দেওয়া হয় না। এমতাবস্থায় শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের অধিকার আদায়ের মঞ্চ। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে মানবিক হতে হবে। শ্রমিক বান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করতে হবে।

তিনি গত ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত "ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন'২১" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম বুলবুল, ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা সেলিম উদ্দিন। এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূইয়াসহ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ফেডারেশনের মহানগরী, জেলা ও ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে গণমানুষের প্রত্যাশা ছিল ইনসাফ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সকল মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য থাকবে। দেশের মানুষের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন হবে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি নাগরিক কাজ করবে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার সেই স্বপ্নসাদ আজও পূরণ হয়নি। বরং সমাজে বেড়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। যাদের হাত ধরে অর্থনীতির চাকা ঘোরে তারা আজ পদে পদে উপেক্ষিত। সমাজ রাষ্ট্রে তাদের কোন সম্মান নেই। সামান্য মজুরি দিয়ে তাদের থেকে অধিক কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই মজুরি দিয়ে বর্তমান বাজারে চলা যায় না। তারা এক বেলা খায়, আরেক বেলা উপোষ থাকে। সন্তানদের মেধা বিকাশের জন্য স্কুল কলেজে পাঠাতে পারে না। ফলে তাদের সন্তানরা মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শ্রমিক। তাদের মৌলিকম সমস্যা গুলো মানুষের নিজস্ব আবিষ্কৃত প্রচলিত কোন মতবাদ দিয়ে সমাধান সম্ভব হবে না। প্রতিটি মতবাদের ত্রুটি রয়েছে। শ্রমিকসহ সমাজ রাষ্ট্রের এই সমস্যার সমাধান কেবল মাত্র আল কুরআনে নিহিত রয়েছে। আল্লাহর বিধান ছাড়া দুনিয়ার কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে না। আল্লাহ মানুষকে সকল প্রাণীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষ যে কাজই করুক তার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। সুতরাং সমাজ রাষ্ট্রে কে কোন পদে আসীন এটা আল্লাহর কাছে বিবেচ্য হবে না। বরং যারা নিজেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে তারা আল্লাহর কাছে প্রিয় পাত্র হবে। আজ যারা মেথরের কাজ করছে তাদেরকে সমাজে খুব নিম্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ মেথর ভাইয়েরা যদি এক দিনের জন্য তাদের কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে এই শহর বন্দর অচল হয়ে যাবে। শহরের বাসিন্দারা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যারা যুগের পর যুগ করে যাচ্ছে তারা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এই রকম ভাবে আরও অসংখ্য কাজ আছে। অসংখ্য শ্রমিক আছে যাদের কাজের

মূল্যায়ন আমরা করি না। আমাদেরকে এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর বিধান পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। তাহলে সমাজ রাষ্ট্রে প্রকৃত শান্তি নেমে আসবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হবে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ইসলামী আদর্শ ধারণ করে যারা শ্রমিক আন্দোলন শুধু শ্রমিকের স্বার্থ দেখে না। বরং এটি মালিক শ্রমিকের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এক অন্যন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। শ্রমিক যখন মালিকের উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করতে অধিক পরিশ্রম করে। কাজে মনোযোগী হয়। মালিকের উদ্যোগকে নিজের সম্পদ মনে করে কারখানার আয় উন্নতি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। সেখানে মালিকের দায়িত্ব হয়ে যায় শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা। তার জন্য সুন্দর আবাসনের ব্যবস্থা করা। শ্রমিকের জন্য ভালো খাবার ও পোশাকের যোগান দেওয়া ও শ্রমিকের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই কাজগুলো যখন মালিক ভাইয়েরা সম্পন্ন করেন তখন সেই কল-কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ থাকতে পারে না। সময়ের সাথে সাথে সেই কল-কারখানা উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, শ্রমজীবী মানুষদের উপেক্ষা করে সমাজ রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারে না। বরং রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শ্রমিকদের সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের অধিকার আদায়ের একটি মঞ্চ। যেখানে শ্রমিক অবহেলিত হয় সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন কথা বলে। তাই শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পেশা ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

সম্মেলনে ৮ দফা প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। প্রস্তবনাসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মজলুম শ্রমিক নেতা আ ন ম শামসুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার জন্য আজকের সম্মেলন সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে।

২. ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ধারা ২৩-২৫ এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে।

৩. ১৯৪৮ সালের আইএলও কনভেনশন ৮৭ নং (অর্থাৎ Freedom of Association and Protection of the right to organise convention) বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ অনুযায়ী অবাধে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের নিশ্চয়তা এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে করার সুযোগ দিতে হবে।

৫. আজকের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, চলমান করোনা পরিস্থিতিতে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষ চাকুরী এবং কাজ কর্ম হারিয়ে বেকার অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা, সরকারী সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই সম্মেলন দাবী জানাচ্ছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, অসুস্থদের যথাযথ চিকিৎসা এবং বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকদের কর্মসংস্থানসহ আর্থিক পুনর্বাসন করতে হবে।

৬. এই সম্মেলন শিল্প-কলকারখানায় "কালাকানুন" টার্মিনেশন এ্যাক্ট বাতিল করে পূর্বের আইন বহাল করা, শিল্প-কলকারখানার মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদান, রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছে।

৭. এই সম্মেলন মনে করে, সম্প্রতি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কারণ তেলের দাম বৃদ্ধিতে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপ বৃদ্ধি করেছে। তাই জ্বালানি তেলের দাম হ্রাস করতে এই সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

৮. আজকের এই সম্মেলন মনে করে যে, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সমস্যার সমাধান ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষসহ সকল স্তরের শ্রমিক জনতাকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে "রাসূল (সা.) ঘোষিত ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমিকের অধিকার" শীর্ষক জাতীয় সিরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাসূল (সা.) এর শ্রমনীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই : অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, শ্রমিকরা আমাদের সমাজে প্রতিটি স্তরে অবহেলিত। তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকদের ওপর ইনসাফ কায়েম করা হচ্ছে না। রাসূল (সা.) সহ আল্লাহ প্রেরিত অধিকাংশ নবী রাসূলগণ শ্রমজীবী ছিলেন। তারা শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। রাসূল (সা.) ছিলেন শ্রমজীবীদের কাছের মানুষ। তিনি শ্রমজীবী মানুষদের খুব ভালোবাসতেন। রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন, শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহর রাসূল (সা.) শ্রমিকের অধিকার কায়েম ও তাদের প্রতি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের দুর্ভাগ্য শ্রমিক গরিব মেহনতি মানুষরা সবদিক থেকে অধিকার বঞ্চিত। অথচ আমাদের কাছে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপম আদর্শ রয়েছে। তাই আজ এই কথা অনস্বীকার্য শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাসূল (সা.) এর শ্রমনীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

তিনি গত ৯ নভেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ভার্চুয়ালি আয়োজিত "রাসূল (সা.) ঘোষিত শ্রমনীতিতে শ্রমিকের অধিকার" শীর্ষক জাতীয় সিরাত সেমিনার" এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক

অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী শ্রমনীতি গবেষক ড. জি এম শফিকুল ইসলাম। বিশেষ আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও তালিমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল হালিম, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও কুরআন শিক্ষা সোসাইটির সভাপতি মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সংগঠক ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সহকারী সম্পাদক ড. রেজাউল করিম, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ব্যাংকার ড. নুরুল ইসলাম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী। এই সময় মূল মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মহিব্বুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ প্রমুখ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, হালাল জীবিকা অর্জন ফরজ কাজ। শ্রমিকরা হালাল রুজি উপার্জন করে থাকে। তারা শরীরের ঘাম পায়ে ফেলে রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। একটি সমাজ রাষ্ট্রে প্রতিটি শ্রমিকের অবদান অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আজ শ্রমিকের ঘরে হাহাকারের কান্না আওয়াজ বেরিয়ে আসে। আজ শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। মাসের পর মাসের শ্রমিকের পাওনা বকেয়া থেকে যাচ্ছে। শ্রমিকের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দেওয়া হচ্ছে না। ফলে এক বেলা খাওয়ার পর অন্য বেলা অনাহারে কাটাতে হয়। তাদের থাকার জন্য ভালো বাসস্থান নেই। সন্তানদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারে না। তাদের ভালো পোশাক ক্রয় করতে পারে না। আজ তারা অর্থবিত্ত না থাকার দরুণ ন্যূনতম সম্মানটুকু পায় না। অথচ এই রকম হওয়ার কথা ছিল না। রাসূল (সাঃ) শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পাওনা পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, শ্রমিক ও তুমি সহোদর ভাইয়ের মতন। তুমি যা খাবে তাকে তাই খাওয়াবে। তুমি যা পড়বে শ্রমিককে তাই পড়াবে। শ্রমিককে এমন কোন কাজ দিবে না যা তার সাধ্যের বাহিরে। যদি দিতে হয় তবে তাকে সহযোগিতা করবে। রাসূল (সা.) শ্রমিককে দিনে সত্তরবার ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি মালিক ভাইদের প্রতি হাদিসগুলো অনুসরণ করতে বিশেষ ভাবে আহবান জানাই।

মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, দ্বীনকে বিজয়ী করতে যুগে যুগে শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমাদের দেশেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমিকরা অগ্রগামী। ইনসাফ পূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে শ্রমিকরা অতীতের ন্যায় বর্তমান সময়েও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই অবদান অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম বলেন, আজ আমাদের সমাজে প্রতিটি জায়গায় শ্রমিকদের অসম্মান করা হচ্ছে। তারা গরিব অভাবী হতে পারে কিন্তু আমলের দিক থেকে তারা অনেক বেশি খালেস। কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ বান্দাহর চেহারার দিকে তাকাবেন না। সেদিন শ্রমিকরা আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, রাসূল (সাঃ) সকল যুগের সকল মানুষের কাছে একমাত্র আদর্শ। তিনি নিজে শ্রমজীবী ছিলেন। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ছিলেন অগ্রগামী। তাঁর দেখানো পথে রয়েছে সকল পথের সকল মতের শ্রমিকের মুক্তি। তাই অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাসূল (সা.) এর শ্রমনীতি অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন পথ আমাদের সামনে নেই। তাই আজ শ্রমজীবী মানুষদের মুক্তির জন্য দেশের সকল শ্রমিকদের রাসূল (সা.) দেখানো আদর্শিক পথে নিয়ে আসতে হবে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শ্রমিকরা আদর্শিক পথে ঐক্যবদ্ধ করা গেলে শ্রমিকের মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ফেডারেশনের ২০২২ সালের নববর্ষের প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

সহজ ভাষায় ইসলামের সুমহান দাওয়াত শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে : অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবী মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের দুনিয়ায় সকল অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে রয়েছে মানুষের ইসলাম বিমুখতা। মূলত মানুষ ইসলাম সম্পর্কে না জানার ফলে গোমরাহী পথে অগ্রসর হচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষরা দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাদের কাছে ইসলামের মহান বাণী কেউ তুলে ধরে না। ফলে এই সকল সরল সহজ মানুষগুলো ইসলামের আলোকিত পথ দূরে থেকে যাচ্ছে। তাদেরকে ইসলামে অনুপম সৌন্দর্যের ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের কাছে সহজ ভাষায় ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌছে দিতে হবে।

তিনি গত ১২ নভেম্বর বিকেল ৩ টায় রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক ২০২২ সালের নববর্ষের প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরিউক্ত কথা বলেন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল হালিম। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, মুজিবুর রহমান ভূইয়া, মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক আবুল হাশেম। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন, আব্দুস সালাম, মহিব্বুল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন,

প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ, আইন-আদালত সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু প্রমুখ। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ইসলাম শ্রমজীবী মানুষদের সম্মানিত করেছে। অধিকাংশ নবী-রাসূলরা শ্রমজীবী ছিলেন। আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন, শ্রমিকরা আল্লাহর বন্ধু। তারা ধনীদের থেকে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। স্বয়ং নবী (সা.) জান্নাতে শ্রমিকদের সাথে থাকবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে তার পাওনা আদায় করতে। তাকে সাধ্যের বাহিরে কাজ দিতে নিষেধ করেছেন। যদি দিতেই হয় তাহলে শ্রমিককে সহযোগিতা করতে বলেছেন। শ্রমিকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এই নীতি পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শিক পন্থা। দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে শ্রমিকরা অবহেলিত ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয় না। অধিক সময় কাজ করিয়ে নেওয়ার পর তার মূল্য পরিশোধ করা হয় না। স্বল্প মূল্যের যা বেতন দেওয়া হয় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। বড় বড় শহরগুলোতে ঘিঞ্জি পরিবেশে তাদের বসবাস করতে হয়। কোনভাবে খেয়ে না খেয়ে শ্রমিকরা তাদের দিন অতিবাহিত করে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য শ্রমিকদেরকে আদর্শিক পথে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদের কাছে ফেডারেশনের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ যে শ্রমিকদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য কাজ করে তাদেরকে বোঝাতে হবে। এই জন্য সময়ের আলোকে উত্তম কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, নববর্ষের প্রকাশনা ও দাওয়াতী সামগ্রী দ্বীন প্রচারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০২২ বর্ষের জন্য প্রকাশিত ডায়েরী, ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী শ্রমিকের ঘরে পৌছে দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই সকল সামগ্রী দাওয়াতী কাজের পাশাপাশি আগামী দিনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কাজকে আরো অগ্রসর করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, ইসলামী শ্রমনীতি সম্পর্কে আমাদের শ্রমিকরা জানে না । ফলে যুগের পর যুগ নিস্পেষিত থেকে যাচ্ছে। অথচ ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হলে মালিক, শ্রমিক ও রাষ্ট্র তিন পক্ষই উপকৃত হবে। সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামকে অনুসরণ করতেই হবে। এছাড়া দুনিয়াবাসীর সামনে আর কোন আদর্শিক পথ নেই।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এই জন্য সর্বপ্রথম ইসলামী শ্রমনীতির সুফল শ্রমজীবী মানুষের নিকট তুলে ধরছে। আমরা শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব লাগিয়ে নয় বরং মালিক শ্রমিকের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আমরা চাই একজন শ্রমিক যেন তার প্রাপ্য মজুরি বুঝে পেয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। প্রতিটি শ্রমিক কাজে সততার সাথে নিজের উন্নতির পাশাপাশি মালিক ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের পথে যেন নিয়োজিত থাকে সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মহিলা বিভাগের উদ্যোগে "ইসলামে শ্রমনীতি" শীর্ষক এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মহিলা বিভাগের উদ্যোগে "ইসলামী শ্রমনীতি" শীর্ষক সেমিনার গত ৩০ নভেম্বর (বুধবার) ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা রোজিনা আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, বাংলাদেশ লইয়ার্স কাউন্সিলের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী। উক্ত সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মহিলা বিভাগের সহ-সাধারণ সম্পাদিকা ডাক্তার আমেনা বেগম শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেনঃ

১. বন্ধ কারখানা খুলে দিতে হবে এবং চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

২. ন্যূনতম মজুরী ২০ হাজার টাকা করতে হবে।

৩. শ্রমিকদের শ্রমঘন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, উন্নত চিকিৎসা, এবং শ্রমিকদের সন্তানদের উন্নত শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে।

৪. নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করতে হবে। প্রতিটি কারখানায় Child Daz Care Centre স্থাপন এবং প্রশিক্ষিত নার্স দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতে হবে।

৫. নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং পরিবহন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে হবে। অতিরিক্ত প্রোডাকশনের নামে হয়রানি এবং ছাটাই নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

৭. কর্মস্থলে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ক্যান্টিন, পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ রাখা এবং পর্যাপ্ত প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে।

৯. শিশু শ্রম এবং শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

১০. শ্রমিকদের ভবিষ্যত তহবিল অর্থাৎ পেনশন স্কীম এবং বয়স্ক ভাতা চালু করতে হবে।

১১. শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে মালিককে শ্রমিকদের দায়িত্ব সহজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং শ্রমিককেও হক আদায় করে কাজ করতে এবং মালিকের কল্যাণ কামনা করতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতে চলমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করুন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী বৈঠক গত ১৪ অক্টোবর-বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শুরুতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি মজলুম জননেতা আ ন ম শামসুল ইসলামকে দীর্ঘ এক মাস কারাগারে বন্দি রাখার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, সরকারের ইশারায় একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে দেশের শ্রমিক অঙ্গনের শীর্ষ নেতাকে হয়রানি করা হচ্ছে। মূলত আদর্শিক লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের সকল ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অচিরে বুমেরাং হবে এবং আ ন ম শামসুল ইসলাম অতীতের ন্যায় সকল মিথ্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে জনতার মাঝে ফিরে আসবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, সম্প্রতি সারাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমান যোগান থাকা সত্ত্বেও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি অযৌক্তিক। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ জনতার হাহাকার প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা খুব বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি সরকারের দায়িত্বশীল মহল এই সমস্যার সমাধান না করে লাগামহীন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষ মনে করে সরকারের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী-রা দ্রব্যমূল্যের দাম ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন আমরা সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আপনাদের সিন্ডিকেট ও অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্র ভেঙে অবিলম্বে শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতে চলমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করুন।

কার্যনির্বাহী পরিষদ চলমান দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতে নিম্মোক্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে উপস্থাপন করছে:-

১. চলমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. কালোবাজারী ও অবৈধ মজুদদারের সকল সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। জনদুর্ভোগ সৃষ্টির জন্য তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

৩. চাল, ডাল, তেল ও পেঁয়াজসহ সকল পণ্যের মূল্য শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে।

৪. করোনাকালীন সময়ে চাকুরিচ্যুত ও আয়হীন মানুষদেরকে সরকারের পক্ষ বিনামূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিতে হবে।

৫. শ্রমিক, দিনমজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী স্বল্প মূল্যে প্রদান করতে হবে।

৬. বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও যে সকল লোভী ও অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও বাজার মনিটরিং করতে হবে।

৮. অসাধু চক্রের কাছে জিম্মি সাধারণ মানুষদের রক্ষা করতে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৯. দেশের খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখতে কৃষকদের প্রণোদনা ও কৃষি খাতে ভর্তুকি দিতে হবে।

১০. সুষ্ঠু বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখে জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

শহীদ রহুল আমিন ও শহীদ হাবিবুর রহমান স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

২৮ অক্টোবর দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের রক্তাক্ত ইতিহাস : অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে শহীদ রহুল আমিন ও শহীদ হাবিবুর রহমানের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ২৭ অক্টোবর রাজধানীর একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি গোলাম রাব্বানী, লস্কর মুহাম্মদ তসলিম, মনসুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, প্রকাশনা সম্পাদক আবুল হাশেম, প্রচার সম্পাদক জামিল মাহমুদ। আলোচনা সভায় বক্তারা শহীদ রহুল আমিন ও শহীদ হাবিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, বাংলাদেশকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতার পরপরই নীল নকশা প্রণয়ন করা হয়। যে নকশার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে তাদের হাতে সব সময় জিম্মি রাখার। আমরা যেন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারি সেজন্য তারা প্রতিনিয়ত আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য তারা এই দেশের এক শ্রেণির অসৎ ও দেশবিরোধী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও আমলাদের ক্রয় করে নিয়েছে। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে। তাদের প্রতিটি বিষাক্ত থাবায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি। আমরা যখনই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছি তখনই তারা বিষাক্ত ছোবল আমাদের উপর মেরেছে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ছিল তেমনি একদিন। যে দিন দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের রক্তাক্ত ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বলেন, ২৮ অক্টোবরের নারকীয় পৈশাচিক ঘটনা কোন নিরবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৮ অক্টোবর সেই ধারাবাহিকতার অংশ। যারা মানুষের মন থেকে ইসলাম ও দেশপ্রেম মুছে দিতে চায় তারা আজ সবাই এক প্ল্যাটফর্মে। সেদিন ভর দুপুরে রাজধানীর পল্টন ও তার আগের দিন থেকে দেশের বিভিন

স্থানে দেশপ্রেমিক জনতার বাসভবন, রাজনৈতিক দলের অফিস ও সরকারি অফিস আদালতে ভয়াবহ তান্ডবলীলা শুরু করে। সেদিন প্রতিবেশি দেশের ইশারায় একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা লগি বৈঠার আঘাতে পিটিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ হত্যার নতুন নির্মম ইতিহাস রচনা করেছিল। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে দেশের মানুষসহ সারাবিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষরা সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। রাজপথে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা অপর একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এইভাবে নৃশংস ভাবে হত্যা করতে পারে এটি বিশ্ববাসীর জানা ছিল না। আজ ২৮ অক্টোবরের ১৫ বছর পেরিয়ে আসলেও সেই খুনিদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি। অবশ্য বিচার কারা করবে ? আজ যারা অবৈধভাবে ক্ষমতার মসনদ দখল করে আছে তারাই তো সেদিন ক্ষমতার লোভে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে নিজেদের বিক্রি করে দিয়ে ছিল। ইতিহাস বলে মজলুমের আর্তনাদ কখনো বিফল হয় না। একদিন না একদিন এই নারকীয় ঘটনার বিচার এই দেশের মাটিতে হবে। সেদিন দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন, শহীদ রুহুল আমিন ও শহীদ হাবিবুর রহমানের রক্তের দাগ বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে চাইলেই কেউ মুছে দিতে পারবে না। তাদের আত্মত্যাগের বদৌলতে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম রক্ষার আন্দোলন আরো মজবুতি লাভ করবে। দেশের সর্বত্র তাদের মত আদর্শিক কর্মী তৈরি হবে। যারা নিজেদের থেকে এই দেশের মাটি ও ইসলামকে অধিক ভালোবাসবে। দেশ ও ইসলামের স্বার্থে অসংখ্য রুহুল আমিন হাবিবুর রহমানরা নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে কার্পণ্য করবে না। সেদিন সকল ষড়যন্ত্রের নীল নকশা মুখ থুবড়ে পড়বে। ষড়যন্ত্রকারীরা পলায়নের পথ খুঁজবে কিন্তু তাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ থাকবে না। বাংলার প্রতি ইঞ্চি মাটি সেদিন ২৮ অক্টোবরের নারকীয় ও পৈশাচিক হত্যাকান্ডের সমুচিত জবাব দিবে।

আলোচনা সভা শেষে শহীদ রুহুল আমিন ও হাবিবুর রহমানের শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করা হয়। শহীদ পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের ধৈর্য ধরার তাওফিক কামনা করা হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরীর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে শহীদ রুহুল আমিন ও শহীদ হাবিবুর রহমানের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও মহানগরী সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের পরিচালনায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক মকবুল আহমদ, কামাল উদ্দিন আহমদ, মুহাম্মদ নুরুন্নবী, মাওলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম, সাব্বির আহমদ উসমানী, আব্দুল কাদের, আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বেলাল, রেজাউল করিম মুরাদ, মুহম্মাদ সেলিম রেজা, আব্দুল হামিদ, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

বিবৃতি

পূজামন্ডপে পবিত্র কুরআন রেখে সাম্প্রদায়িক উস্কানি যারা দিতে চায়, তারা দেশ বিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

কুমিল্লায় কুরআন অবমাননার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান গত ১৪ অক্টোবর এক যৌথ বিবৃতিতে কুমিল্লা মহানগরীর নানুয়া দিঘীরপাড় এলাকার একটি মন্দিরের পূজামন্ডপের বেদিতে পবিত্র কুরআনুল কারিম রেখে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারিম দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। তাই দুর্বৃত্তরা পবিত্র কুরআন মন্দিরের পূজামন্ডপের বেদিতে রেখে মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত দিয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। কুমিল্লায় কুরআন অবমাননার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারিম সকল মুসলমানের হৃদয়ের স্পন্দন। তারা নিজের জীবনের থেকেও পবিত্র কুরআনুল কারিমকে বেশী ভালোবাসে। পৃথিবীর যে প্রান্তে যখনই পবিত্র কুরআনকে অবমাননার চেষ্টা করা হয়েছিল তখনই এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাদের সর্বোচ্চ উজাড় করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। অসংখ্যবার রাজপথে এসে বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়েছে। কুরআন অবমাননার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘাতককের বুলেটের আঘাতে অনেক মর্দে মুমিন শাহাদাতের নজরনা পেশ করেছে। তবুও কুরআন অবমাননার কথা শুনে ঘরে বসে থাকেনি মুসলমানরা। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাত দিতে কুরআন কে বারবার অবমাননার পথ বেছে নিয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে বলে আমরা মনে করি। তাদের এই চরম দৃষ্টতার কঠিনতম শাস্তি দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারিম আল্লাহ সকল ধর্মমতের মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন। কুরআনুল কারিমের উপযোগিতা কালোত্তীর্ণ এবং তা বিশেষ কোনো জাতি ও যুগের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কুরআনের প্রতিটি আয়াত সব যুগের মানুষের কাছে সজীব, নতুন ও প্রাণবন্ত হয়ে বিরাজ করছে। তাই যুগে যুগে মানুষ কুরআনের দিকে ছুটে আসছে পঙ্গপালের মত। এমতাবস্থায় কুরআনের পথ থেকে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করতে সারাবিশ্বে একটি গোষ্ঠী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। আমরা মনে করি কুমিল্লার এই ঘটনা সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার অংশ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে বহু ধর্মের মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলার সহিত বসবাস করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশবিরোধী একটি গোষ্ঠী মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় সম্প্রতি বিনষ্ট করার জন্য যারা এই অপতৎপরতার সাথে জড়িত তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আমরা এই ঘটনায়

আঘাত পাওয়া সকল মুসলমানদের শান্ত থাকার ও আইন নিজেদের হাতে তুলে না নেওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। পাড়ায় পাড়ায় সকল ধর্মের ভাইদের নিয়ে দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ করছি।

ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য প্রতি লিটারে ১৫ টাকা বৃদ্ধিতে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে সরকার দেশে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান গত ৭ নভেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) কর্তৃক ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য প্রতি লিটারে ১৫ টাকা বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাত দিয়ে সরকার কোন রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে দেশে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার এমন সময় জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে যখন চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দাম শ্রমজীবীসহ দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। করোনাকালীন সময়ে অসংখ্য মানুষ কর্ম হারিয়ে আয়হীন হয়ে পড়েছে। যাদের কর্ম আছে তাদের আয় কমে গেছে। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে উঠে এসেছে দেশে করোনাকালে গত দুই বছরে দরিদ্র হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উচ্চমূল্য ঘরে ঘরে হাহাকার সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই সময়ে এসে সরকার নতুন করে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে চরম জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সময় বিশেষজ্ঞ হতে শুরু করে এই খাতের কোন পক্ষের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করে নাই। যা সরকারের একগুঁয়েমি মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। সরকার জ্বালানি তেলের ওপর শুল্ক ছাড় দিয়ে জ্বালানি তেলের মূল্য আরো কমিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সরকার সেই সুযোগ না নিয়ে বরং দেশে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। গত কয়েকদিন ধরে পরিবহন ধর্মঘটে ঢাকাসহ সারাদেশের মানুষ যে দুর্ভোগে পড়েছে তার দায় কোনভাবেই সরকার এড়াতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে অযৌক্তিক জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে। এইখাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সুষ্ঠু আলোচনা মাধ্যমে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃষিখাত যেন স্থবির না হয়ে পড়ে সেদিকে সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে কৃষিখাতে ভর্তুকি দিতে হবে। কৃষক শ্রমিকদের স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে কৃষি অর্থনীতিকে সচল রাখতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চাল, ডাল, তেল, সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম শ্রমজীবীসহ দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে নিয়ে আসতে সরকারকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। করোনাকালীন সময়ে চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্ন আয়ের মানুষদের চাল, ডাল, তেলসহ স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে হবে।

দেশব্যাপী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের

সিরাতুন্নবী(সা:) উদযাপন

নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা:) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে গত ১২ নভেম্বর জেলা কার্যালয়ে সিরাতুন্নবি (সা:) উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সভাপতি ড. আসগার ইবন হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদার, মাহবুবুর রহমান, মাওলানা সাঈদুর রহমান, রাসেল আহমদ ও ওসমান গনি প্রমুখ। আলোচনা শেষে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বরিশাল পশ্চিম জেলার বানারীপাড়া উপজেলার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী(সা:) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল জেলা পশ্চিম বানারীপাড়া উপজেলার উদ্যোগে গত ০৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সিরাতুন্নবী (সা:) উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সাধারণ সম্পাদক হাফেজ আব্দুর রহমানের পরিচালনায় উপজেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা আব্দুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের বরিশাল পূর্ব জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা পশ্চিমের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, জেলা উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কাশেম জহির, উপজেলা প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন, হাফেজ মোজাম্মেল হক। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার উপদেষ্টা হাফেজ আবুল হাসান, শ্রমিক নেতা জসিম, জুয়েল মল্লিক, সিদ্দিকুর রহমান, তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা:) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা:) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর স্থানীয় মিলনায়তনে চরফ্যাশন পৌরসভার সভাপতি মোঃ শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিব্বুল্লাহ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভোলা জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশীদ। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ২৯ অক্টোবর সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল্লাহ জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি লস্কর মোহাম্মাদ তসলিম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরীর সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা দেলোয়ার, কামরুজ্জামান, ফারুকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও ময়মনসিংহ মহানগর নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (ময়মন-৪৩) উদ্যোগে গত ৩০ অক্টোবর সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ময়মনসিংহ মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা জুবায়ের আল মাহমুদ, মেহেদী হাসান, শ্রমিক নেতা আলতাফ হোসেন প্রমুখ। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উদ্যোগে সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে গত ২৯ অক্টোবর সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি মাষ্টার হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আব্দুল মালেকের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার, উপজেলা সহ-সভাপতি আব্দুল জলিলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়া জেলার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলার উদ্যোগে গত ২৯ অক্টোবর সিরাতুন্নবী (সাঃ)উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এস এম মুহসীন আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কুষ্টিয়া জেলার অন্যতম উপদেষ্টা শাহজাহান আলী মোল্লা। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, মমতাজ আলী ও শ্রমিক নেতা হাসান রুহানি প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈইল পৌরসভার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রানীশংকৈইল পৌরসভার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ)উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৌরসভার সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ঠাকুরগাঁও জেলার সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাণীশংকৈল উপজেলার উপদেষ্টা মাওলানা রজ্জব আলী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা রমিজ উদ্দিন আহমেদ, ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাওলানা মোঃ মাসুদ প্রমুখ।

এছাড়াও ঠাকুরগাঁও সদর পূর্ব শাখার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরগাঁও সদর পূর্ব শাখার সভাপতি আল-মামুন ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মোঃ মিজানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ঠাকুরগাঁও জেলার সাধারণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সদর পূর্ব শাখার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা সোলাইমান হুসাইন, বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ নুরুল হুদা, মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ)উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা মহানগরী উত্তর নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ)উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ২৬ অক্টোবর তুরাগ নদী নৌকা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে ও কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হালিমের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি লস্কর মোঃ তসলিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোঃ আল আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ হারুন। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরীর পাহাড়তলী থানার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর পাহাড়তলী থানার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ)উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি কামাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ও থানা সাধারণ সম্পাদক শওকত আলীর পরিচালনায় আলোচনা সভায়

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনা করেন ইসকপ জামে মসজিদের খতিব এম আমানত উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসকপ জামে মসজিদের ইমাম মুফতি মু. ইলিয়াস।

ঢাকা মহানগরী উত্তর

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহর নেতৃত্বে র‍্যালীটি রাজধানী ঢাকার উত্তর বাড্ডা থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাড্ডা লিংক রোডে গিয়ে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগরী উত্তরের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সভাপতি মিজানুল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পান্না, আতাহার আলী, আব্দুল হালিম, জামিল মাহমুদ প্রমুখ।

মিরপুর পূর্ব থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী উত্তরের মিরপুর পূর্ব থানার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরী সভাপতি মোঃ মহিব্বুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সভাপতি মিজানুল হক।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালামের নেতৃত্বে র‍্যালীটি রাজধানী ঢাকার দৈনিক বাংলা থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফকিরাপুল মোড়ে গিয়ে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নুরুল আমিন, মহানগরী সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু, মোশারফ হোসেন চঞ্চল, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর লোকাল গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মীর মোহাম্মদ জুলহাস প্রমুখ।

খিলগাঁও জোনের রিকশা গ্যারেজে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের খিলগাঁও জোনের উদ্যোগে মুগদা মান্ডা এলাকার বিভিন্ন রিকশা গ্যারেজে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

গাজীপুর মহানগরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও অসহায় শ্রমিকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাজীপুর মহানগরী সহ-সভাপতি মনসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাসানের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা খায়রুল হাসান। মহানগরী সহ-সভাপতি ফারদিন হাসান হাসিব সহ মহানগরীর নেতৃবৃন্দ।

খুলনা মহানগরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলম, মহানগরীর উপদেষ্টা ফোরকান উদ্দিন মিঠু। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাইফুজ্জামান লাল্টু, শ্রমিক নেতা খলিলুর রহমান ও কামরুল ইসলাম সহ মহানগরীর নেতৃবৃন্দ।

সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। মহানগরী সভাপতি আজিজুল ইসলাম ফারাজীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাষ্টার শফিকুল আলম, মহানগরীর উপদেষ্টা ফোরকান উদ্দিন মিঠু। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান, সাইফুজ্জামান লাল্টু, শ্রমিক নেতা খলিলুর রহমান ও কামরুল ইসলাম সহ মহানগরীর নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মহানগরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টগ্রাম মহানগরী হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি মুহাম্মদ নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা আব্দুস সাত্তার, মোঃ হাসান, মোঃ আলামিনসহ মহানগরীর নেতৃবৃন্দ।

কুমিল্লা মহানগরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি কাজী নজীর আহমদের সভাপতিত্বে ও দপ্তর সম্পাদক মাইন উদ্দিনের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি ফেডারেশনের মহানগরীর সাবেক সভাপতি একে এম এমদাদুল হক মামুন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামান, সহ-সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, নিজাম উদ্দিন প্রমুখ।

কুমিল্লা আদর্শ সদর দর্জি ইউনিয়নের উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরীর কুমিল্লা আদর্শ সদর দর্জি ইউনিয়নের উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন সভাপতি জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে র‍্যালীটি নগরীর টমছম ব্রীজ থেকে শুরু হয়ে কোর্ট প্রাঙ্গনে গিয়ে শ্রমিক সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজীর আহমদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসাইন, শ্রমিক নেতা মাইন উদ্দিন, নিজাম উদ্দিন, কলিম উল্লাহ প্রমুখ।

সিলেট মহানগরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজুর নেতৃত্বে র‍্যালীটি নগরীর সুরমা পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলীয়া মাদরাসার সামনে গিয়ে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাসেল। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সোহেল আহমদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর, আব্বাস আলী, শ্রমিক নেতা আঃ বাছিত, দিলশাদ মিয়া, ইকবাল হোসেন, মুহিবুর রহমান শামীম, রাশিদ আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের নিয়ে ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনাল খেলায় ট্রেড ইউনিয়ন থানা শাখা জয়ী হয়। মহানগর সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ রাসেল ফাইনালে জয়ী ও পরাজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্বাস আলী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল জলিল, শ্রমিক নেতা সাজ্জাদুর রহমান, মহিবুর রহমান শামিম, বেলাল আহমেদ প্রমুখ।

শাহপরাণ পশ্চিম থানার উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ পশ্চিম থানার উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত। ফেডারেশনের শাহপরাণ পশ্চিম থানা সভাপতি মুহিবুর রহমান শামীমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোক্তার হোসনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন ফেডারেনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট মহানগর সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, শাহপরাণ পশ্চিম থানার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আনোয়ার আলী ও ফেডারেশনের মহানগর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক আবদুল বাছেত মিলন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশরনের মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ রাসেল, শাহপরাণ পশ্চিম থানার উপদেষ্টা শাহেদ আলী, নজরুল ইসলাম, মোঃ মামুন হুসাইন, শ্রমিক নেতা মোস্তাফিজুর রহমান সাদ্দাম, ইদ্রিস আলী, আব্দুস সালাম, কাজী খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান হৃদয়, ডাঃ মাহমুদুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন এবং মোঃ হাসান প্রমুখ।

রংপুর মহানগরী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রংপুর মহানগরীর উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরী সভাপতি অ্যাডভোকেট কাওছার আলীর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি মোত্তালেব হোসেনের সঞ্চালনায় এতে মহানগর ও বিভিন্ন থানার নেতৃবৃন্দ আলোচনা পেশ করেন।

মাদারীপুর জেলা

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

লক্ষীপুর জেলা

লক্ষীপুর জেলার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের দোকান কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লোহাগড়া নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বিজয় র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণের লোহাগড়া উপজেলার উদ্যোগে রিকশা শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ফরিদপুর জেলার মধুখালি পৌরসভার উদ্যোগে বিজয় র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে

লালমনিরহাট জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের লালমনিরহাট জেলার রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের উদ্যোগে বিজয় র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিলেট জেলা উত্তর

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সিলেট জেলা উত্তরের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা উত্তরের সভাপতি নিজাম উদ্দীন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি জেলা সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমদ। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলাম, হাফিজ ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

কক্সবাজার জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার শহর শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুহসিন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মোস্তাক আহমদ, মোক্তার আহমদ প্রমুখ।

বগুড়া শহর

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বগুড়া শহরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহর সভাপতি আজগর আলীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন দর্জি শ্রমিক নেতা আব্দুল মতিন, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নোয়াখালী জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ফেডারেশনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা জেলা উত্তর

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা জেলা উত্তরের মুরাদনগর উপজেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে শ্রমিক সমাবেশ ও সামষ্টিক ভোজের আয়োজন করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক পৌরসভার উদ্যোগে শ্রমিক পরিবারের সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। পৌরসভার সভাপতি ওয়াশিদ আলীর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি মোঃ ছালিক আহমদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শাহ আলম।

নীলফামারী জেলা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান জুয়েল।

শ্রমিক সেবা

চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। গত ২ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর দফতর সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুন্নবী, শ্রমিক নেতা স ম শামীম, মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, সাব্বির আহমদ উসমানী, মনজুর ইসলাম রানা প্রমুখ।

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে ছাগল বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি মোঃ মফিজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এবং কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ শোয়াইয়েব হোসেনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের নাটোর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ড. মোঃ নুরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নাটোর জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হক জিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন থানা উপদেষ্টা মোঃ আব্দুল খালেক মোল্লা। গুরুদাসপুর উপজেলা রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম, ফার্ণিচার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ শের মাহমুদ।

মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার উদ্যোগে অটোরিকশা ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার উদ্যোগে একজন শ্রমিককে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি অটোরিকশা ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। ফেডারেশনের ডাসার উপজেলা সভাপতি মোঃ রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে ও উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলামের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের মাদারীপুর জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন। এসময় শ্রমিক নেতা ডাঃ আব্দুর রউফ সহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে গত ২৬ নভেম্বর শুক্রবার আলেখারচর এলাকায় শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের আলেখারচর শাখা সভাপতি কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর সভাপতি কাজী নজির আহমেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মাইন উদ্দিন সরকার, শ্রমিক নেতা নূরুল আমিন আজাদ ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ মতিঝিল থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মতিঝিল থানার উদ্যোগে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত।

মতিঝিল থানা সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলামের পরিচালনায় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভপতি আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ সোহেল রানা মিঠু । এসময় উপস্থিত ছিলেন শাহবাগ থানা সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলামসহ মতিঝিল থানার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে ইউনিট প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা অঞ্চলের উদ্যোগে ইউনিট প্রতিনিধি সম্মেলন গত ২৬ নভেম্বর শুক্রবার অঞ্চল পরিচালক মাস্টার শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফোরেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন খুলনা অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান, খুলনা মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, খুলনা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ইমরান হোসাইন, খুলনা দক্ষিণ জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা সরোয়ার হোসাইন। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুল ইসলাম ফারাজী, খুলনা উত্তর জেলা সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা আল মুজাহিদ, সাতক্ষীরা জেলা সভাপতি অধ্যাপক সুজাত আলী, বাগেরহাট জেলা সভাপতি মনজুরুল হক রাহাদ, খুলনা দক্ষিণ জেলা সভাপতি অধ্যাপক অলি উল্লাহ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অঞ্চলের টিম সদস্য নুরুল হুদা, মোঃ আজিজুর রহমান, আব্দুল খালেক হাওলাদার, খান গোলাম রাসূল, মুহাম্মাদ আল ফিদা হোসেন।

সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট অঞ্চল আয়োজিত বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদের সভাপতিত্বে এবং সিলেট অঞ্চল সহকারি পরিচালক মাওলানা ফারুক আহমদের পরিচালনায় বাছাইকৃত কর্মী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট মহানগরীর বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা মোঃ ফখরুল ইসলাম, সিলেট উত্তর জেলার উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা আনোয়ার হোসেন খান। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরীর সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ রাজু, সিলেট দক্ষিণ জেলার সভাপতি ফখরুল ইসলাম খান, সিলেট উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন, সুনামগঞ্জ জেলা সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, মৌলভীবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিত, মাওলানা হাফিজ আবু নকিব। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সিলেট বিভাগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী, সিলেট মহানগরীর সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াসিন খান, সিলেট জেলা উত্তর সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আতিকুল ইসলাম, সিলেট মহানগরীর সহ-সাধারণ

সম্পাদক মুহাঃ আক্কাস আলী, মিয়া মোঃ রাসেল, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল বাছেত মিলন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহাগরীর উদ্যোগে সাধারন সদস্য সম্মেলন-২১ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহাগরীর উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর সাধারন সদস্য সম্মেলন-২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক চট্টগ্রাম মহানগরীর সাধারন সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ শাহজাহান।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান, ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন। এসময় উক্ত সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর সহ-সভাপতি ডাঃ আব্দুল ওয়াছি, মুহাম্মদ এনামুল কবির, মুহামম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া, সহ-সাধারন সম্পাদক মকবুল আহমদ ভূঁইয়া, আবু তালেব চৌধুরী, ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ শিহাব উল্লাহ, এম এম আব্দুল হক, কামাল উদ্দিন আহমদ, শ্রমিক নেতা আব্দুল আজিজ মুহাম্মদ শোয়াইব, মুহাম্মদ নুরুন্নবী ও এম.আসাদ প্রমুখ।

ঢাকা জেলা উত্তরের আশুলিয়া থানার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তরের আশুলিয় থানার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি ফয়জুল হকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের পরিচালনায় স্থানীয় এক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা উত্তর অঞ্চলের পরিচালক মোঃ মনসুর রহমান, ঢাকা উত্তর জেলার সভাপতি অধ্যক্ষ হারুন রশিদ। এসময় স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দসহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা ও পৌরসভার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা ও চরফ্যাশন পৌরসভার উদ্যোগে গত ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের চরফ্যাশন উপজেলা সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলামের পরিচালনায় ও চরফ্যাশন পৌরসভার সভাপতি মোঃ শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভোলা জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ মোস্তফা কামাল, ফেডারেশনের ভোলা জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশিদ, চরফ্যাশন পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মীর মোঃ শরীফ হোসেন, ভোলা জেলা সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল মালেক, জেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ বেলায়েত হোসেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চরফ্যাশন উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওঃ মোঃ আবুল কাশেম, ভোলা জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মেহেদী হাসান সুমন, শশীভূষন থানার প্রধান উপদেষ্টা মোঃ মোজাম্মেল হক ও মোঃ আমজাদ হোসেন, দক্ষিণ আইচা ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম।

বরিশাল অঞ্চল আয়োজিত দায়িত্বশীলদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল অঞ্চলের উদ্যোগে অঞ্চলের জেলা টিম সদস্যদের নিয়ে ভার্চুয়ালি এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ নভেম্বর বরিশাল অঞ্চলের পরিচালক লস্কর মোহাম্মদ তসলিমের সভাপতিত্বে ও অঞ্চলের টিম সদস্য অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় আরোও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের ভোলা জেলা সভাপতি মাওলানা হারুন অর রশিদ। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের টিম সদস্য মশিউর রহমান, বরিশাল মহানগরীর সভাপতি মাস্টার মিজানুর রহমান, পিরোজপুর জেলা সভাপতি জহিরুল হক, ঝালকাঠি জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ফারুক হোসেন, বরিশাল জেলা পশ্চিমের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, পটুয়াখালী জেলা সভাপতি সাইদুর রহমান খান, বরগুনা জেলা সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।

কক্সবাজার জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন ও সেক্টর দায়িত্বশীলদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন ও সেক্টর ভিত্তিক দায়িত্বশীল কর্মশালা গত ২৬ নভেম্বর শুক্রবার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মহসিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা নুর মোহাম্মদ আনোয়ারী, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, জেলা উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দীন ফারুকী। এছাড়াও এসময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর, শ্রমিকনেতা শাহজাহান, জসিম উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শাহাবুদ্দিন সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাদারীপুর জেলার উদ্যোগে অগ্রসর কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসিফ শাহরিয়ারের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন মাদারীপুর জেলা সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসাইন। এসময় জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শোকবাণী

মিয়া গোলাম পরওয়ারের পিতার ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ারের শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মিয়া আব্দুল হামিদের (৯০) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। গত ১৭ অক্টোবর এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, জনাব মিয়া আব্দুল হামিদের ইন্তিকালে আমরা একজন ইসলামী শ্রম আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ অভিভাবককে হারালাম। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম মিয়া আব্দুল হামিদ ছিলেন ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের সময়ের সাহসী সৈনিক। যিনি নিজে ইসলামী আন্দোলনে ছিলেন অগ্রগামী। প্রতিটি সন্তানকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করতে ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। পিতা হিসেবে তিনি ইসলামী আন্দোলনে অন্যন্য নজির স্থাপন করেছেন। তার এই ভূমিকা দেশের শ্রমজীবীসহ সর্বস্তরের জনতা শ্রদ্ধার সাথে আজীবন স্মরণ করবে। তার জেষ্ঠ পুত্র মিয়া গোলাম পরওয়ার দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রিয় মুখ। সত্য ও সাহসের পথে চলতে গিয়ে যিনি আজ কারান্তরীন। আমরা তার আশু মুক্তি কামনা করছি। একই সাথে দ্বীনকে বিজয়ী করতে মরহুম মিয়া আব্দুল হামিদের সকল তৎপরতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আমীন। উল্লেখ্য মরহুম মিয়া আব্দুল হামিদ ১৭ অক্টোবর দুপুর ১ টায় রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শ্রমিক নেতা মাওলানা আলমগীর হোসেনের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা মাওলানা আলমগীর হোসেন (৫৮) এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। গত ১০ অক্টোবর এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ ইসলামী শ্রম আন্দোলনে মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম আলমগীর হোসেন ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অগ্রসেনানী ছিলেন। তিনি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে আজীবন সম্পৃক্ত রেখেছেন। মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সর্বদা ছিলেন সোচ্চার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মরহুমের ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

উল্লেখ্য মরহুম মাওলানা আলমগীর হোসেন ১০ অক্টোবর সকালে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা ১১ অক্টোবর জানাযা নামাজ সকাল ১১ টায় কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাযায় ইমামতি করেন ফেডারেশনের চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান। জানাযার পূর্বে মরহুম আলমগীর হোসেনের জীবনী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সহ-সভাপতি কবির আহমেদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জানাজায় অংশগ্রহণ করেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ নুর আহমদ, কক্সবাজার পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোস্তফিজুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক, এস এম লুৎফর রহমান, জেলার উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফরিদউদ্দিন ফারুকী, সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল হক, ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুহসিন, মরহুমের মেঝো ছেলে অ্যাডভোকেট আল আমিন, বিএনপি নেতা আবুল কাশেম, যুবলীগ নেতা মাসেকুল হক রাসেল, যুবদল নেতা জিসান উদ্দিন জিসান, শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলাম হাসান, এম ইউ বাহাদুর, জসিম উদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, ছাত্রনেতা রাশেদুল হক, কামাল উদ্দিন, শাহাদাত হোসেনসহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক সাধারণ শ্রমিক জনতা। জানাযা শেষে মরহুম আলমগীর হোসেনকে কক্সবাজার সদর উপজেলার দক্ষিণ বাহারছড়া সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

নেত্রকোনা জেলার শ্রমিক নেতা নুরুল হকের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলা সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা নুরুল হক তালুকদারের (৬২) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ ইসলামী শ্রম আন্দোলনে মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। উল্লেখ্য মরহুম আব্দুল হক তালুকদার ১৬ অক্টোবর (শনিবার) সন্ধ্যা ৭ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও ৪ ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা আজ সকাল ৮ টায় মরহুমের গ্রামের বাড়ি ডেমরা বড় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযা শেষে মরহুমকে ডেমরা কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নেত্রকোনা জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা এনামুল হক, উপদেষ্টা সিদ্দিকুর রহমান, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি এহসানুল হক ভূঁইয়া হিরু, সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। জনাব মরহুম আব্দুল হকের ইন্তেকালে এছাড়াও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ও মোমেনশাহী অঞ্চলের পরিচালক নুরুল আমিন এবং অঞ্চল সহ-পরিচালক মির্জা আব্দুল মাজেদ।

বগুড়া জেলার শ্রমিক নেতা আব্দুল কুদ্দুসের ইন্তেকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলা সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আব্দুল কুদ্দুসের (৭০) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। গত ২১ অক্টোবর এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ ইসলামী শ্রম আন্দোলনে মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম আব্দুল কুদ্দুস ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের অগ্রসেনানী ছিলেন। তিনি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেকে আজীবন সম্পৃক্ত রেখেছেন। মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সর্বদা ছিলেন সোচ্চার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মরহুমের ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা কবুল করুন। উল্লেখ্য মরহুম আব্দুল কুদ্দুস গত ১৯ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা মরহুমের গ্রামের শাহজাহানপুর উপজেলার খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের দুরুলিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। জনাব মরহুম আব্দুল কুদ্দুসের ইন্তেকালে এছাড়াও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বগুড়া অঞ্চল পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল মতিন।

শ্রমিক নেতা আলমগীর হাসান রাজুর বড় ভাইয়ের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা আলমগীর হাসান রাজুর বড় ভাই জনাব হাজী আকবার মোল্যার (৬৭) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। গত ১১ অক্টোবর এক শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম হাজী আকবর মোল্যা আমৃত্য সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চড়পাচুরিয়া ঈদগাহ ও মসজিদ কমিটির দীর্ঘ ১৫ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সমাজ ও জনগণের উন্নয়নে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। উল্লেখ্য মরহুম হাজী আকবর মোল্যা ১১ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ২ ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা আজ সকাল ৯ টায় মরহুমের গ্রামের বাড়ী মাগুড়া জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার চড়পাচুড়িয়া গ্রামের চড়পাচুড়িয়া ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে চড়পাচুড়িয়া সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ঝালকাঠিতে লঞ্চ অগ্নিকান্ডে ৩৬ জন যাত্রী নিহতের ঘটনায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান গত ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার এক যৌথ শোকবাণীতে, গত ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী অভিযান-১০ লঞ্চে অগ্নিকান্ডে ৩৬ জন যাত্রী নিহত ও বহু হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ সূত্রে জানা যায় মাঝ নদীতে ইঞ্জিন রুমে আগুনের সূত্রপাত্র ঘটে। এমতাবস্থায় লঞ্চ যতদ্রুত সম্ভব তীড়ে ভিড়িয়ে যাত্রীদের অক্ষত উদ্ধার করা লঞ্চ কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ লঞ্চ কূলে ভিড়াতে সময় ক্ষেপন করে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেক যাত্রী এ সময় মাঝ নদীতে ঝাঁপ দেয়। লঞ্চে শিশু বৃদ্ধসহ প্রায় আট শতাধিক যাত্রী ছিল। অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন শতাধিক যাত্রী। কিন্তু বাকি যাত্রীদের হদিস এখনো পাওয়া যায়নি। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে আমরা জানি না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের দেশে সড়ক পথে প্রতিদিন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ হতাহত হচ্ছে। নিরাপদ পথ হিসেবে নৌ-পথ বিবেচিত হলেও সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসিনতার ফলে কিছুদিন পরপর নৌ-পথে বড় ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। নামাকাওয়াস্তে তদন্ত কমিটি ঘটিত হলেও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জাতির সামনে পেশ করা হয় না। যার ফলে অপরাধীরা ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থেকে যাচ্ছে। আর জাতিকে বহন করতে অসংখ্য লাশের কফিন। স্বজন হারা হতে হয় অসংখ্য পরিবারকে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অভিযান-১০ লঞ্চের অগ্নিকান্ডের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। অবিলম্বে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। তদন্ত রিপোর্ট জাতির সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী দিনে এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে উল্লেখ করতে হবে। দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীর পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিতে হবে। আহতদের সুচিকিৎসা ও সার্বিক ব্যয়ভার বহন সরকারকে করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ অগ্নিকান্ডে নিহত যাত্রীদের রুহের মাগফেরাত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোআ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শ্রম আইন ও ইসলামী বইয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৩০%
কমিশনে পাওয়া যাচ্ছে

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
২	গঠনতন্ত্র	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
৩	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১৩০/-
৪	দারসুল কুরআন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৭০/-
৫	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৬	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৫০/-
৭	বিশ্বনবীর ঘোষিত শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১২/-
৮	শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আযম	১৫/-
৯	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬	প্রকাশক-মো: আবুল হাসেম	১৩০/-
১০	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১১	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন ও কাজের পদ্ধতি	কবির আহমদ মজুমদার	২০/-
১৩	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক ও শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৭	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৫	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৬	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা	রোকেয়া আনছার	৬০/-

কল্যাণ প্রকাশনী
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
যোগাযোগ: ০১৮৩৬-০৮৬৯৮৪, ০১৮২২-০৯৩০৫২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলামের আলোকে পরিচালিত ১মাস/৩মাস/৬মাস মেয়াদী নিম্নোক্ত ট্রেড কোর্সে

ভর্তি চলছে

কোর্স সমূহ

- গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড ফ্রিল্যান্সিং
- কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন্স
- ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইথ ফ্রিল্যান্সিং
- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
- আমিনশীপ/ভূমি জরিপ

পিনাকলের অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস
- আধুনিক পদ্ধতিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস
- প্রতিটি ট্রেডের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ইন্সট্রাক্টর দ্বারা ট্রেনিং প্রদান
- উন্নত দেশের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত আধুনিক মেটারিয়াল্স দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান
- Theory ও Practical এর জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা
- সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও এসেসমেন্ট এর ব্যবস্থা
- তুলনামূলক স্বল্প কোর্স ফী'তে সর্বোচ্চ শিক্ষা মানের নিশ্চয়তা
- Pinnacle Job Placement Cell এর মাধ্যমে সফল শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

পিনাকল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
PINNACLE TRAINING INSTITUTE

১০২/১ (৩য় তলা) শহীদ ফারুক সড়ক, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ (ঢাকা ব্যাংক সংলগ্ন)
মোবাইল: ০১৭৩৯ ৯৯৫১৯৯, ০১৯৪৮ ৮৩৭৯৭২ Email: pinnacletrainingpt 2020@gmail.com

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাঁথা
মেডিকেল কলেজ
ভর্তি পরীক্ষা
২০২০-২১
২য়
১ম
৪র্থ
তানভীন
মুনমুন
রাকিবুল
প্রথম ১০ এ ৮ জন
ডিএমসি তে ১৫৫ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩১০৩+ জন
রেটিনা